প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৬৭

প্রকাশনে : সেনগুপ্ত বুক হাউসের পক্ষে
শ্রীপ্রতুল সেনগুপ্ত ও শ্রীনৃপেশরঞ্জন দে
৩০৩এ, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬

মুদ্রণে : ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীঅজিত কুমার সামই
১/১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

পিতৃদেবের পুণ্য স্মৃতিতে

॥ অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যান্য নাটক ॥

আকাশ-বিহঙ্গী

নির্বোধ ও সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে

শকুন্তলা রায়

থানা থেকে আসছি

মৌন-মুখর

নচিকেতা

সূর্যের মত সমুদ্র

মালয় মায়ের ডাক

নাট্যরূপে রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে (অমুদ্রিত) ও সে (অমুদ্রিত)

নাট্যানুবাদে উইলিয়াম শেক্‌স্‌পীয়ারের হ্যামলেট

প্রকাশের অপেক্ষায়

মৃত্যু

পোস্টমাস্টারের বউ

অথ মালতী-বৃষভ কথা

বঙ্কিমচন্দ্রের মুচিরাম গুড় (নাট্যরূপ)

একাঙ্ক সঙ্কলন

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

ক্লডিয়াস—ডেন্‌মার্ক্‌ অধিপতি

হ্যামলেট্—পূর্বতন অধিপতির পুত্র এবং বর্তমান অধিপতির ভ্রাতুষ্পুত্র।

পলোনিয়াস—মহামান্য রাজগৃহাধ্যক্ষ।

লেয়ার্টেস—পলোনিয়াসের পুত্র।

হোরেশিও—হ্যামলেট-সুহৃদ।

ভোল্টম্যাণ্ড্‌, কর্ণেলিয়াস্‌, রোজেন্‌ক্রাণ্ৎস্‌, গিল্ডেন্‌স্টার্ন্‌, অস্‌রিক্‌, জনৈক ভদ্রমহোদয়, জনৈক পুরোহিত — পারিষদ।

মার্সেল্লাস, বার্ণাডো — রাজকর্মচারী।

ফ্রান্‌সিস্‌কো—একজন সৈনিক।

বেনাল্‌ডো—পলোনিয়াসের ভৃত্য।

বিদূষকদ্বয়। সমাধি-খনকদ্বয়। অভিনেতা-অভিনেত্রীবৃন্দ।

ফোর্টিন্‌ব্রাস—নরওয়ের যুবরাজ।

একজন নরওয়েজীয় সৈন্যাধ্যক্ষ।

ইংরাজ রাজপ্রতিনিধিগণ।

গার্ট্রুড্‌—ডেন্‌মার্কের রানী ও হ্যামলেটের মাতা।

ওফেলিয়া—পলোনিয়াস দুহিতা।

হ্যামলেটের পিতার প্রেতমূর্তি।

মাননীয়-মাননীয়াগণ, রাজকর্মচারীবৃন্দ, সৈনিকগণ, নাবিকগণ, দূতগণ ও অনুচরবৃন্দ।

পটভূমি—ডেন্‌মার্ক্‌।

---

*এই অনুবাদের অভিনয় অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুমতি সাপেক্ষ।

॥ প্রথম অঙ্ক ॥

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[এল্‌সিনোর্। দুর্গপ্রাসাদের সম্মুখে এক প্রহরী-মঞ্চ। প্রহরী-পদে ফ্রান্‌সিস্‌কো। বিপরীতে বার্ণাডোর প্রবেশ।]

বার্ণাডো — কে ওখানে ?

ফ্রান্‌সিস্‌কো — না, প্রশ্ন নয়, উত্তর দাও। গতি সংবরণ কর, আত্মপরিচয়ে নিজেকে প্রকাশ কর।

বার্ণাডো — অধিপতি দীর্ঘজীবী হউন।

ফ্রান্‌সিস্‌কো — বার্ণাডো ?

বার্ণাডো — সে-ই।

ফ্রান্‌সিস্‌কো — অতিসতর্ক তোমার সময়নিষ্ঠা, অনতিক্রান্ত নির্ধারিত-কাল।

বার্ণাডো — রাত্রির দ্বিতীয় যাম-সমাপ্তি এইমাত্র ঘোষিত হ'ল। শয্যায় যাও ফ্রান্‌সিস্‌কো।

ফ্রান্‌সিস্‌কো — এই দায়িত্ব-মুক্তির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। শীতের তীব্রতায় অন্তরের অন্তস্থলে আমি অবসন্ন।

বার্ণাডো — শান্ত ছিল রক্ষণকাল ?

ফ্রান্‌সিস্‌কো — একটি মূষিকও অশান্ত হয় নি।

বার্ণাডো — ভাল, শুভরাত্রি। আমার সহরক্ষী হোরেশিও আর

মার্‌সেল্লাস্। যদি সাক্ষাৎ হয়, তাদের আগমন ত্বরান্বিত ক'রো।

(হোরেশিও ও মার্‌সেল্লাসের প্রবেশ।)

ফ্রান্‌সিস্‌কো আসার শব্দ শুনছি যেন। হো......গতি সংবরণ কর। কে ওখানে ?

হোরেশিও দেশের সুহৃদ।

মার্‌সেল্লাস্ আর ডেন্‌মার্ক-অধিপের করমুক্ত প্রজা।

ফ্রান্‌সিস্‌কো শুভরাত্রি জেনো।

মার্‌সেল্লাস্ বিদায়, সাধু সৈনিক। তোমার পরিবর্ত ?

ফ্রান্‌সিস্‌কো আমার স্থানে বার্ণাডো। শুভরাত্রি জেনো। (প্রস্থান)

মার্‌সেল্লাস্ হোল্লা, বার্ণাডো !

বার্ণাডো আরে ! কে ওখানে—হোরেশিও ?

হোরেশিও অংশমাত্র তো বটেই।

বার্ণাডো স্বাগতম হোরেশিও ; স্বাগতম সুকৃত মার্‌সেল্লাস্।

হোরেশিও তারপর, রাত্রে আবার হয়েছিল নাকি—বস্তুটির আবির্ভাব ?

বার্ণাডো কিছু তো দেখি নি।

মার্‌সেল্লাস্ হোরেশিও বলে এ নাকি নিছক আমাদের কল্পনা। সেই ভয়াবহ দৃশ্য দুবার আমরা দেখেছি—সম্পর্কিত প্রত্যয়কে সে কিন্তু অধিকার দেবে না ; তাই তো আমি তাকে অনুরোধ করেছি—এই রাত্রির মুহূর্ত নিচয় সেও আমাদের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করুক ; যদি মধ্যে সেই প্রেতমূর্তির আবার আবির্ভাব হয়, হোরেশিও আমাদের চোখের সাক্ষ্য সমর্থন ক'রে তার সঙ্গে কথা বলতে পারে।

হোরেশিও (অবজ্ঞাবাচক অব্যয়ে তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করিয়া) ধুস্‌! ওটার আবির্ভাব কিন্তু হবে না।

বার্ণাডো একটু বস। দু-রাত্রি ধ'রে আমরা যা দেখেছি—যে কাহিনীর প্রতিপক্ষে তোমার পটহ্‌ এমন দুর্গবেষ্টিত—সেই কাহিনী দিয়ে তোমার শ্রুতিকে আর একবার আমরা আক্রমণ করি।

হোরেশিও ভাল, বসলাম। শুনি আমরা, বার্ণাডো বলুক সেই কাহিনী।

বার্ণাডো মাত্র গতরাত্রির কথা। ঐ যে তারকা এখন ওখানে জ্বলছে—আকাশের ঐ অংশ আলোকিত করার জন্য ধ্রুব-পশ্চিম ঐ তারকা তখন গতিশীল—মার্‌সেল্লাস্‌ আর আমি নিজে—ঘণ্টায় তখন একটা বাজছে—

মার্‌সেল্লাস্‌ শান্ত হও, কথা বন্ধ কর; ঐ দেখ আবার এসেছে।

বার্ণাডো আকৃতিতে এক, মৃত অধিপতির মত।

মার্‌সেল্লাস্‌ তুমি সুপণ্ডিত; কথা বল হোরেশিও।

বার্ণাডো ঠিক রাজার মত দেখতে নয়? লক্ষ ক'রে দেখ হোরেশিও।

হোরেশিও অবিকল। আতঙ্কে বিস্ময়ে ও আমাকে বিদীর্ণ করছে।

বার্ণাডো ও সম্ভাষিত হ'তে চায়।

মার্‌সেল্লাস্‌ ওকে প্রশ্ন কর হোরেশিও।

হোরেশিও তুমি কি? এই রাত্রির কালাংশ তুমি অপহরণ করেছ। কিছুকাল পূর্বেও যে মনোরম যোদ্ধাকৃতিতে সমাধিস্থ ডেন্‌মার্ক-মহিমা পদচারণ করতেন, সেই আকৃতি তুমি অপহরণ করেছ। আমি তোমাকে আদেশ করছি, উত্তর দাও।

মার্‌সেল্লাস্‌ ক্ষুণ্ণ হয়েছে, হোরেশিও।

বার্ণাডো দেখ দীর্ঘ পদক্ষেপে দূরে স'রে যাচ্ছে।

হোরেশিও স্থির হও। কথা বল, উত্তর দাও! আমি তোমাকে আদেশ করছি, উত্তর দাও! (প্রেতমূর্তির প্রস্থান)

মার্‌সেল্লাস্‌ চ'লে গেল, উত্তর সে দেবে না।

বার্ণাডো এখন কেমন, হোরেশিও। কল্পনার চেয়ে একটু বেশী নয় কি? কি মনে হচ্ছে তোমার?

হোরেশিও ঈশ্বর সমক্ষে বলছি, আমার আপন দৃষ্টির ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সত্যসাক্ষ্য ব্যতিরেকে এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতাম না।

মার্‌সেল্লাস্‌ আমাদের রাজার মত নয় কি?

হোরেশিও ঠিক তুমি যেমন তোমার মত। দুরাকাঙ্ক্ষ নরওয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামকালের সেই যোদ্ধসজ্জা; তুষারে স্লেজ্‌-বাহিত পোলদের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ সম্মুখসমরের সেই ভ্রূকুঞ্চন। অদ্ভুত।

মার্‌সেল্লাস্‌ এইভাবে এর পূর্বে আরো দুবার, রাত্রির এই মৃত্যুর ন্যায় স্তব্ধ মুহূর্ত, আমাদের প্রহরীকালে সেনানীর পদক্ষেপে তিনি আমাদের অতিক্রম ক'রে গেলেন।

হোরেশিও কোন পথে কাজ, কি তার মনন, সমস্তই আমার অজ্ঞাত, তবু আমার যৎপরোনাস্তি বিবেচনা—এই ঘটনায় আমাদের এই রাষ্ট্রে কিম্ভূত এক উদ্ভেদের অগ্রঘোষণা।

মার্‌সেল্লাস্‌ ভাল কথা, বস। বলতে পার—কেন এই কঠোর একাগ্র পর্যবেক্ষণের পুনরাবৃত্তি প্রতি রাত্রে এই রাজ্যের প্রজাকুলকে ক্লান্ত ক'রে তুলছে? কেন এই পিত্তলের

আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণ, কেন বিদেশ-বিপণিতে যুদ্ধাস্ত্র ক্রয়? পোতনির্মাতাদের কঠোর কার্যভার রবিবাসরকে সপ্তাহের অন্য বাসর থেকে পৃথক করছে না—কেন তাদের এই বাধ্যতামূলক শ্রমদান? এই স্বেদাক্ত দ্রুতি রাত্রিকে করেছে দিনের সহশ্রমিক—কি এর দিক নির্দেশ? কেউ বলতে পারে আমাকে?

হোরেশিও ওটা আমি পারি; অন্তত অস্ফুটভাষণে এই প্রকাশ। তোমরা জান—এইমাত্র যাঁর প্রেতমূর্তি আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হ'ল, আমাদের সেই বিগত অধিপতি, প্রতিযোগীর অহংকারে অহংকৃত নরওয়ের ফোর্টিন্‌ব্রাস্‌ কর্তৃক চূড়ান্ত সংগ্রামে স্পর্ধিত হয়েছিলেন। আমাদের পরিচিত পৃথিবীর এই অংশে যিনি শূর ব'লে সম্মানিত, আমাদের সেই শূর হ্যাম্‌লেট্‌, সেই সংগ্রামে এই ফোর্টিন্‌ব্রাস্‌কে হত্যা করেছিলেন। মৃত্যুতে ফোর্টিন্‌ব্রাস্‌ হারাবেন তাঁর ভূক্তির স্বাধিকার—এই চুক্তি। অনুমোদনে প্রচলিত বিধান, সমর্থনে শস্ত্রনীতি; প্রতিপক্ষে আমাদের রাজার সমাংশ পণ। চুক্তির ধারায়, বিজয়ী হ'লে অধিকার অর্সাতো ফোর্টিন্‌ব্রাসে, কিন্তু বিজয়ী হ্যামলেট, তাই সেই একই ধারায় অধিকারও হ'ল তাঁর। তারপর যুবক ফোর্টিন্‌ব্রাস্‌—অসম সাহসে তাঁর উদ্দাম উত্তাপ। মকর যেমন ক'রে খাদ্য সংগ্রহ করে, ঠিক তেমন ক'রে নরওয়ের প্রান্তসীমা থেকে শুধুমাত্র ভরণ-পোষণের বিনিময়ে নির্বিচারে তিনি কিছু ব্যক্তিকে সংগ্রহ করেছেন। আইনের আশ্রয় এদের নেই, কিন্তু দৃঢ়চেতা। আর

কাজ? এমন কাজ যাতে সাহস দুর্বার। উদ্দেশ্য যার আমাদের রাষ্ট্রের কাছে পরিষ্কার। ঐ যে ভূমি—যার অধিকার তাঁর পিতা হারিয়েছেন—শক্তির প্রয়োগে, আর অবশ্য প্রতিপাল্য শর্তের আরোপে আমাদের কাছ থেকে সেই ভূমির উদ্ধার। আর আমি যা বুঝি—এই হ'ল আমাদের প্রস্তুতির প্রধান কারণ, আমাদের প্রহরী-কর্মের উৎস, আমাদের প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার প্রধান হেতু।

বার্ণাডো আমারও মনে হয় এ ছাড়া অন্য কিছু নয়। আমাদের প্রহরীকালে অশুভ এই অস্ত্রীর আগমনের সঙ্গে এর সুন্দর সমন্বয়। কি অতীত কি বর্তমান—এই সমস্ত যুদ্ধের প্রশ্নে আমাদের সেই রাজা—সাদৃশ্যে ঠিক যেন তাঁরই মত।

হোরিশিও আমাদের মানসচক্ষুর যন্ত্রণায় ঠিক যেন এক ধূলিকণা। পরাক্রান্ত জুলিয়াসের পতনের অল্প পূর্বে, মহান রোম তখনও সমৃদ্ধির শিখরে—শবশূন্য সমস্ত সমাধি, রোমের পথে পথে বস্ত্রাবৃত মৃতদেহের উচ্চ চিৎকার আর দুর্বোধ্য দ্রুতভাষণ; অগ্নিপুচ্ছ তারকা আর রক্ত-শিশির, সূর্যেতে প্রলয়; আর বরুণদেবের সাম্রাজ্যে যাঁর প্রভাব, সমুদ্রসিক্ত সেই সোম প্রলয়কালের গ্রহণে যেন মুমূর্ষু; সেই একই বর্তমান—এই রাজ্যে দেশবাসীর সমক্ষে স্বর্গমর্ত্যের এক-যোগে সেই একই প্রদর্শন—ভয়ঙ্করের সেই একই পূর্বাভাষে ভবিষ্যতের চিরন্তন অগ্রঘোষণা, অশুভ নাটিকার চিরন্তন পূর্বরঙ্গ।

(প্রেতমূর্তির পুনঃপ্রবেশ)

কিন্তু ধীরে, দেখ! ঐ দেখ আবারো আবির্ভাব। আমি ওকে কর্ণপথে অতিক্রম করব, তাতে আমার অকল্যাণ হয় হ'ক। স্থির হও বিভ্রম। (প্রেতমূর্তির বাহুবিস্তার) যদি শ্রুতিগ্রাহ্য শব্দ কিছু থাকে; যদি কণ্ঠস্বরের ব্যবহার জানা থাকে তবে আমার সঙ্গে কথা বল। বল আমাকে —এমন কোন মঙ্গলাচরণ; যাতে তোমার স্বাচ্ছন্দ্য আমার সুকৃতি? মাতৃভূমির ভবিষ্যৎ সঙ্কটের এমন কোন গোপন অভিজ্ঞা, পূর্বজ্ঞানে যার অনুকূল সমাধান? কথা বল। লোকে বলে প্রেত তোমরা, তোমাদের প্রায়শঃ সঞ্চরণের কারণ সঞ্চিত ধন। যদি জীবদ্দশায় ধরিত্রী-জঠরে লুণ্ঠিত ধনের সঞ্চয় কিছু থাকে, তবে আমাকে বলতে পার। (কুক্কুটের চিৎকার) দাঁড়াও, কথা বল। ওকে থামাও মার্‌সেল্লাস্‌।

মার্‌সেল্লাস্‌ তা হ'লে আমার ভল্ল দিয়ে ওকে আঘাত করি?

হোরেশিও কর—যদি না বিরত হয়।

বার্ণাডো এই তো এখানে!

হোরেশিও এই তো এখানে!

(প্রেতমূর্তির প্রস্থান)

মার্‌সেল্লাস্‌ চ'লে গেছেন। আমরা ওঁর প্রতি অন্যায় করেছি। উনি রাজোচিত—আমরা বল প্রদর্শন করেছি। উনি বায়ুর মত অভেদ্য। আমাদের ব্যর্থ আঘাত-প্রচেষ্টা আমাদেরই প্রতি বিদ্বিষ্ট বিদ্রূপ।

বার্ণাডো উনি কথা বলতে উদ্যত হয়েছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে কুক্কুটের চিৎকার।

হোরেশিও আর তখনই কি এক ভয়াবহ আহ্বানে কেমন যেন অপরাধীর মত সন্ত্রস্ত। শুনেছি প্রভাত-তূর্য এই কুক্কুটের স্পর্ধিত কণ্ঠের তীক্ষ্ণ চিৎকারে দিবসাধিপতির জাগরণ; আরও শুনেছি ক্ষিতি-অপ্‌-তেজে অথবা মরুৎ-এ ইতস্তত বিচরণশীল অমিতাচারী যে আত্মা, নিজস্ব অবরোধে তার দ্রুত প্রস্থান এরই সতর্ক-ধ্বনিতে। আর এই বস্তুর বর্তমান আবির্ভাবে এই কাহিনীর সত্যতার প্রমাণ।

মার্‌সেল্লাস্‌ কুক্কুটের চিৎকার, তারও ক্রম বিলুপ্তি। লোকে বলে—আমাদের ত্রাণকর্তার জন্মোৎসবের ঠিক পূর্বে, আবহমান কাল দিবাঘোষ ঐ বিহঙ্গের সারারাত্রি ব্যাপি সঙ্গীত-যামিনী; তারা বলে সাহসের অভাবে উপদেবতারা তখন স্তব্ধগতি, রাত্রি তখন মনোরম, গ্রহে গ্রহে তখন সংঘাতের অভাব, অপ্সরীদের বিমোহন নেই, ডাকিনীদের মোহজালের বিস্তার নেই, এমনই পবিত্র, এমনই মহিমান্বিত সেই কাল।

হোরেশিও আমিও শুনেছি, অংশত বিশ্বাসও করি। কিন্তু ঐ দেখ প্রভাত, ধূসর পাটল তার পরিচ্ছদ, পূর্বদিকে দূরের ঐ পর্বতে নিশাজল-মথিত তার পদার্পণ। আমাদের দিক-রক্ষণে সমাপ্তি টানি, আর আমার পরামর্শ—এই রাত্রিতে আমরা যা লক্ষ করেছি তার অভিজ্ঞায় তরুণ হ্যাম্‌লেট্‌কে অভিজ্ঞ করি; কারণ আমি আমার জীবন-পণে বলতে পারি, আমাদের প্রতি মূক এই প্রেত তাঁর সঙ্গে নিশ্চয়ই মুখর হয়ে উঠবে। এই ঘটনায় তাঁকে

পরিচিত করাই আমাদের কর্তব্যোচিত কর্ম, তাঁর প্রতি আমাদের প্রীতির প্রয়োজন—তোমরা কি এ-সম্পর্কে একমত ?

মার্সেল্লাস্ আমার প্রার্থনা, এস তাই করি ; এই প্রভাতে কোথায় আমরা তাঁকে আমাদের সুবিধামত পাব, তা আমি জানি।

[প্রস্থান]

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

এল্‌সিনোর্‌। দুর্গপ্রাসাদ।

তূর্যধ্বনি। প্রবেশ: ডেনমার্ক-অধিপতি ক্লডিয়াস্‌, মহিষী গারট্রুড্‌, পারিষদবর্গের মধ্যে—পলোনিয়াস ও তাঁর পুত্র লেয়ার্টেস্‌, ভোল্টম্যাণ্ড্‌, কর্ণেলিয়াস্‌, ও হ্যাম্‌লেট্‌।

রাজা আমাদের প্রিয় ভ্রাতা হ্যাম্‌লেট্‌—যদিও তাঁর মৃত্যু-স্মৃতির এখনও কৈশোর, শোক যদিও আমাদের একমাত্র বহনীয়, আমাদের সমগ্র রাজ্য যদিও বিষাদের সঙ্কুচিত ললাট-লিপি মাত্র; তবুও বিচক্ষণতার সঙ্গে স্বভাবের সংঘর্ষের সুদূর-প্রসার, আর সেই প্রসারে আমরা আমাদের জ্ঞানদীপ্ত বিষাদে তাঁর কথা যেমন চিন্তা করি, তেমনি স্মরণে রাখি নিজেদের কথা। তাই কিছুকালের জন্য যিনি ভগিনী ছিলেন, বর্তমানের যিনি মহিষী, এই যোদ্ধরাষ্ট্রের যিনি রাজকীয় সহযোগী, তাঁকে সহধর্মিণীর পদে বরণ করেছি, এ যেন পরাভূত আনন্দ, বিষাদনম্র শুভদৃষ্টি, অন্ত্যেষ্টি-সৎকারে উল্লাস, বিবাহ-উৎসবে শোক গাথা, সম-মানে হর্ষ-বিষাদ। এ-সম্পর্কে আপনাদের সুপরামর্শ প্রত্যাখ্যান করি নি, স্বচ্ছন্দ-চিত্তে নিরন্তর আপনারা তা দিয়েছেন। সমস্ত-কিছুর জন্য ধন্যবাদ। এর পরের বিষয় বস্তু আপনারা জানেন: যুবক ফোর্টিন্‌-ব্রাস্‌—হয় আমাদের যোগ্যতা সম্পর্কে তার মূল্যায়ন দুর্বল, আর নয় তার ধারণা, প্রিয় ভ্রাতার মৃত্যুতে রাষ্ট্র

আমাদের সংযোগবিহীন, বিশৃঙ্খল। বিধি সম্মত সমস্ত নিবন্ধ অনুসারে আমাদের বীর ভ্রাতার নিকট সমর্পিত তার পিতার অধিকারচ্যুত ঐ যে ভূসম্পত্তি—সুযোগের ষড়যন্ত্রী কল্পনার সাহচর্যে ঐ ভূসম্পত্তি প্রত্যর্পণের বার্তায় আমাদের বিব্রত করতে সে ব্যর্থ হয় নি। আমাদের বীর ভ্রাতার কথা এই পর্যন্ত, এখন আমাদের কথা। বর্তমানের এই অধিবেশনের যথামিতি বিষয়বস্তু—যুবক ফোর্টিনব্রাসের শয্যাশায়ী অশক্ত খুল্লতাত তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনবহিতপ্রায়—নরওয়েতে তাঁর কাছে এই পত্র, তিনি যেন এ বিষয়ে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের অধিকতর অগ্রগমন দমন করেন—তাঁর কাছে পত্রের কারণ, কি সৈন্যসংগ্রহে, কি সৈন্যসংখ্যা-বৃদ্ধিতে, আর কি যুদ্ধের প্রস্তুতিতে, ভিত্তি তাঁরই প্রজাবর্গ। সাধু কর্ণেলিয়াস আপনি, আর আপনি ভোল্টম্যাণ্ড্‌, প্রাচীন নরওয়ের প্রতি এই অভিনন্দনের বাহকরূপে আপনাদের প্রেরণ করছি—নরওয়ে রাজের সঙ্গে আপনাদের কার্য নির্বাহ যেন এই পত্রের সবিস্তার-বিবৃত নিবন্ধকে অতিক্রম না করে। বিদায়; আপনাদের দ্রুতি আপনাদের কর্তব্যপরায়ণতাকে সমর্থন করুক।

কর্ণেলিয়াস্‌
ভোল্টম্যাণ্ড্‌ } সম্পর্কিত সর্ববিষয়ে আমরা আমাদের কর্তব্য-পরায়ণতা প্রদর্শন করব।

রাজা সে সম্পর্কে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বিদায়-কালীন আন্তরিক শুভকামনা রইল।

[ভোল্টম্যাণ্ড্‌ ও কর্ণেলিয়াসের প্রস্থান]

তারপর লেয়ার্টেস্‌, তোমার সংবাদ? কি যেন এক আবেদনের কথা বলেছিলে; কি সে আবেদন লেয়ার্টেস্‌? যুক্তি যদি থাকে তবে ডেনের শ্রুতিতে তোমার কণ্ঠস্বরের অবদমন নেই। কি তোর ভিক্ষা লেয়ার্টেস্‌ যা তোর বিনা-প্রার্থনায় আমার উপহার নয়? মস্তিষ্কের সঙ্গে হৃদয়ের সহজ সম্পর্ক, হস্তের সঙ্গে মুখবিবরের সহায়ক সম্পর্ক তোর পিতার সঙ্গে ডেনমার্কের সিংহাসনের সম্পর্ককে অতিক্রম করে না। কি তোর প্রার্থনা লেয়ার্টেস্‌?

লেয়ার্টেস্‌ হে শঙ্কনীয়, ফ্রান্স্‌ প্রত্যাবর্তনে প্রভুর অনুগ্রহজনিত অনুমতিই আমার প্রার্থনা; ডেনমার্কে আমার সাভিলাষ উপস্থিতি আপনার অভিষেকে আমার আনুগত্যের নিদর্শন। তবুও এখন আমি স্বীকার করতে বাধ্য, কর্তব্যশেষে আমার চিন্তা, আমার অভিরুচী পুনরায় ফ্রান্স্‌-অভিমুখী। আপনার নিকট মার্জনা-ভিক্ষায়, আপনার মহিমান্বিত অনুমতির প্রার্থনায় তারা প্রণত।

রাজা তোমার পিতার অনুমতি পেয়েছ? পলোনিয়াস কি বলেন?

পলোনিয়াস তার আবেদনের পরিশ্রমী প্রয়াসে আমার ধীরাগত অনুমতি উৎসাদিত প্রভু; অবশেষে তার একান্ত অভিলাষে আমার আয়াসসাধ্য সম্মতির মুদ্রাঙ্কন। আমার ভিক্ষা—আপনি তাকে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিন।

রাজা যাত্রার শুভক্ষণ নির্বাচন কর লেয়ার্টেস্‌, অধিষ্ঠানকাল

তোমারই ইচ্ছাধীন; তোমার শ্রেষ্ঠ কার্যক্ষমতা ইচ্ছামত কর্মে প্রয়োগ কর। তারপর আত্মীয়বর, হ্যামলেট—পুত্র আমার—

হ্যামলেট (স্বগত) আত্মীয়তার মাত্রা কিঞ্চিৎ অধিক, কিন্তু সমজাতিত্বের মাত্রা অল্প।

রাজা কিন্তু এ কেমন—এখনো তোমার আকাশে মেঘের আলম্বন উপস্থিতি?

হ্যামলেট না তো প্রভু; আমার অবস্থিতিতে রৌদ্রেরই আধিক্য।

রানী সুপুত্র হ্যামলেট, রাত্রির ঐ অন্ধকার তুই দূরে নিক্ষেপ কর, চক্ষু তোর ডেন্‌মার্কের উপর বান্ধবের দৃষ্টি নিক্ষেপ করুক, ঐ নিম্নমুখী দৃষ্টিপাত ধরণীর ধূলায় তোর মহান পিতার অনুসন্ধান থেকে চিরতরে বিরত থাক। তুই তো জানিস পুত্র মৃত্যু অবিশেষ—অনন্তের পথে প্রকৃতিকে অতিক্রম করার মুহূর্তে জীবিতের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

হ্যামলেট হ্যাঁ ভদ্রে, মৃত্যু অবিশেষ।

রানী যদি তাই হয়, তবে কেন তোর মনে হয় এই মৃত্যু এত বিশেষ?

হ্যামলেট 'মনে হয়' ভদ্রে! না, বিশেষেই তো এর অস্তিত্ব, আমার জানায় তো 'মনে হওয়া' নেই। আমার মসীকৃষ্ণ আবরণ, প্রথাবদ্ধ গম্ভীর কৃষ্ণ পরিচ্ছদ। আবদ্ধ প্রশ্বাসের কৃত্রিম দীর্ঘ নিঃশ্বাস, আঁখিকোণের অঝোর অশ্রুধারা, মুখভাবের নৈরাশ্য, এই সঙ্গে আর যত শোকরীতি-শোকভাব, শোকের সমস্ত প্রকার—এরা কি আমাকে

সত্যের চিহ্নে চিহ্নিত করতে পারে মা গো?—পারে না। এরাই তো কৃত্রিম-আপাত; জীবননাট্যে মানুষের অভিনয়-সুবিধায় এইসব নাট্যবিভঙ্গ; আমার আন্তর—সে তো প্রদর্শনকে অতিক্রম করে—কিন্তু এরা? এরা তো কেবলই বহিরাবরণ, শুধুই বিষাদের পরিচ্ছদ।

রাজা। হ্যামলেট, তোমার পিতার উদ্দেশ্যে তোমার এই শোককৃত্য পালন প্রশংসনীয় নিশ্চয়, নিশ্চয় তোমার মধুর প্রকৃতির পরিচয়। কিন্তু তুমি তো জান—তোমার পিতাও তাঁর পিতাকে হারিয়েছিলেন। আর সেই পিতামহের পিতারও মৃত্যু হয়েছিল, আর উত্তরপুরুষ সন্তানোচিত কর্তব্যে কিছুকালের জন্য শোক প্রদর্শনে বাধ্য। কিন্তু সেই প্রদর্শনের একদেশদর্শী নিরন্তরতায় এই যে অধ্যবসায়—সংকল্পের এ-এক অধার্মিক দৃঢ়তা; অপুরুষোচিত এই শোক; ঈশ্বর-সমক্ষে এই প্রবণতা অতিমাত্রায় অশুদ্ধ, অরক্ষিত সেই হৃদয়, অধৈর্য সেই অন্তর, অজ্ঞ অশিক্ষিত সেই ধী, আমাদের জ্ঞানে যা অবশ্যম্ভাবী, আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে আয়ত্ত অশিষ্ট-সাধারণের মতই যা অবিশেষ, আমাদের কোপন-প্রান্তিবোধে কেন আমরা তাকে আপন অন্তরে গ্রহণ করব? পৃথিবীর প্রথম মৃতদেহ থেকে আরম্ভ ক'রে এই মুহূর্তের মৃতদেহ পর্যন্ত যাদের সোচ্চার স্বীকৃতি—মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, অথচ পিতার মৃত্যু যাদের কাছে সর্বকালের দৈনন্দিন বিষয়বস্তু, ধিক তাদের! ঈশ্বর-সমক্ষে এ-এক পাপাচরণ, মৃতের বিরুদ্ধে এ-এক

অপরাধ, প্রকৃতির প্রতি এ-এক বিরূপতা, যুক্তিজাল-এর অতিমাত্রায় অযৌক্তিক। আমাদের অনুরোধ নিষ্ফল এই বিষাদ ভূমিতে পরিহার কর, তোমার চিন্তায় পিতৃকল্পে আমাদের গ্রহণ কর; তুমি আমাদের সিংহাসনের সর্বাপেক্ষা নিকটতম, পৃথিবী এ-কথা জানুক; তোমার প্রতি আমার প্রবণতায় যে প্রেম, মহত্ত্বে সেই প্রেম প্রিয়তম পিতার পুত্রস্নেহ অপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন নয়। উইটেন্‌বার্গ্‌ মহাবিদ্যালয়ে তোমার প্রত্যাবর্তনের অভিপ্রায় আমাদের অভিরুচির সম্পূর্ণ বিরোধী; তাই আমাদের একান্ত অনুরোধ আমাদের নয়নানন্দে, আমাদের দৃষ্টির স্বাচ্ছন্দ্যে এখানে তোমার অবস্থানে তুমি অভিলষিত হও; আমাদের প্রধান পারিষদরূপে, আমাদের স্বজনরূপে, আমাদের পুত্ররূপে বিরাজ কর।

রানী তোর মাতার প্রার্থনা যেন ব্যর্থ না হয় হ্যামলেট, আমার একান্ত অনুরোধ তুই আমাদের সঙ্গেই থাক; উইটেন্‌বার্গে যাস নি।

হ্যামলেট আমার সর্বসাধ্যে তোমার আদেশ প্রতিপালন ভদ্রে।

রাজা বাঃ—এই তো স্নেহের, সুবিবেচনার উত্তর। আমাদের মত সম্মানিত অধিষ্ঠানে ডেনমার্কে অধিষ্ঠিত হও। এস ভদ্রে; হ্যামলেটের এই বিনীত সহজ সম্মতি আমার হৃদয়ে মৃদুহাসির প্রলেপ; এরই মহিমান্বিত সম্মানে আজকের ডেনমার্কের প্রতিটি স্বাস্থ্যপান গুরুগম্ভীর কামান-নির্ঘোষে মেঘেতে নির্ঘোষিত হবে, আর পার্থিব

এই বজ্রনির্ঘোষের প্রত্যুত্তরে অন্তরীক্ষ এই রাজপ্রমোদ প্রতি-প্রতিধ্বনিত করবে। এস ভদ্রে।

(তূর্যধ্বনি। হ্যামলেট ভিন্ন অন্যের প্রস্থান।)

হ্যামলেট আহ্‌, যদি এই স্থূল মাংসপিণ্ড গলিত-দ্রবীভূত-বিশ্লেষিত হয়ে শিশিরে পরিণত হ'ত। অথবা আত্মহনন অনন্তের বিরুদ্ধ-আদেশে আদিষ্ট না হ'ত! হে ঈশ্বর! ঈশ্বর! মনে হয় কত যেন ক্লান্ত, কত ম্লান, কত অবদমিত, কত প্রাপ্তিহীন এই পৃথিবীর এই সমস্ত ব্যবহার! ধিক্‌ এই পৃথিবীকে! আহ্‌ ধিক্‌! অরচিত এক উদ্যান, বীজ-উৎপাদনে বৃদ্ধির শেষ; প্রকৃতিতে কটুগন্ধী স্থূল—সম্পূর্ণ তাদেরই আয়ত্তাধীন। এই এর উপসংহার! মাত্র দুইমাস মৃত! না না, দুই মাসও তো নয়। পরম শ্রেষ্ঠ সেই নরেন্দ্রপ্রধান! তার তুলনায় এই—এ যেন ভাস্করদেবের তুলনায় অর্ধছাগাকৃতি এক বনদেবতা; সেই নরেন্দ্রশ্রেষ্ঠ—আমার মাতার প্রতি এমনই প্রেমময় যে তাঁর মুখমণ্ডল কর্কশভাবে স্পর্শ করার অনুমতি বায়ুরও ছিল না। হে দ্যৌঃ! হে ধরিত্রী! স্মরণে কি আমাকে রাখতেই হবে? কেন? আমার পিতাতেই তো তাঁর আলম্ব ছিল—সে যেন ভক্ষ্যের ভিত্তিতে স্বাভাবিক ক্ষুধাবৃদ্ধি। কিন্তু তবুও…মাসাধিক কালও অতিবাহিত নয়…আমি এই চিন্তা থেকে বিরত থাকি। নিষ্ঠাহীন-অধ্রুব, নারী তোর নাম! সামান্য এক মাসকাল,…যে পাদুকা-পরিধানে অশ্রুমতী নিয়োবের মত তিনি আমার হতভাগ্য পিতার শবানুগমন

করেছিলেন, সেই পাদুকা জীর্ণ হবার পূর্বেই—এমন কি তিনি, সেই আমার মাতা…হায় ঈশ্বর! যুক্তি-বিবর্জিত এক পশুমন—তারও শোকপ্রকাশের কাল যে দীর্ঘতর হ'ত—খুল্লতাত-পরিণীতা, আমার খুল্লতাত, আমার পিতার ভ্রাতা; কিন্তু আমার পিতার সঙ্গে তার সাদৃশ্য আমার সঙ্গে হারকিউলেসের সাদৃশ্যকে অতিক্রম করে না। একমাসকালের মধ্যেই, তখনও কপট অশ্রুর লবণ ক্রন্দনাহত আঁখির রক্তিম পরিত্যাগ করে নি, তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন। ওহ্, অজাচারী শয্যায় অগম্যগমনের দক্ষতায় কী জঘন্যতম এই ক্রুতি! কিন্তু মুখর এ জিহ্বার অবশ্য-সংবরণ, তাই নিঃশব্দে ভগ্ন হ'ক আমার হৃদয়।

(হোরেশিও, মার্‌সেল্লাস্‌, ও বার্ণাডোর প্রবেশ।)

হোরেশিও — অভিবাদন গ্রহণ করুন স্বামীন।

হ্যামলেট — তোমাকে সুস্বাস্থ্যে দেখে আমার আনন্দ। হোরেশিও —নতুবা এ আমার বিস্মরণ।

হোরেশিও — সেই হোরেশিও স্বামীন্‌, আপনার চিরানুগত ভৃত্য।

হ্যামলেট — আমার সুহৃৎ মাননীয়। ঐ অভিধায় তোমার সঙ্গে আমার সম্বোধন-বিনিময়। তারপর, উইট্টেন্‌বার্গ্‌ থেকে তুমি এখানে যে হোরেশিও? মার্‌সেল্লাস্‌?

মার্‌সেল্লাস্‌ — মহান প্রভু আমার।

হ্যামলেট — তোমার উপস্থিতিতে আমার আনন্দ। (বার্ণাডোর প্রতি) শুভ সন্ধ্যা, মহাশয়—কিন্তু সত্য, উইট্টেন্‌বার্গ্‌ থেকে তুমি এখানে কেন?

হোরেশিও পলায়নী মনোবৃত্তি বলতে পারেন প্রভু।

হ্যামলেট তোমার শত্রুর মুখ থেকেও একথা আমি অবাধে শ্রবণ করতাম না; স্ব-বিরোধী তোমার এই নিজস্ব অভিযোগ বিশ্বাসে যোগ্যতর করার জন্য আমার শ্রুতির প্রতি এই অত্যাচার থেকে তুমি বিরত হও। আমি জানি কর্তব্য থেকে পলায়ন করার মত ব্যক্তি তুমি নও। কিন্তু এল্‌সিনোরে তোমার কিসের নিবন্ধ? প্রস্থানের পূর্বে তোমায় মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানে দীক্ষিত করব।

হোরেশিও স্বামীন্, আপনার পিতার অন্ত্যেষ্টিদর্শনে আমার আগমন।

হ্যামলেট আমার প্রার্থনা, আমায় উপহাস ক'রো না সহপাঠী; আমার মনে হয়, আমার মাতার বিবাহ দর্শনে তোমার আগমন।

হোরেশিও বাস্তবিক প্রভু, শেষোক্তের দ্রুত অনুসরণ।

হ্যামলেট মিতব্যয় হোরেশিও, মিতব্যয়! অন্ত্যেষ্টির তাপপক্ক মাংসখণ্ড বিবাহের ভোজবেদীকে শীতল আহার্যে সজ্জিত করল। ঐ দিনের আলো দৃষ্টি-স্পর্শ করার পূর্বে আমি অন্তরীক্ষে প্রিয়তম বিভীষণ অরাতির সম্মুখীন হ'তে পারতাম হোরেশিও! আমার পিতা—আমার অনুভবে আমি আমার পিতাকে দেখি।

হোরেশিও কোথায়, স্বামীন?

হ্যামলেট মানস-নেত্রে হোরেশিও।

হোরেশিও একবার মাত্র দেখেছিলাম। সেই অধিপতি—তিনি ছিলেন সুন্দর।

হ্যামলেট তিনি মানুষ ছিলেন, তাঁর সর্বাংশ-অনুরূপে আমার দৃষ্টি আর কোনদিন নিক্ষিপ্ত হবে না।

হোরেশিও স্বামীন, আমার মনে হয়, আমি গতরাত্রে তাঁকে দেখেছি।

হ্যামলেট দেখেছ, কাকে ?

হোরেশিও সেই অধিপতিকে স্বামীন, আপনার পিতাকে !

হ্যামলেট সেই অধিপতিকে, আমার পিতাকে।

হোরেশিও মনোযোগী শ্রুতি দিয়ে ক্ষণকালের জন্য আপনার বিস্ময়কে মাত্রাভ্যস্ত করুন, এই ভদ্রগণের সাক্ষ্যে সেই অলোকসাধারণকে আমি আপনার সমক্ষে মুক্ত করি।

হ্যামলেট ঈশ্বর প্রেমের শপথ, বল, আমি শ্রবণ করি।

হোরেশিও দুইরাত্রি একযোগে, মধ্যরাত্রের মৃত অপচয়ে—মার্‌সেল্লাস্‌ আর বার্ণাডো—এই দুই ভদ্রের প্রহরীকালে এমনই প্রত্যক্ষ। এঁদের সম্মুখে আপনার পিতার অনুরূপ এক আকৃতির আবির্ভাব, আপাদমস্তক-সর্বাঙ্গ তাঁর যথার্থ-শস্ত্রে সজ্জিত, ধীর-গম্ভীর-রাজোচিত মিত-পদক্ষেপ-গমনে এঁদের অতিক্রমণ; এঁদের নিপীড়িত দৃষ্টির ত্রাসিত বিস্ময়ের প্রত্যক্ষে, হস্তস্থিত দণ্ডের ব্যবধানে তিনবার তাঁর পাদচারণা; এঁরা তখন তাঁর প্রতি নির্বাক, ত্রাসের বিক্রিয়ায় মণ্ডপ্রায়, হতবাক এঁদের অবস্থান! ভয়াল নিভৃতে এঁরা আমাকে এই তথ্য জ্ঞাপন করেছিলেন; তৃতীয় রাত্রে রক্ষণকার্যে আমিও এঁদের সহযোগী ছিলাম; সেই পর্যবেক্ষণ-স্থানে বিহিত-কালে এঁদের বর্ণনার অনুরূপে প্রত্যেকটি অক্ষর সত্য-

স্বাক্ষরে স্বাক্ষরিত ক'রে আকৃতির যাথার্থ্যে সেই প্রেতমূর্তির আবির্ভাব। আপনার পিতা আমার বিদিত; এই করদ্বয়ও অধিক সদৃশ নয়।

হ্যামলেট কিন্তু কোথায় এই ঘটনা?

হোরেশিও আমাদের পর্যবেক্ষণ-স্থানে প্রভু, সেই প্রহরীমঞ্চে।

হ্যামলেট তুমি কথা বল নি?

হোরেশিও বলেছিলাম স্বামীন; কিন্তু কোন উত্তর করেন নি; একবার যেন মনে হ'ল উত্তোলিত মস্তকে বাক্যালাপে উদ্যত, বাক্যস্ফূর্তির কম্পনে গতিশীল; কিন্তু তখনই প্রাতঃকালীন কুক্কুটের উচ্চচিৎকার, আর সেই শব্দে সঙ্কুচিত তিনি আমাদের দৃষ্টিসীমা থেকে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

হ্যামলেট বড়ই অদ্ভুত।

হোরেশিও যেমন আমি জীবন যাপন করি মাননীয়, এও ঠিক তেমনই সত্য; আর আপনাকে জ্ঞাত করা আমাদের কর্তব্যলিপিতে লিখিত ব'লেই আমাদের মনে হ'ল।

হ্যামলেট নিশ্চয়, নিশ্চয়, ভদ্র, কিন্তু এ আমাকে উদ্‌বিগ্ন করছে। আজ রাত্রির পর্যবেক্ষণে কি তোমরা আছ?

সকলে আমরাই আছি স্বামীন।

হ্যামলেট কি বলছ তোমরা, সশস্ত্র?

সকলে সশস্ত্র প্রভু।

হ্যামলেট ঊর্ধ্ব থেকে অধঃ, সর্বাঙ্গ?

সকলে আপাদমস্তক, স্বামীন।

হ্যামলেট তোমরা তাঁর মুখ নিরীক্ষণ কর নি?

হোরেশিও — করেছি প্রভু; তিনি মুখাবরণ উত্তোলিত রেখেছিলেন।

হ্যামলেট — তাঁর দৃষ্টি কি ভ্রূকুটিকুটিল?

হোরেশিও — সে মুখে বিষাদ ক্রোধের অধিক।

হ্যামলেট — পাণ্ডুর অথবা রক্তিম?

হোরেশিও — না, অতিমাত্রায় পাণ্ডুর।

হ্যামলেট — দৃষ্টি তোমাদের উপর নিবদ্ধ?

হোরেশিও — নিরন্তর।

হ্যামলেট — যদি আমার সেখানে অবস্থিতি হ'ত!

হোরেশিও — মাত্রাতিরিক্ত বিস্ময়ে আপনি বিহ্বল হতেন।

হ্যামলেট — স্বাভাবিক, খুবই স্বাভাবিক। দীর্ঘ ছিল তাঁর অবস্থানক্ষণ?

হোরেশিও — এক থেকে একশতের সুস্থির গণনার কাল।

বাকী দুইজন — দীর্ঘতর; দীর্ঘতর সে কাল।

হ্যামলেট — শ্মশ্রু তাঁর ধূসরিত···না?

হোরেশিও — তাঁর জীবদ্দশায় আমি যা দেখেছি, বর্ণে রজতান্বিত কৃষ্ণ।

হ্যামলেট — আজ রাত্রে আমি পর্যবেক্ষণ করব; সম্ভবতঃ আবারো সে নৈশভ্রমণে নির্গত হবে।

হোরেশিও — হবেই, এ আমার নিশ্চিত প্রত্যয়।

হ্যামলেট — যদি সে আমার মহান পিতার আকৃতি ধারণ করে তবে আমি তার সঙ্গে কথা বলব; নরকের কুম্ভীপাকও যদি মুখব্যাদানে আমাকে স্তব্ধ থাকতে আদেশ করে তবুও। তোমাদের সকলের কাছে আমার প্রার্থনা, যদি এ পর্যন্ত এ দৃশ্য গোপন রেখে থাক, তবে এখনও এ তোমাদের নীরবতায় আশ্রিত থাকুক; আজ রাত্রে যা কিছু ঘটুক

—শুধু উপলব্ধির প্রয়োগ, জিহ্বার নয়; তোমাদের প্রেম আমি পুরস্কৃত করব। এখন শুভকামনায় বিদায় —প্রহরীমঞ্চের উপর একাদশ থেকে দ্বাদশ ঘটিকার মধ্যে তোমাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ।

সকলে আমাদের কর্তব্য আপনার প্রতি, মাননীয়।

হ্যামলেট তোমাদের প্রেম, যেমন আমার তোমাদের প্রতি; বিদায়।

(হ্যামলেট ব্যতীত অন্যের প্রস্থান)

সশস্ত্র পিতার প্রেত! সকলি তো শুভ নয়। কোন্ এক দুষ্কৃতের সংশয়ে আমি সমাকুল। রাত্রি যদি সমাগত হ'ত। অন্তত সে-পর্যন্ত, সত্তা আমার, স্থিরে সমাসীন হও। সমস্ত পৃথিবী অভিভূত করুক, তবু লোকচক্ষুর সমক্ষে দুষ্কৃতকর্মের প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী।

(প্রস্থান)

।। তৃতীয় দৃশ্য ।।

এল্‌সিনোর্। পলোনিয়াসের গৃহ।
লেয়ার্টেস্ ও তদীয় ভগ্নী ওফেলিয়ারপ্রবেশ।

লেয়ার্টেস্ — প্রয়োজনীয় সমস্তই পোতের আশ্রয়ে। বিদায়। আর বায়ু যদি প্রবাহী হয়, অর্ণবযান যদি সহায়ক থাকে, তবে বিস্মৃত হয়ো না ভগ্নী, তোমার সংবাদ আমি যেন পাই।

ওফেলিয়া — এতেও কি তোমার সংশয়?

লেয়ার্টেস্ — আর হ্যাম্‌লেট্, আর তার এই অযত্নলালিত অনুরাগ, মনে রেখ এ এক বিলাসী প্রচলন, উত্তপ্ত শোণিতের ক্রীড়নক, যুবতী-বসন্তের প্রারম্ভের বসন্তমালতী, অকাল-ঋতুমতী কিন্তু ক্ষণজীবী, প্রীতিপ্রদ কিন্তু ক্ষণস্থায়ী, মুহূর্তের সুগন্ধ, ক্ষণিকের আনন্দ; আর কিছু নয়।

ওফেলিয়া — আর কিছু নয়?

লেয়ার্টেস্ — এর অধিক যেন তোমার চিন্তায় না থাকে। বর্ধমান এই মনুষ্য-প্রকৃতি শুধুমাত্র আকারে ও শক্তিতে বর্ধিত হয় না, এই দেহমন্দিরের ক্রমবর্ধমান গঠনে মানস ও সত্তা কর্তব্যভারেও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সম্ভবতঃ বর্তমানে সে তোমায় ভালবাসে, এখনও সম্ভবতঃ কোন ম্লানতা, কোন প্রতারণ-চাতুর্য তার কামনার মহিমাকে কলুষিত করে নি; কিন্তু তোমার সন্ত্রস্ত থাকা উচিৎ, তার পদ-গৌরব ভারবহ, তার ইচ্ছা স্বাধিকার-আয়ত্ত নয়; সে

নিজে তার জন্মের অধীন, অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তির ন্যায় হয়তো স্বেচ্ছাচারী ক্ষোদনে সে ব্যস্ত নয়; কারণ সমগ্র রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য আর সুস্থ-মানস তারই নির্ধারণ-নির্ভর; আর তাই যে রাষ্ট্রের সে উষ্ণীষ, সেই রাষ্ট্রদেহের সম্মতিতে, স্বরমণ্ডলে নির্বাচন তার পরিবৃত্তান্বিত। এরপর সে যদি বলে সে তোমায় ভালবাসে তবে তোমার জ্ঞানে বিশ্বাস ততদূর, যতদূর পর্যন্ত সে তার নির্দিষ্ট কর্তব্যের পদে আসীন হয়েও তার প্রেমের বক্তব্যকে কার্যে রূপায়িত করতে পারে; আর সেই দুরন্ত ডেনমার্ক-প্রজার মুখ্য কণ্ঠস্বরকে অতিক্রম করে না। যদি তোমার অতিমাত্রায় প্রত্যয়প্রবণ শ্রুতি তার প্রেমসঙ্গীত তার শ্রবণতালিকার অন্তর্ভুক্ত করে, যদি তোমার হৃদয় হৃত হয়, যদি তোমার পবিত্র যৌবন ভাণ্ডার তার অনায়ত্ত-আকুলতার সম্মুখে উন্মুক্ত হয়, তবে তোমার সম্মানবোধ কোন্ মাত্রায় সম্মানহানি সহ্য করতে পারে তার পরিমাপ ক'রো। এ থেকে সন্ত্রস্ত থেক ওফেলিয়া, সন্ত্রস্ত থেক প্রিয় ভগিনী আমার; তোমার প্রেমের প্রান্তদেশে অবস্থান ক'রো, প্রবৃত্তির স্ফুলিঙ্গের, লালসার সঙ্কটের সীমার বাহিরে। শীলবতী কুমারী—সেও যদি তার সৌন্দর্যের আবরণ নিশাপতি সম্মুখে উন্মোচিত করে—তবে অতিমাত্রায় অমিতব্যয়ী হয়। কলঙ্কের শরাঘাত থেকে সদাচারের পরিত্রাণ নেই, দুষ্ট কুসুম-কীটে মুকুল বিকাশের পূর্বেই প্রায়ই বসন্তশিশুর ক্ষয়; প্রত্যুষের যৌবনের তরল-শিশিরে

সংক্রামক মারীভয়ের অতি-আসন্নতা। প্রতিরোধে সতর্ক থেক ; শঙ্কায় শ্রেষ্ঠ নিরাপত্তা, অন্যের অনৈকট্যে যৌবনই স্বখাত-সলিল।

ওফেলিয়া এই সুনীতির তাৎপর্যকে প্রহরীস্বরূপ আমি আমার হৃদয়ে ধারণ করব। কিন্তু সুভদ্র ভ্রাতা আমার, মহিমাহীন যে সব ধর্মযাজক, তাদের মত যেন না হয় ; তাদের প্রদর্শনে যখন স্বর্গরাজ্যের কণ্টকাকীর্ণ আরোহী-পথ, অপরিণামদর্শী লম্পটের মত কামনাস্ফীত ব্যাভিচারী-প্রেমের বসন্তপুষ্পরক্তিম পথে তখনই তাদের পদচারণা ; তারা বিবেকের পরামর্শ পর্যন্ত গ্রাহ্য করে না।

লেয়ার্টেস্‌ আমার জন্য শঙ্কিত হ'য়ো না।

(পলোনিয়াসের প্রবেশ)

আমি কিন্তু দীর্ঘক্ষণ আছি। কিন্তু পিতা আসছেন। দ্বিরুক্ত আশীষ কৃপায় দ্বিগুণ ; সুযোগের স্মিতহাস্য দ্বিতীয় বিদায়ে।

পলোনিয়াস এখনো এখানে লেয়ার্টেস ! পোতের আশ্রয়ে যাও, অন্তত লজ্জায় পোতাশ্রিত হও। বায়ু তোমার তরীর আশ্রয়ে, তুমি প্রতীক্ষিত। ওখানেও আমার আশীর্বাদ তোর সঙ্গে। শুধু দেখিস এই কটি সূত্র যেন তোর স্মৃতিফলকে অক্ষরিত থাকে। চিন্তাকে মুখর ক'রো না। অসম-চিন্তা যেন কার্যে পরিণত না হয়। পরিচিত হ'য়ো, কিন্তু সামান্য হ'য়ো না। তোর যে সুহৃদবর্গ, যাদের মনোনয়ন পরীক্ষিত, তোর সত্তার সঙ্গে তাদের

সংযোগ যেন ইস্পাত-বেষ্টনীর মত দৃঢ় হয়, কিন্তু নবাগত অনভিজ্ঞ উৎসাহীর করমর্দনে তোর তালু যেন স্থূল না হয়। সাবধান কলহে প্রবিষ্ট হ'য়ো না; কিন্তু যদি হও, মনে রেখ, প্রতিপক্ষ যেন তোমার সম্পর্কে সাবধান থাকে। সকলকে তোর শ্রুতি দিস, কিন্তু অল্পকে দিস তোর কণ্ঠস্বর; প্রত্যেকের অভিমত গ্রহণ করিস, কিন্তু নিজের বিচার যেন সংরক্ষিত থাকে। পরিচ্ছদের মহার্ঘতা যেন তোর ক্রয়ক্ষমতাকে অতিক্রম না করে, তাতে যেন অতি-কল্পনার প্রকাশ না থাকে; সুদর্শন অথচ প্রদর্শনভাব-রহিত, কারণ প্রদর্শনে প্রায়ই ব্যক্তির চরিত্র ঘোষণা; পদমর্যাদার আভিজাত্যে আর অবস্থানগৌরবে যে সমস্ত ফরাসী, পরিচ্ছদেই তাদের শ্রেষ্ঠ রুচির বিশিষ্টতম প্রকাশ। নাধমর্ণো নোত্তমর্ণো বা; কারণ ঋণদানে প্রদত্ত অর্থের বিলুপ্তি আর বন্ধুত্বের শেষ, আর ঋণ গ্রহণে মিতব্যয়িতার প্রান্তের তীক্ষ্ণতা নাশ। দিনের অনুসরণে রাত্রি— এই নিত্যসত্যের মত যদি নিজের প্রতি সত্য থাকিস, তবে অপরের প্রতি মিথ্যাচারী হওয়া তোর পক্ষে সম্ভব নয়। বিদায়, আমার আশীষ তোর মধ্যে এই সত্যকে অভ্যস্ত করুক!

লেয়ার্টেস আনত-বিনয়ে আমি বিদায় গ্রহণ করি প্রভু।

পলোনিয়াস সময় তোমাকে যাত্রারম্ভে নিমন্ত্রণ করে; যাও, ভৃত্যেরা তোমার অপেক্ষায়।

লেয়ার্টেস বিদায় ওফেলিয়া; যা বলেছি ভা'লমতে স্মরণ রেখ।

ওফেলিয়া স্মৃতিতে আবদ্ধ রইল, উন্মোচন তুমি রাখ।

লেয়ার্টেস বিদায়। (প্রস্থান)

পলোনিয়াস কি রে ওফেলিয়া, ও তোকে কি বলেছে?

ওফেলিয়া যদি আপনি প্রীত হন প্রভু, বিষয় হ্যামলেট-সম্পর্কিত।

পলোনিয়াস মেরির দিব্য, ভাল কথা স্মরণে এনেছ! শুনেছি, অধুনা প্রায়ই সে নাকি তার ব্যক্তিগত অবসর তোমাতে ব্যয় করে, প্রতিদানে তুমি নাকি দিয়েছ তোমার অবাধ শ্রুতির প্রাচুর্য। আমি যেমন শুনেছি যদি তেমনই হয়, তবে তোমাকে সতর্ক করার জন্য বলব, প্রতীতির যে স্বাচ্ছন্দ্য আমার কন্যার সম্মানের উপযুক্ত, সে স্বাচ্ছন্দ্যের বোধ তোমার নেই। তোমাদের মধ্যে ঘটনা কি? আমাকে সত্য বল।

ওফেলিয়া অধুনা, প্রেমের বহু প্রস্তাবই তিনি আমার কাছে করেছেন প্রভু।

পলোনিয়াস প্রেম! হুঁঃ! কিশোরীর মত তোমার কথাবার্তা; এইসব বিপজ্জনক পরিস্থিতি সম্পর্কে তোমার কোন অভিজ্ঞতাই নেই। এই যে তুমি বলছ, "প্রস্তাব,"— তার এইসব চলিত মুদ্রার প্রস্তাবকে তুমি বিশ্বাস কর?

ওফেলিয়া কি যে বিশ্বাস করব কিছুই জানি না প্রভু।

পলোনিয়াস মেরির দিব্য, আমি তোমায় শেখাব। শিশু তুমি, তাই এইসব অনুরাগী প্রস্তাব সত্য ব'লে গ্রহণ করেছ— বিশুদ্ধ মুদ্রামানে এরা নিয়ন্ত্রিত নয়। আরও মহার্ঘমূল্যে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রো; নতুবা যদি ঐসব প্রস্তাবের

এইসব অর্থবোধের প্রান্তে আমার শ্বাসরোধ না হয়, তুমি আমাকে নির্বোধের মূল্যমানে নিয়ন্ত্রিত করবে।

ওফেলিয়া বহুমানিত রীতিতে তিনি তাঁর সনির্বন্ধ অনুরাগ আমাকে জ্ঞাপন করেছেন প্রভু।

পলোনিয়াস হ্যাঁ রীতিই বলতে পার। কি ছার এই রীতি।

ওফেলিয়া ঈশ্বরের নামে প্রায় সমস্ত পবিত্র শপথেই তিনি তাঁর বক্তব্যকে স্বীকৃতি দিয়েছেন প্রভু।

পলোনিয়াস হ্যাঁ, বনবিহঙ্গের জন্য নিক্ষিপ্ত পাশ মাত্র। আমি তো জানি, শোণিত যখন উত্তপ্ত, রসনাকে তখন শপথের ঋণদানে মন কত অমিতব্যয়ী; অগ্নি ব'লে গ্রহণ ক'রো না কন্যা, এ শুধুই শিখা, আলো এর উত্তাপের অধিক—ঘোষণাতে, এমন কি ঘোষণার প্রস্তুতিতেই দুই-ই নিঃশেষ। আজ থেকে তোমার কুমারীমনের উপস্থিতি বিরলতর হ'ক, তোমাকে তার অনুনয়, তার সাক্ষাতের আদেশ অপেক্ষা উচ্চতর মানে নির্ধারিত ক'রো। আর মাননীয় হ্যামলেট—তাঁর প্রতি তোমার বিশ্বাসের সীমা—'তিনি যুবক'—এই ধারণাকে যেন অতিক্রম না করে, মনে রেখ—তোমার মণ্ডল অপেক্ষা বৃহত্তর পরিবৃত্তে তাঁর বিচরণ হয় তো বা সম্ভব। সংক্ষেপে ওফেলিয়া, তার শপথ বিশ্বাস ক'রো না; কারণ তারা মধ্যস্থ মাত্র, তাদের পরিচ্ছদের বর্ণে সত্যাভাস নেই। শুধুই লজ্জাকর প্রস্তাবের সমর্থক, বিমোহনের সুবিধায় প্রতিজ্ঞায় তাদের পবিত্রতার ভান, ধর্মের আরোপ। এই-ই সব। সহজ কথায়, আজ থেকে আমার ইচ্ছা

নয়, তুমি তোমার কোন মুহূর্ত মাননীয় হ্যামলেটের সঙ্গে আলাপচারীতে কলঙ্কিত কর। মনে রেখ, এ আমার আদেশ। আমায় সঙ্গে এস।

ওফেলিয়া আমি পালন করব প্রভু। (প্রস্থান)

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

(এল্‌সিনোর্‌ দুর্গপ্রাসাদ-সম্মুখের প্রহরীমঞ্চ। প্রবেশ : হ্যামলেট, হোরেশিও, ও মার্‌সেল্লাস্‌)।

হ্যামলেট — বায়ুর চতুর দংশন ; অতিমাত্রায় শীতল।

হোরেশিও — ক্লেশকর, তীব্র এ প্রবাহ।

হ্যামলেট — এখন সময় ?

হোরেশিও — মনে হয়, মধ্যরাত্রের নীচে।

মারসেল্লাস — না, মধ্যরাত্র তো ধ্বনিত হয়েছে।

হোরেশিও — সত্য ? আমি তো শুনি নি। তবে তো প্রেতের পরিভ্রমণকাল আসন্নপ্রায় !

(তূর্যধ্বনি ও দুইবার আগ্নেয়াস্ত্র-নির্ঘোষ)।

এর অর্থ প্রভু ?

হ্যামলেট — নৈশভোজে রাজার আজ রাত্রি-জাগরণ, আজ তাঁর পানমহোৎসব। প্রমোদ-প্রবাহে, উদ্দাম উদ্ধত নৃত্যে রাইন্‌-আসব তলনিঃশেষে পান, আর দামামায়, তূর্যেতে আমিতপানের পণরক্ষার সরব ঘোষণা।

হোরেশিও — একি কোন প্রথা ?

হ্যামলেট — হ্যাঁ, মেরির নামে,...প্রথা তো বটেই ; অবশ্য যদিও আমি এই দেশের অধিবাসী, যদিও জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এই রীতিতে অভ্যস্ত, তবুও আমার মনে হয় পালন অপেক্ষা প্রথা-ভঙ্গেই এই রীতির অধিক সম্মাননা। শিরঃপীড়াদায়ক এই প্রমোদ পূর্বপশ্চিমে সমস্ত জাতির

কাছে আমাদের কলঙ্কিত করেছে, আমাদের নিন্দিত করেছে; তারা আমাদের মদ্যপ ব'লে অভিহিত করে, শূকর-আখ্যায় আমাদের উপাধি মলিন করে; আর বাস্তবিক, সামর্থ্যের শিখরে অর্জিত আমাদের বহু কীর্তি থেকে আমাদের গুণগত বৈশিষ্ট্যের সারাংশ এই অখ্যাতিতে অবলুপ্ত। প্রায়ই দেখা যায়, কারো বা কোন পাপ-প্রবৃত্তি জন্মচিহ্নের মতই সহজাত, এর জন্য তারা দোষী নয়, কারণ প্রকৃতি আধার-নির্বাচনে অসমর্থ; কারো বা স্বাভাবিক কোন প্রবণতার অতিবৃদ্ধি যুক্তির বেষ্টনী-দুর্গ চূর্ণ করে; অথবা কোন অভ্যাসের মাত্রাতিরিক্ত মাতনে চারু-আচরণের শোভন-রূপ বিকৃত হয়। এইসব ব্যক্তি হয়তো বা একটিমাত্র ত্রুটি-চিহ্নে চিহ্নিত, হয় সে ত্রুটি প্রকৃতির পরিচ্ছদ, আর নয় দৈবদুর্গ্রহের ফল, তাদের অন্য গুণ হয়তো বা ঐশ্বরিক মহিমার মত বিশুদ্ধ, মানুষের পক্ষে সংখ্যায় অনন্ত; তবুও নির্বিশেষ নিরূপণে তারা ঐ বিশেষ ত্রুটির দূষণে দূষিত। মন্দের অণুমাত্র পরিমাণ মানুষের সমস্ত মহত্ত্বকে সাংশয়িক করে।

(প্রেতমূর্তির প্রবেশ)

হোরেশিও দেখুন প্রভু, ঐ আসে।

হ্যামলেট স্বর্গদূতেরা আর মহিমান্বিত পুরোহিতেরা আমাদের রক্ষা করুন! আপনি সুস্থতার প্রতীকী আত্মা হ'ন অথবা নরকের অভিশপ্ত প্রেত হ'ন, সঙ্গে আপনার স্বর্গের অনিল অথবা নরকের প্রভঞ্জন, অভিপ্রায়ে

আপনি অসৎ হ'ন, সাংশয়িক এমন এক আকারে আপনার উপস্থিতি যে, কথা আপনাকে বলতেই হবে। আমি আপনাকে হ্যামলেট ব'লে অভিহিত করব। রাজা, পিতা, রাজকীয় ডেন্। ওহ্, উত্তর দিন! জিজ্ঞাসায় যেন বিদীর্ণ না হই, বলুন, কেন আপনার সেই পূতাস্থি, মৃত্যুর আধার-ধৃত সেই পূতাস্থি, তাদের সমাধিবস্ত্র বিদীর্ণ করল, যে সমাধিতে আমরা আপনাকে শান্তিতে সমাহিত দেখেছি, সেই সমাধি তার গুরুভার মর্মর মুখব্যাদানে কেন আপনাকে আবার নিক্ষেপ করল। মৃতদেহ আপনি ; প্রকৃতির ক্রীড়নক আমরা ;— আমাদের মানসবিন্যাস বোধ-অতিক্রান্ত চিন্তার প্রচণ্ড আলোড়নে আলোড়িত করতে ক্ষীণচন্দ্রিকা এই রাত্রির ভয়াবহতায় আপনার পুনরাগমন। কি অর্থ এর? বলুন ; কেন এই ঘটনা? কি এর উদ্দেশ্য? কি আমাদের কর্তব্য?

(হ্যামলেটকে প্রেমমূর্তির সঙ্কেত)

হোরোশিও সঙ্কেতে উনি আপনাকে ওঁর সঙ্গে যেতে বলছেন প্রভু; মনে হয়, একাকী আপনাকে কোন বার্তাপ্রদানে অভিলাষী।

মারসেল্লাস দেখুন, কী শিষ্ট ইঙ্গিতে দূরস্থ ভূমিতে আপনাকে আহ্বানের সঙ্কেত। কিন্তু ওঁর সঙ্গে যাবেন না প্রভু।

হোরেশিও না কিছুতেই নয়।

হ্যামলেট উনি তো কথা বলবেন না ; তবে আমি ওঁকে অনুসরণই করব।

হোরেশিও — না, না প্রভু।

হ্যামলেট — কেন, কিসের আশঙ্কা? আমার জীবন সামান্যতম মূল্যেও মূল্যবান নয়, আর আমার আত্মা, কি করতে পারেন উনি তাঁকে, সে তো ওঁরই মত মৃত্যুহীন? আবারও সঙ্কেত; আমি ওঁকে অনুসরণ করব।

হোরেশিও — যদি পথভ্রান্তিতে আপনাকে প্রলুব্ধ করে স্বামীন— বারীন্দ্রের জলরাশি মুখে অথবা সমুদ্র-অভিক্ষেপী নগাধিশীর্ষে? তারপর ভীষণ কোন আকার ধারণে যদি আপনাকে যুক্তি-শাসন রহিত করে, যদি আপনাকে উন্মত্ত করে? এ সম্পর্কে চিন্তা করুন; নিম্নের বিশাল গভীরে সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাতে, শ্রুত তরঙ্গ-গর্জনে, সেই স্থানে প্রত্যেকের চিন্তা অন্য অপ-প্রেরণা ব্যতিরেকেই নিরাশ-উন্মাদনার শিশুকল্পনায় প্রমত্ত হয়।

হ্যামলেট — এখনও আমাকেই সঙ্কেত। অগ্রসর হ'ন, আমি আপনাকে অনুসরণ করি।

মারসেল্লাস — বিরত থাকাই উচিত প্রভু।

হ্যামলেট — হস্ত সংবরণ কর।

হোরেশিও — কৃপা ক'রে শাসিত হ'ন; অগ্রসর হওয়া উচিত নয়।

হ্যামলেট — আমার ভাগ্যের এই চিৎকৃত নির্দেশ এই দেহের প্রতিটি শিরাকে নিমীয় সিংহের স্নায়ুর মত কঠিন করেছে। (প্রেতমূর্তির আহ্বান) ঐ দেখ, এখনও আহ্বান। করবন্ধন মুক্ত কর ভদ্রগণ। স্বর্গের দিব্য, আমার গতিরোধকারীকে আমি প্রেতে পরিণত করি।

আমার আদেশ, দূরে যাও. অপসৃত হও। আমি আমি আপনাকে অনুসরণ করি।

(প্রস্থান : প্রেতমূর্তি ও হ্যাম্‌লেট্‌।)

হোরেশিও — অতিকল্পনার প্রমত্ততায় উত্তেজিত।

মারসেল্লাস — এস, আমরা অনুসরণ করি ; এ-ভাবে আদেশ-পালন যুক্তিসঙ্গত নয়।

হোরেশিও — কর অনুসরণ। কি ফল তাতে ?

মারসেল্লাস — কোন-কিছুর পচনে ডেনমার্ক-রাষ্ট্র দূষিত।

হোরেশিও — ঈশ্বরের নির্দেশে নির্দেশিত হবে।

মারসেল্লাস — না, এস, আমরা অনুসরণ করি।

(প্রস্থান)

॥ পঞ্চম দৃশ্য ॥

এল্‌সিনোর্। দুর্গপ্রাসাদ-প্রাকার। প্রবেশ : প্রেতমূর্তি ও হ্যাম্‌লেট্।

হ্যামলেট — কোথায় চালিত করবেন আমাকে? কথা বলুন। আমি আর অগ্রসর হব না।

প্রেত — শ্রুতিতে আমাকে চিহ্নিত কর্।

হ্যামলেট — নিশ্চয়।

প্রেত — যন্ত্রণাদায়ক গন্ধকাগ্নিতে আত্মাহুতির কাল আমার আসন্নপ্রায়।

হ্যামলেট — হায় হতভাগ্য প্রেত!

প্রেত — করুণা করিস না, আমার এই কাহিনী-বিস্তারে মনোযোগী শ্রুতি নিবিষ্ট কর্।

হ্যামলেট — বলুন। শ্রবণে বাধ্য আমি।

প্রেত — প্রতিশোধেও বাধ্য তুই শ্রবণের পর।

হ্যামলেট — কী?

প্রেত — দণ্ডিত আমি কিছুকাল। রাত্রিতে এই পাদচারণা, আর দিনে, যতদিন পর্যন্ত আমার জীবদ্দশার জঘন্য অপরাধ অগ্নিদাহে নিঃশেষে শোধিত না হয়, ততদিন উপবাসে, অগ্নিতে আমার অবস্থান। আমার বন্দীশালার গোপন তথ্য উদ্‌ঘাটনে নিষিদ্ধ আমি, নতুবা এমন এক কাহিনী-বিস্তারে আমি সমর্থ যার লঘুতম শব্দে তোর সত্তা বিদীর্ণ, চক্ষুর্দ্বয় তারকাবৎ কক্ষচ্যুত, ঘন সংবদ্ধ কেশদাম পরস্পর

বিচ্ছিন্ন, প্রতিটি কেশ সদাবিরক্ত-শল্লকীর গাত্রকণ্টকের ন্যায় আপ্রান্ত দণ্ডায়মান। কিন্তু নিত্যের এই প্রকাশ রক্ত-মাংসের শ্রুতির জন্য নয়। শোন, শোন, ওরে শোন! যদি তুই তোর প্রিয়তম পিতাকে কোনদিন ভালবেসে থাকিস—

হ্যামলেট ওহ্‌ ভগবান!

প্রেত তবে তার এই অন্যায় অস্বাভাবিক হত্যার প্রতিশোধ নিস।

হ্যামলেট হত্যা!

প্রেত যোগ্যতম কারণেও হত্যামাত্রই জঘন্যতম; কিন্তু এ শুধু জঘন্যতমই নয়, অদ্ভুত, অস্বাভাবিক।

হ্যামলেট জানালে আমায় ত্বরান্বিত করুন, আমি যেন চিন্তার চেয়ে দ্রুত, প্রেম অপেক্ষা গতিশীল পক্ষ সঞ্চালিত ক'রে ঝটিকাবেগে আমার প্রতিশোধে উপনীত হই।

প্রেত তুই দেখি উপযুক্ত; এতেও যদি বিচলিত না হতিস, তবে তো তুই বৈতরণী-তীরের স্বাচ্ছন্দ্য-জাত স্থূল উদ্ভিদ অপেক্ষাও প্রাণহীন। এখন, শোন হ্যাম্‌লেট্: সংবাদে প্রকাশ, আমার উদ্যান-নিদ্রায় এক সর্প আমাকে দংশন করে; এইভাবে আমার মৃত্যুর মিথ্যা-প্রসবে ডেন্‌মার্কের সমগ্র শ্রুতির কুৎসিত অপব্যবহার; কিন্তু শোন্ ওরে মহান যুবক, যে সর্পের দংশনে তোর পিতার জীবন, আজ তারই মস্তকে তোর পিতার কিরীট।

হ্যামলেট হে আমার সর্বদ্রষ্টা সত্তা! আমার খুল্লতাত!

প্রেত হ্যাঁ, সেই অগম্যা-সম্ভোগী, সেই ব্যাভিচারী পশু, তার

পাশব চাতুর্যের মায়ামন্ত্রে, তার কুৎস্ন উপহারে, অতিমাত্রায় আপাত-ধর্মশীলা আমার মহিষীর প্রবৃত্তিকে তার নির্লজ্জ লালসায় বিজিত করল। ওহ, সেই দুষ্ট-বুদ্ধি, সেই দুষ্ট-উপহার, কী তার বিমোহন-ক্ষমতা! ও হ্যাম্‌লেট্‌, কী এক অধঃপতন। শীর্ষে আমি—তার প্রতি আমার প্রেম মর্যাদায় বিবাহবাসরের প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সহগামী, আর পতন এমনই এক অধম-দুরাত্মায় স্বভাব-সম্পদে যে আমার অপেক্ষাও দরিদ্র! লাম্পট্য যদি স্বর্গীয় আকারেও মনোরঞ্জন করে ধর্ম তবু বিচলিত হয় না, লালসাও যদি নিজেকে উজ্জ্বল স্বর্গীয়-সত্তার সঙ্গে যুক্ত করে, তবু স্বর্গশয্যায় তার আত্মশ্রান্তি, আবর্জনাই তার মৃগয়াগ্রাস। কিন্তু বিরত হই! বোধ করি ঘ্রাণে আমার প্রভাত-অনিল। সংক্ষিপ্ত করি। অপরাহ্ণে উদ্যান নিদ্রা আমার চিরকালের অভ্যাস। আমার সেই নিশ্চিন্ত অবসরে তোর খুল্লতাত— সঙ্গে তার কাচ-পাত্র-রক্ষিত অভিশপ্ত ওষধি-নির্যাস—নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে আমার কর্ণকুহর-দ্বারপথে মহাব্যাধির আকর সেই রস-সার প্রবাহিত ক'রে দিল; বিক্রিয়ায় মনুষ্য-শোণিতের সঙ্গে এমনই শত্রুতা যে এই বিষ দেহের শিরা-উপশিরায় তরল-পারদ অপেক্ষা দ্রুত প্রবাহী; আর সেই প্রবাহের আকস্মিক শক্তিতে তরল স্বাস্থ্যপ্রদ শোণিত অম্লবিন্দু-অন্বিত দুগ্ধের ন্যায় ঘনীভূত হয়। আমাতেও সেই একই বিক্রিয়া; মুহূর্তমধ্যে এই দেহ ব্রণোদ্‌গমে

বন্ধলিত হ'ল, আমার এই মসৃণ গাত্রচর্ম লাসার মত ঘৃণ্য, জঘন্য কুষ্ঠীর গাত্রচর্মে পরিণত হ'ল, এইভাবে নিদ্রিত আমি মুহূর্তমধ্যে এক ভ্রাতার হস্তে জীবন-মুকুট-মহিষী এই ত্রিধায় বঞ্চিত হ'লাম। যখন পাপে মুকুলিত দেহতরু, তখনই উন্মুলিত; অকৃত শেষ-পানাহার সংস্কার, অকৃত-স্বীকৃতির নৈরাশ্য, অনভ্যঙ্গে দীন; গণনা সমাপ্ত নয়, তবু আমার সমস্ত অসম্পূর্ণতার ভার বহন ক'রে নিষ্পত্তির সম্মুখীন আমি। কী ভীষণ! কী ভয়ানক! কত ভয়ঙ্কর! হৃদয়বৃত্তি যদি স্বাভাবিক হয়, তবে কিছুতেই সহ্য করিস না; ডেন্‌মার্কের রাজকীয় শয্যা যেন অভিশপ্ত অগম্যাগমনের বিলাস-শয্যায় পরিণত না হয়। প্রতিশোধে যে ভাবেই অগ্রসর হ'স, তোর মাতার বিরুদ্ধে তোর মন যেন কলুষিত না হয়, তোর হৃদয় যেন তাঁর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাগ্রহণ না করে; ঈশ্বরের বিচারে অর্পণ কর্, অন্তরস্থিত বিবেকের কণ্টকী দংশনে দংশিত হ'ন তিনি। আর বিলম্ব নয়, এই মুহূর্তেই বিদায়। খাদ্যোতের প্রদর্শনে আসন্নপ্রভাত, ম্রিয়মান তার নিষ্ফল দীপ্তি। বিদায়, বিদায়, বিদায়! আমাকে স্মরণে রেখ। (প্রস্থান)

হ্যামলেট — হে ত্রিদিবের অস্তিত্ব-নিচয়! হে পৃথিবী! আর কাকে আবাহন? নরক! আবাহনে নরককেও কি সম্মিলিত করব? ও, ধিক! স্থির হও আমার হৃদয়; হে মোর পেশীমণ্ডলী অকস্মাৎ-বার্ধক্যে জীর্ণ হয়ো না, কঠিন-

ঋজুতায় আমাকে ধারণ কর। আপনাকে স্মরণ! নিশ্চয় হতভাগ্য প্রেত, বিভ্রান্ত এই করোটি-মণ্ডলে যতদিন স্মৃতির শূন্য আসন, ততদিন নিশ্চয়। আপনাকে স্মরণ! নিশ্চয়, লঘু যত স্নেহের লিখন, যত গ্রন্থবাণী, যত প্রতিকৃতি, যত অতীত-ধারণা, দর্শক-যৌবন-কৃত যার অনুলিপি, স্মৃতির পীঠিকা থেকে সমস্ত অবলুপ্ত করব; আমার মস্তিষ্ক-ধৃত স্মৃতিপুস্তকের প্রতি খণ্ডে আপনার অমিশ্রিত-তুচ্ছ আদেশের একক অস্তিত্ব। নিশ্চয়, স্বর্গের দিব্য! ওরে বিঘাতিকা নারী! ওরে দুরাত্মা, ওরে দুর্জন, ওরে নষ্ট-পরকাল সস্মিত নরাধম! আমার স্মৃতি-লিপিকায় লিপিবদ্ধ ক'রে রাখা উচিৎ— স্মিতাস্য ব্যক্তিও নরাধম হয়; অন্তত ডেনমার্কে যে হয় এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত! (লিখনে প্রবৃত্ত) তা হ'লে খুল্লতাত, লিপিবদ্ধ তোমার প্রতিলিপি। এখন আমার আদর্শ বাক্য কি যেন? 'বিদায় বিদায়! আমাকে স্মরণে রেখ'। প্রতিশোধে শপথ আমার।

হোরেশিও (প্রবেশ পথে) স্বামীন্‌, প্রভু!

(প্রবেশ : হোরেশিও ও মার্‌সেল্লাস্‌)

মার্‌সেল্লাস্‌ দেব হ্যাম্‌লেট্‌।

হোরেশিও ঊর্ধলোক তাঁকে নিরাপদ করুন!

হ্যামলেট তথাস্তু!

মার্‌সেল্লাস্‌ ই···ল্‌···লো, হোঃ হো···ও, দে···এ···এ এ···ব্‌!

হ্যামলেট হি···ল্‌···লো, হোঃ···হো···ও, ব···ৎ···স···এস, শ্যেন এস।

মার্সেল্লাস্‌ আপনি নিরাপদ, স্বামীন্‌?

হোরেশিও সংবাদ প্রভু?

হ্যামলেট অতীব বিস্ময়কর।

হোরেশিও সুকৃত স্বামীন, বলুন, শ্রবণ করি।

হ্যামলেট না; তোমরা প্রকাশ ক'রে দেবে।

হোরেশিও আমি নই স্বামীন, ঈশ্বরের দিব্য!

মার্সেল্লাস্‌ আমিও নই, প্রভু।

হ্যামলেট কি ভাবে বলি; শুধুমাত্র একবার চিন্তা—এও কি কারো পক্ষে সম্ভব? কিন্তু তোমরা গোপন রাখবে?

দুইজন রাখব প্রভু, ঈশ্বরের দিব্য!

হ্যামলেট ডেন্‌মার্কের নরাধম-মাত্রেই কিন্তু দৌর্জন্যে সম্পূর্ণ।

হোরেশিও এই কথা বলার জন্য সমাধি-গহ্বর থেকে প্রেতের উত্থানের প্রয়োজন ছিল না প্রভু।

হ্যামলেট বাঃ! নির্ভুল। অভ্রান্ত তোমরা; সুতরাং বাগাড়ম্বর ব্যতিরেকে করমর্দনে বিদায় গ্রহণই আমি উচিত ব'লে মনে করি। যেমনই হ'ক না কেন, প্রত্যেকেরই কাম্য আছে, কর্মপ্রবন্ধও আছে; তোমরা তোমাদের প্রবন্ধ অনুসরণ কর, কাম্য তোমাদের নির্দেশিত করুক; আর আমার সামান্যই প্রবন্ধ, দেখ, আমি প্রার্থনায় যাই।

হোরেশিও কথায় আপনার অসংলগ্ন আবর্ত প্রভু।

হ্যামলেট আমি দুঃখিত হোরেশিও, আমার কথায় তুমি মর্মাহত; হ্যাঁ, আন্তরিক মর্মাহত; আমার বিশ্বাস, তুমি আন্তরিক মর্মাহত।

হোরেশিও আপনার কথায় তো কোন আঘাত নেই স্বামীন্‌।

হ্যামলেট নিশ্চয়, সেন্ট্ প্যাট্রিকের দিব্য, আঘাত নিশ্চয় আছে হোরেশিও, গুরুতর আঘাত। এই অলৌকিক প্রত্যক্ষ সম্পর্কে এইমাত্র বলি, স্বরূপে সত্য এই প্রেত। আর আমাদের আলাপন—তোমাদের সে জিজ্ঞাসাকে যথাসাধ্য দমন কর। ভাল কথা, সুকৃত সুহৃদ, তোমরা আমার সুপণ্ডিত বান্ধব, সৈনিক তোমরা, আমার একটি মাত্র দীন অনুরোধ—

হোরেশিও বলুন স্বামীন? আমরা নিশ্চয় রাখব।

হ্যামলেট এই রাত্রির প্রত্যক্ষ যেন কোনদিন প্রকাশ না হয়।

উভয়ে কোনদিন নয় স্বামীন্।

হ্যামলেট না, শপথ কর।

হোরেশিও বিশ্বাস রাখুন স্বামীন্, আমি নই।

মার্সেল্লাস্ আমাকেও বিশ্বাস করুন প্রভু, আমিও নই।

হ্যামলেট আমার তরবারি স্পর্শে শপথ কর।

মার্সেল্লাস্ শপথ আমরা নিয়েছি স্বামীন্।

হ্যামলেট কার্যতঃ শপথ কর, আমার তরবারি স্পর্শে কার্যতঃ শপথ কর।

প্রেত (মঞ্চের নিম্নদেশ হইতে ঘোষণা) শপথ কর।

হ্যামলেট হাঃ, হাঃ, বৎস! তুইও তাই বলিস? কিরে সজ্জন, এখনো আছিস তুই ওখানে? শুনেছ তোমরা, অধোৎসারিত প্রেতের আদেশ; এস, শপথে সম্মত হও।

হোরেশিও প্রস্তাব করুন স্বামীন্।

হ্যামলেট আমার তরবারি স্পর্শে শপথ কর, এই প্রত্যক্ষকে কোনদিন বাক্যে প্রকাশ করবে না।

প্রেত — (নিম্নদেশ হইতে) শপথ কর।

হ্যামলেট — সর্বত্র? বেশ, আমরা স্থান পরিবর্তন করব। এদিকে এস ভদ্রগণ, আমার তরবারিতে করস্থাপন কর, তরবারি স্পর্শে শপথ কর, শ্রুত এই ঘটনা কোনদিন বাক্যে প্রকাশিত হবে না।

প্রেত — (নিম্নদেশ হইতে) শপথ কর, তার ঐ তরবারি স্পর্শে শপথ কর।

হ্যামলেট — বলেছ চমৎকার, হে বৃদ্ধ মৃত্তিকাখনক! ভূমি গর্ভে এত দ্রুত তোর কাজ? সুযোগ্য খনক তুই। আবারো স্থান-পরিবর্তন সুভদ্র সুহৃদ।

হোরেশিও — সাক্ষী দিবস-শর্বরী, এ কিন্তু আশ্চর্য অদ্ভুত!

হ্যামলেট — তবে অদ্ভুত এক আগন্তুকের স্বাগতে একে স্বাগত কর। এই দ্যাবা-পৃথিবীতে বহুর অস্তিত্ব তোমার বোধের স্বপ্ন-সীমা অতিক্রম করে হোরেশিও।

কিন্তু এস, শপথ কর। ঈশ্বরের করুণা প্রয়োজন-কালে তোমাদের সহায়—তোমাদের এই আশার শপথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও। যদি তোমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত বিষম রীতিতে আমি প্রতীত হই, যদি আমাদের ভবিষ্যৎ-সাক্ষাতে আমার ঔচিত্যবোধ প্রমত্ত-আচরণে আমাকে প্রকটিত করে, তবে সেই সাক্ষাৎকালে বাহুবদ্ধ অবস্থায় এইমত শির-সঞ্চালনে—আমরা কিন্তু জানি—অভিরুচী হ'লে আমরাই সমর্থ—যদি অবশ্য প্রকাশে ইচ্ছুক হই—অনুমতি হ'লে এখানে এমনও আছেন—ইত্যাদি সাংশয়িক বাক্যের উচ্চারণে আমার সম্পর্কে তোমাদের

সামান্যতম জ্ঞানও যেন অস্ফুট-আভাসে আভাসিত না হয়; শপথে স্বীকৃত হও, ঈশ্বরের মহিমা, সেই পরম কারুণিকের করুণা, প্রয়োজনে তোমাদের সাহায্য করুক। শপথ কর।

প্রেত (নিম্নদেশ হইতে) শপথ কর।

হ্যামলেট বিরাম নাও, বিশ্রাম কর, হে ক্ষুব্ধ প্রেত; ভদ্রগণ, পরিপূর্ণ প্রেমে তোমাদের আস্থায় নিজেকে সমর্পণ করি। ঈশ্বরের ইচ্ছায়, তোমাদের প্রতি প্রেমের করণীয়ে, সৌহার্দ্যের কর্তব্যে দীন হ্যাম্লেট্ কোনদিন দরিদ্র হবে না। চল, একযোগে যাই। আমার প্রার্থনা, অঙ্গুলির স্থির-স্থাপনে ওষ্ঠ নীরব রাখ। গ্রন্থিচ্যুত মহাকাল। ওহ্, অভিশপ্ত বিদ্বেষ। ভূমিষ্ঠ যদি বা হ'লাম— সেকি এই সংশোধনের দায়িত্বে। না, না, এস—একযোগে প্রস্থান।

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

পলোনিয়াসের গৃহের একটি কক্ষ। প্রবেশ পলোনিয়াস ও রেনাল্‌ডো।

পলোনিয়াস — এই অর্থ, এই পত্র তাকে প্রদান ক'রো রেনাল্‌ডো।

রেনাল্‌ডো — অবশ্যই প্রভু।

পলোনিয়াস — চমৎকার বুদ্ধির কাজ হয় রেনাল্‌ডো, যদি সাক্ষাতের পূর্বে তার আচরণ সম্পর্কে অনুসন্ধান কর।

রেনাল্‌ডো — আমার ইচ্ছাও সেইরূপ প্রভু।

পলোনিয়াস — মেরির দিব্য, চমৎকার! চমৎকার বলেছ তুমি! দেখ ভদ্র, ডেন্‌দের সম্পর্কে পারীর অভিমত তোমার প্রথম অনুসন্ধান; তারপর স্থান, কাল, পাত্র, রীতি, সঙ্গীর প্রকার, আর ব্যয়ের পরিমাণ; তারপর প্রশ্নের পরিবৃত ধারায় যদি দেখ, আমার পুত্রের পরিচয় তারা রাখে, তবে তোমার বিশেষ জিজ্ঞাসায় নিকটতর হ'য়ো। 'আমি তার পিতাকে জানি', 'তার সুহৃদবর্গের সঙ্গে আমার পরিচয়', 'অংশতঃ তাকেও চিনি',—ভান ক'রো এই সব দূর-পরিচয়ে তার সম্পর্কে তোমার জ্ঞান। শুনছ রেনাল্‌ডো?

রেনাল্‌ডো — গভীর মনোযোগের সঙ্গে প্রভু।

পলোনিয়াস্ — "অংশতঃ তাকেও চিনি; কিন্তু," এই কিন্তুর মাত্রায় এ কথাও বলতে পার, "চিনি, কিন্তু খুব ভাল নয়; তবে আমি যাকে চিনি সে যদি হয়, তবে সে ভীষণ

উদ্দাম; আসক্তি তার অমুকে-তমুকে," তারপর যেমন তোমার অভিরুচী, মিথ্যা দোষারোপে তাকে দুষ্ট ক'রো, তবে হ্যাঁ, মেরির দিব্য, সে দোষারোপ কুশ্রীতায় তার সম্মানকে যেন অতিক্রম না করে—সে সম্পর্কে অবহিত থেক; কিন্তু ভদ্র, শুধুমাত্র স্বৈরিতায় উদ্দাম গতানুগতিক সেইসব চ্যুতি, অবাধ যৌবনের সেই-সমস্ত সর্বজন পরিচিত বিখ্যাত আসঙ্গ; আর কিছু নয়।

রেনাল্‌ডো যেমন দ্যূতক্রীড়া প্রভু।

পলোনিয়াস্‌ আরও কিছুদূর অগ্রসর হ'তে পার। পানাসক্তি, অস্ত্রক্রীড়া, যথেচ্ছ শপথ-গ্রহণ, কলহ-প্রবণতা অথবা বেশ্যাসক্তি।

রেনাল্‌ডো স্বামীন, এইমত দোষারোপে ওঁর কিন্তু সম্মানহানি হবে।

পলোনিয়াস্‌ আমার কিন্তু সেই বিশ্বাস নয়। আরোপের মৃদুতায়, আরোপ্যকে অভ্যস্ত ক'রে নিতে পার। কিন্তু এর অধিক নয়। অবারিত-নিঃস্রাব বা এইমত অন্য কোন কলঙ্ক যেন আরোপ ক'রো না—আমি সে অর্থে বলি নি। কিন্তু আরোপের এমনই কৌশল যেন মনে হয়, অনায়ত্ত যৌবনই তাদের ভিত্তি, তারা যেন হৃদয়ের উষ্ণতার ক্ষণ-দীপ্তি, উত্তাপের বহিঃপ্রকাশ, আয়ত্ত-অতিক্রান্ত রক্তের বন্যতা, যৌবনের স্বভাব-প্রকৃতি।

রেনাল্‌ডো কিন্তু প্রভু—

পলোনিয়াস্‌ তুমি কারণ জিজ্ঞাসা করছ?

রেনাল্‌ডো যদি অনুগ্রহ করেন প্রভু, সে ইচ্ছা আমার আছে।

পলোনিয়াস্‌ মেরির দিব্য, ভদ্র, এইমত আমার কারণ; আর

আমার বিশ্বাস এই পরিকল্পনা সাফল্যে নিশ্চিত : আমার পুত্রের উপর তোমার এই সামান্য দোষারোপ যেন কর্মরত যন্ত্রের সামান্য মালিন্য ; যে ব্যক্তির সঙ্গে আলাপন তাকে লক্ষ ক'রো, তার মর্মের গভীরে তোমার জিজ্ঞাসা, পূর্বোক্ত যে সমস্ত অপরাধে তুমি যুবক লেয়ার্টেস্‌কে অপরাধী করেছ, সেই সমস্তের সাক্ষ্য যদি সে হয়, তবে তোমার বক্তব্যে তার এইমত উপসংহার—'সুকৃত সুভদ্র' অথবা তার অনুরূপ, 'সুহৃৎ' অথবা 'মহাশয়'—এইমত তদ্দেশীয় ভদ্রোচিত সম্বোধনে কথারম্ভ।

রেনাল্‌ডো ভালই বুঝেছি স্বামীন।

পলোনিয়াস্‌ তারপর ভদ্র,—'এ কি তার কাজ'…'এ কাজ তারই'… কি যেন বলছিলাম? সম্মিলিত প্রার্থনার শপথ, কি যেন বলতে উদ্যত ছিলাম ; কোথায় যেন বিরত হ'লাম?

রেনাল্‌ডো ঐ যে—'এই তার উপসংহার,' 'বন্ধু অথবা বন্ধুর প্রকার,' 'মহাশয়'।

পলোনিয়াস্‌ 'এই তার উপসংহার'—হ্যাঁ মেরির দিব্য ; এই তার উপসংহার ; 'যাঁর কথা আপনি বলছেন সেই ভদ্রজনকে আমি চিনি ; 'গতকাল তাঁকে আমি দেখেছিলাম,' অথবা 'এই তো সেদিন,' কিংবা 'মাঝে একদিন,' 'সঙ্গে ছিল ওরা সব,' তারপর লোকে যেমন বলে, 'তিনি দ্যূত-ক্রীড়ায় রত ছিলেন,' 'মদ্যপানে প্রমত্ত তাঁর অবস্থা,' 'কন্দুক-ক্রীড়ায় কলহে ব্যস্ত,' বাররমণী-

গৃহে তাঁকে প্রবেশ করতে দেখেছি,' অর্থাৎ বেশ্যালয় অথবা অন্যকোন অকুস্থল। বুঝেছ নিশ্চয়, মিথ্যার এই প্রলোভন মীনরূপ সত্যকে আয়ত্ত করে। আমাদের অভিজ্ঞতাও আছে, সমর্থনও আছে—যথাযথ ভার প্রয়োগে অপ্রত্যক্ষ প্রচেষ্টার মৃগবৃত্তে এইভাবে প্রত্যক্ষের সন্ধান। তাই বক্তব্য যা বলেছি অনুসরণ ক'রো, উপদেশ যা দিয়েছি পালন ক'রো, ইঙ্গিত তথ্য নিশ্চয়ই জ্ঞাত হবে। বুঝেছ নিশ্চয়, বোঝ নি?

রেনাল্‌ডো: বুঝেছি প্রভু।

পলোনিয়াস্‌ ঈশ্বর তোমার সহায় হ'ন, শুভ কামনায় বিদায়।

রেনাল্‌ডো মহিমান্বিত প্রভু।

পলোনিয়াস্‌ নিজের বিচারে তার প্রবণতা লক্ষ ক'রো।

রেনাল্‌ডো নিশ্চয় করব স্বামীন।

পলোনিয়াস্‌ সঙ্গীতচর্চায় যেন তার যত্ন থাকে।

রেনাল্‌ডো ভাল কথা, প্রভু। (প্রস্থান)

পলোনিয়াস্‌ বিদায়।

(ওফেলিয়ার প্রবেশ)

তুমি ওফেলিয়া; কি সংবাদ?

ওফেলিয়া বড় ভীত প্রভু!

পলোনিয়াস্‌ ঈশ্বরের দিব্য, কিসের ভয়?

ওফেলিয়া অন্তঃপুরে আমি সূচীকর্মে ব্যস্ত, এমন সময় মহান হ্যাম্‌লেট্‌ সম্মুখে আমার—শিরাচ্ছাদনরহিত, উন্মুক্ত তাঁর অঙ্গরাখা, মলিন তাঁর পাদাবরণ, জানু-অভিমুখী গ্রন্থিমুক্ত তাঁর উরুবন্ধনী, তাঁর বহির্বাসের মতই তিনি মলিন,

উত্তজনায় কম্পিত-জানু, আর দৃষ্টিতে দুর্দশার এমনই আভাস যেন মনে হয় ভীতিপ্রদের বর্ণনার উদ্দেশ্যে নরক থেকে সত্যমুক্ত—এই হ্যাম্‌লেট্ সম্মুখে আমার।

পলোনিয়াস্ তোর প্রেমে উন্মাদ ?

ওফেলিয়া জানি না প্রভু, কিন্তু সত্যই বড় ভয়।

পলোনিয়াস্ কি জিজ্ঞাসা করলে ?

ওফেলিয়া কঠিন মুষ্টির দৃঢ়ধারণে আমার মণিবন্ধ ; বাহুর সম্পূর্ণ দূরত্বে আমার অবস্থান ; অন্যকর এইভাবে ললাটে ন্যস্ত, আমার মুখভাবের সে কি পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন, যেন প্রতিকৃতি অঙ্কনের একান্ত ইচ্ছা। দীর্ঘক্ষণ এই অবস্থায়। অবশেষে বাহুতে আমার সামান্য আলোড়ন, এইভাবে তিনবার মস্তক সঞ্চালন, করুণ মর্মস্পর্শী এক দীর্ঘনিঃশ্বাস, সমস্ত দেহ যেন বিদীর্ণ, মৃত্যুতে যেন তাঁর শেষ। তারপর তিনি আমাকে মুক্ত ক'রে দিলেন, দৃষ্টি আমার প্রতি নিবদ্ধ, তবু বিপরীত-পথে প্রস্থানে অগ্রসর; শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার প্রতি নিবদ্ধ-দৃষ্টি, চক্ষুর সাহায্য ব্যতিরেকেই প্রস্থান।

পলোনিয়াস আমার সঙ্গে এস। আমরা রাজার সন্ধানে যাই। এরই নাম প্রেমোন্মাদনা. আত্মধ্বংসী এর উগ্র-উপাদান আমাদের ইচ্ছাকে নিরন্তর প্রমত্ত-কর্মে প্ররোচিত করে ; এই ত্রিদিবতলে যে সমস্ত আবেগ প্রায়ই আমাদের প্রকৃতিকে যন্ত্রণা দেয় এ তাদেরই সমতুল। বড়ই দুঃখিত আমি। ভাল কথা, অধুনা তাকে কি কোন নিষ্ঠুর বাক্য বলেছ ?

ওফেলিয়া — না প্রভু ; কিন্তু আপনার আজ্ঞামত তার পত্র ও সাক্ষাৎ আমি প্রত্যাখ্যান করেছি।

পলোনিয়াস্‌ — ঐ প্রত্যাখ্যানই তাকে উন্মাদ করেছে। আমার দুঃখ—বিচারবুদ্ধির উৎকর্ষে আমি তার চরিত্রবিচার করি নি। ভয় ছিল এ বুঝি তার তুচ্ছ প্রমোদ, তোকে নষ্ট করাই বুঝি তার ইচ্ছা ; কিন্তু নষ্টবুদ্ধি আমার সংশয়। ঈশ্বরের দিব্য, যে বিচারবুদ্ধির অতি প্রয়োগে আমাদের বার্ধক্য আত্ম-অতিক্রান্ত, সেই বিচারবুদ্ধির অভাবই যৌবনের স্বধর্ম। এস রাজার কাছে যাই। এ-সম্পর্কে অবহিত করা অবশ্য কর্তব্য ; এই প্রেমের প্রকাশে হয়তো ঘৃণার সৃষ্টি, কিন্তু গোপনতাও দুঃখের কারণ ; আর সে দুঃখ ঘৃণার অধিক। এস।

(প্রস্থান)

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

এল্‌সিনোর্। দুর্গপ্রাসাদ। প্রবেশ: রাজা, রানী, রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্, গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্, ও অনুচরবর্গ।

রাজা — স্বাগত প্রিয় রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্, স্বাগত প্রিয় গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্! যদিও তোমাদের দর্শনাকাঙ্খায় আমরা আকুল, এই দ্রুত আহ্বান কিন্তু কার্যের প্রয়োজনে; হ্যামলেটের বিকারের কথা কিছু কিছু শুনেছ; একে বিকারই বলব, কারণ কি অন্তরে কি বাহিরে বর্তমানের হ্যামলেট অতীতের হ্যামলেটের অনুরূপ নয়। এ আমার ধারণার অতীত—এমন কি কারণ যা তার পিতার মৃত্যুর অধিক, যা তার আত্মোপলব্ধির এতদূর অন্তরায়। শৈশব হ'তে তোমরা তার নিকটবর্তী, তার যৌবন, তার আচরণ তোমাদের প্রতিবেশ, তোমাদের কাছে আমার প্রার্থনা, সামান্য কিছুকাল আমাদের এই রাজভবনে অবস্থানে সম্মত হও; সঙ্গদানে তাকে প্রমোদে আকর্ষণ কর, ঘটনাক্রমে তার এই যন্ত্রণার অজ্ঞাত কোন কারণ হয়তো বা তোমাদের লক্ষে আসবে, প্রকাশের পর সেই যন্ত্রণা হয়তো বা আমাদের প্রতিবিধান-সীমায় সীমিত।

রানী — সুকৃত সুভদ্র, তোমাদের সম্পর্কে আলাপে সে মুখর; আর আমি নিশ্চিত, তার অনুরক্তিতে তোমাদের অতিক্রম করে এমন আর দুই ব্যক্তি জীবিত নেই।

যদি তোমরা অনুগ্রহ কর, সৌজন্যবোধে আর শুভেচ্ছায় আমাদের সঙ্গে কিছুকাল অতিবাহিত ক'রে যদি তোমরা আমাদের আকাঙ্খাকে চরিতার্থতার পথে অগ্রসর কর, তবে তোমাদের এই সাক্ষাৎ রাষ্ট্রাধিপ-যোগ্য কৃতজ্ঞতাবোধে পুরস্কৃত হবে।

রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্‌ মহিমান্বিত আপনারা, আমরা আপনাদের রাজক্ষমতার অধীন; প্রার্থনা কেন, আপনাদের অভিরুচিই আমাদের কাছে আদেশের শ্রদ্ধেয় প্রতীক।

গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্‌ যদি ইচ্ছামাত্রই হ'ত, আমরা আদেশের মতই পালন করতাম, আমরা সম্পূর্ণরূপে নিজেদের উৎসর্গ করছি, আমাদের কর্মক্ষমতা আপনাদের শ্রীচরণে মুক্তচিত্তে সমর্পিত, শুধুমাত্র আদেশের অপেক্ষায়।

রাজা ধন্যবাদ রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্‌ ধন্যবাদ সুভদ্র গিলডেন্‌স্টার্ন্‌।

রানী ধন্যবাদ গিলডেন্‌স্টার্ন্‌, ধন্যবাদ সুভদ্র রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্‌: পুত্র আমার অতিমাত্রায় বিকারগ্রস্ত; আমার অনুরোধ এই মুহূর্তে আপনারা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। তোমরা ক'জন যাও, এই দুই ভদ্রকে হ্যাম্‌লেট্‌-সমীপে উপস্থিত কর।

গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্‌ আমাদের উপস্থিতি, আমাদের কর্মপ্রবন্ধ যেন তাঁকে প্রসন্ন করে, তাঁর সহায় হয়।

রানী ঈশ্বর করুন, তাই যেন হয়।

(প্রস্থান: রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্‌, গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্‌ ও কয়েকজন অনুচর)।

(পলোনিয়াসের প্রবেশ)

পলোনিয়াস্‌ রাজদূতেরা নরওয়ে থেকে আনন্দে প্রত্যাগত স্বামীন।

রাজা সর্বদাই দেখি আপনি শুভবার্তার উৎস।

পলোনিয়াস তাই বুঝি স্বামীন? নিশ্চিত হ'ন প্রভু, ঈশ্বরের প্রতি যেমন আমার আত্মনিষ্ঠা, মহিমান্বিত অধিপতির প্রতি তেমনই আমার কর্তব্যনিষ্ঠা; আমার ধারণা হ্যাম্‌লেটের উন্মত্ততার যথার্থ-কারণ আমার নিশ্চিত আবিষ্কার; যদি সত্য না হয় তবে আমার মস্তিষ্ক নীতি-নির্ধারণে অতীতের মত আর নিশ্চিত নয়।

রাজা ও, বলুন সেই কারণ; শোনার জন্য আমি ব্যাকুল।

পলোনিয়াস রাজদূতেদের অগ্রাধিকার দিন প্রভু; আমার এই তথ্য সেই মহোৎসবের ফলাহার-পরিসমাপ্তি।

রাজা সপ্রশংস অভ্যর্থনায় আপনিই তাদের অভ্যর্থিত করুন: (পলোনিয়াসের প্রস্থান) প্রিয়তমা গার্ট্রুড্ আমার উনি নাকি তোমার পুত্রের মানসিক-বিকারের উৎস-নির্দেশে সমর্থ হয়েছেন।

রানী আমার সংশয়, প্রধান কারণ কিন্তু দুটি ভিন্ন নয়, তার পিতার মৃত্যু আর আমাদের দ্রুত পরিণয়।

রাজা ভাল, বিকার-মুক্ত সত্যে তাকে পৃথক করি। (পুনঃপ্রবেশ: ভোল্ট্‌ম্যাণ্ড্ ও কর্ণেলিয়াস সহ পলোনিয়াস) স্বাগত সুহৃদ্‌বর্গ! ভ্রাতৃস্থানীয় নরওয়ের কি সংবাদ?

ভোল্ট্‌ম্যাণ্ড্ অভিবাদনে আর শুভেচ্ছায় সৌজন্যের শোভনতম প্রতিদান। আমাদের প্রথম সূত্রপাতেই তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে সৈন্যসংগ্রহে নিবৃত্ত হবার আদেশ প্রেরণ করলেন; তাঁর ধারণা ছিল এই সৈন্যসংগ্রহ বুঝি

পোল্‌দের বিরুদ্ধে; কিন্তু নিকট-সমীক্ষায় অবহিত হলেন, এ আপনারই বিরুদ্ধে। তখন রোগজীর্ণ বার্ধক্যের ক্ষমতা এইভাবে প্রতারিত দেখে নিতান্তই ক্ষুব্ধ অন্তরে ফোর্টিন্‌ব্রাস্‌কে নিষেধাজ্ঞা প্রেরণ; আর সংক্ষেপে ফোর্টিন্‌ব্রাসেরও সে-আদেশ পালন। নরওয়ে-অধিপের নিকট তিরস্কৃত হ'য়ে অবশেষে খুল্লতাত-সমক্ষে তাঁর প্রতিজ্ঞা—অস্ত্রপরীক্ষায় আপনার বিরুদ্ধে তিনি আর কোনদিন অবতীর্ণ হবেন না। তখন আনন্দবিহ্বল বৃদ্ধ নরওয়ে-অধিপতি পূর্ব-সংগৃহীত সেনানীবৃন্দকে পোলদের বিরুদ্ধে নিয়োগের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ক'রে ষাটসহস্র স্বর্ণমুদ্রার ভূমিবৃত্তি ফোর্টিন্‌ব্রাস্‌কে প্রদান করলেন। সেই সঙ্গে আপনাকে এই পত্র (পত্রদান), লিপিবদ্ধ শর্ত আমাদের নিরাপত্তা আর তাদের অবাধ-গতি; এই পত্রে তাঁর প্রার্থনা, যদি আপনি অনুগ্রহ ক'রে এই অভিযানকে আপনার রাজ্য অতিক্রম করার অনুমতি দেন।

রাজা ব্যবস্থা আমাদের মনোমত নিশ্চয়; উপযুক্ত সময়ে পত্রপাঠে এ-সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা, তারপর প্রত্যুত্তর। বর্তমানে তোমাদের সফল-পরিশ্রমে ধন্যবাদ। এখন যাও, বিশ্রাম কর; রাত্রির ভোজে একত্র মিলিত হব। সুস্বাগত তোমাদের প্রত্যাগমন। (প্রস্থান: রাজদূতদ্বয় ও অনুচরবর্গ)

পলোনিয়াস এই প্রবন্ধের সুন্দর পরিসমাপ্তি। মহিমান্বিত প্রভু, মাননীয়া অধিরাজ্ঞী—রাজ মহিমার উচিত প্রকারই বা

কি, কর্তব্যই বা কি, দিন কেন দিন, রাত্রি কেন রাত্রি, কাল কেন কাল—এইসব তর্কে দিবা-রাত্রি-কালের নিছকই অপচয়। তাই যেহেতু আঙ্গিকে আর বহিরঙ্গ-প্রকরণে বিলম্বের বিরক্তি, যেহেতু সংক্ষেপে কহিলে হয় জ্ঞানমর্মসার. সেহেতু আমি সংক্ষিপ্তই হব। মহান পুত্র আপনার উন্মাদ। আমি উন্মাদই বলব, কারণ সংজ্ঞায় সত্যকার উন্মত্ততা উন্মাদ হওয়া ছাড়া অন্য কিছু নয় : কিন্তু থাক ও কথা।

রানী বিষয়ে ঘনিষ্ঠ হ'ন পলোনিয়াস, আড়ম্বরে অল্প।

পলোনিয়াস কিন্তু আমি শপথ ক'রে বলতে পারি মাননীয়া, আড়ম্বরের বিন্দুমাত্র ব্যবহারও আমাতে নেই। সত্য তিনি উন্মাদ : সত্য এ তথ্য করুণ, আর সত্য ব'লেই করুণ। সত্যের এ এক নির্বোধ অলঙ্কার! কিন্তু এ কথার এখানেই শেষ, কারণ আড়ম্বরের বিন্দুমাত্র ব্যবহারও আমি করব না। তবে মনে করি সত্যই সে উন্মাদ ; এখন বাকী শুধু কার্যের কারণ-সন্ধান ; কিংবা বরং এই অকার্যের হেতুর নির্ণয়, কারণ অকার্য-এই-কার্যের কারণেই উপস্থিতি। বর্তমানের এই অবস্থা আর অবশিষ্ট এই। এখন বিবেচনা করুন। আমার এক কন্যা আছে—অবশ্য আছে কিন্তু ততদিন যতদিন সে আমারই—বিবেচনা করুন, বাধ্য-এই-কন্যা তার পালনীয় কর্তব্যে এই প্রেম স্তবক আমাতে ন্যস্ত করেছে। এখন তথ্য-সংগ্রহে উপসংহারে আসুন

(পত্রপাঠ)

"আমার আত্মার ধ্যান সৌন্দর্যভূষিতা দিব্যাঙ্গনা সেই ওফেলিয়াকে।"

'সৌন্দর্যভূষিতা' শ্রুতিকটু, লালিত্যহীন, অশালীন এই পদ। কিন্তু এরপর শুনুন: লিপিবদ্ধ এইভাবে: (পাঠ) "তার সুন্দর শ্বেত বক্ষবাসে এই-সব ইত্যাদি ইত্যাদি",—

রানী হ্যামলেটের এই পত্র ওফেলিয়া-সমীপে?

পলোনিয়াস মাননীয়া, ক্ষণকাল ধৈর্য ধরুন; অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বস্ত থাকব।

(পাঠ) "যদিও সন্দেহ কর তারারা আগুন;
সংশয় যদি বা থাকে সূর্য বুঝি স্থির;
সত্যে যদি কভু হয় মিথ্যার সংশয়;
সংশয় ক'রো না কভু আমি প্রেমে ধীর।

প্রিয়তমা ওফেলিয়া, অকৃতি আমি এইসব ছন্দে। আর্তিকে ছন্দবদ্ধ করার কলাকৌশল আমার নেই; কিন্তু বিশ্বাস কর, তোমার প্রতি আমার প্রেম মাত্রায় অনতিক্রম্য, শ্রেষ্ঠতায় পরম। বিদায়। প্রিয়তমা যন্ত্রী, যতদিন এই দেহযন্ত্র হ্যাম্‌লেটের, ততদিন সে তোমারই চিরকালের হ্যাম্‌লেট্‌।"

অনুগত কন্যা আমার এই পত্র আমাকে অর্পণ ক'রেই ক্ষান্ত নয়, তার প্রেমানুনয়, সেই অনুনয়ের স্থান-কাল-মাধ্যম, সমস্তই সে আমার কর্ণগোচর করেছে।

রাজা কিন্তু আপনার কন্যা কি ভাবে এই প্রেম গ্রহণ করেছে?

পলোনিয়াস ব্যক্তি হিসাবে আপনি আমাকে কিরূপ বিচার করেন প্রভু?

রাজা বিশ্বস্ত সম্মানের পাত্রকে যে ভাবে বিচার করা যায়।

পলোনিয়াস প্রমাণেও তৎপর আমি। বিশ্বাস করুন, আমার কর্ণগোচর হবার পূর্বেই, এ প্রেম আমার বোধগম্য হয়েছিল। তারপর দেখেছি এই উষ্ণ-প্রেম পক্ষ-বিধুননে উড্ডীন। কিন্তু তখনো যদি লিপিকাধারের মত মূক থাকতাম, স্মারক পুস্তিকার মত নির্বাক হ'তাম, মানস-চক্ষুকে নিমীলিত রাখতাম, অথবা অলস-দৃষ্টিতে এই প্রেমলীলা অবলোকন করতাম, তবে বিবেচনা করুন, আপনি বা আপনার মহিমান্বিতা অধিরাজ্ঞী আমার সম্পর্কে কী-ই বা বিবেচনা করতেন। না, সঙ্গে সঙ্গে আমি কার্যে প্রবৃত্ত হ'লাম। যুবতী কন্যাকে বললাম: 'অধিস্বামী হ্যাম্‌লেট্‌ যুবরাজ, অবস্থান তাঁর তোমার নক্ষত্র-সীমা অতিক্রান্ত, অবশ্যই এ যেন না হয়।' তারপর আদেশ দিলাম, সে যেন তাঁর প্রায়-সাক্ষাতের প্রতি রুদ্ধদ্বার হয়, কোন মাধ্যমই যেন প্রবেশাধিকার না পায়, কোন উপহার যেন গ্রহণ না করে। এই আদেশের পর সে আমার উপদেশের সার গ্রহণ করে, আর তিনি প্রতিহত হন; সংক্ষেপে কহিতে গেলে—বিষাদে অবদমন, উপবাসে অতিক্রম, নিদ্রাহীন জাগরণ, মানসে দুর্বল, তারপর চিন্তার লঘুতা, অবরোহে উন্মত্ততায় পতন, আর প্রলাপে মুখর এই অবস্থা সকলের শোকের কারণ।

রাজা তুমি কি মনে কর উন্মত্ততা?

রানী হ'তে পারে, খুবই সম্ভব।

পলোনিয়াস আমি আগ্রহান্বিত প্রভু, বলুন, অতীতে কি আমার নিশ্চিত-উক্তি কোনদিন বিপরীত প্রমাণিত হয়েছে ?

রাজা আমার জ্ঞানে নয়।

পলোনিয়াস স্কন্ধ থেকে শির বিচ্ছিন্ন করুন, যদি অন্য কিছু হয়! শুনুন প্রভু, ঘটনাক্রমের যথার্থ-নির্দেশে সত্যের গোপন-স্থান আমার আবিষ্কার, যদি কেন্দ্রে গোপন থাকে তবুও।

রাজা কিন্তু কিভাবে দূরপ্রসারী এই প্রচেষ্টা ?

পলোনিয়াস্‌ আপনি জ্ঞাত আছেন, সময়ে সময়ে এই পথপ্রকোষ্ঠে দীর্ঘক্ষণ তাঁর পাদচারণা।

রানী সত্য।

পলোনিয়াস্‌ ঐ সময় আমি কন্যাকে তাঁর সমীপবর্তী করব। আপনি-আমি তখন তিরস্করণীর অন্তরালে—ঐ সাক্ষাৎ আমাদের লক্ষ। যদি তিনি তাকে ভাল না বাসেন, যদি তাঁর যুক্তিচ্যুতি ঐ সূত্রে না হয়, তবে আমি রাজসহকারী নই, কৃষি আমার আশ্রম, শকট-চালক আমার নিয়োগ।

রাজা পরীক্ষা ক'রে দেখি।

(পুস্তক-পাঠরত হ্যামলেটের প্রবেশ)

রানী কিন্তু ঐ দেখ, পাঠে নিবিষ্ট দীন হতভাগ্য এক।

পলোনিয়াস্‌ অপসৃত হ'ন, আমার অনুরোধ উভয়েই দূরে অপসৃত হ'ন ; এই মুহূর্তে আমি ওঁর সম্মুখীন হব।
যদি অনুমতি করেন— (প্রস্থান : রাজা ও রানী)
জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, আমার অধিস্বামী মহান হ্যামলেট কেমন আছেন ?

হ্যামলেট ভাল, ঈশ্বর করুণাময়।

পলোনিয়াস্‌ চিনতে পারছেন প্রভু ?

হ্যামলেট পরিষ্কার ; আপনি তো জালিক।

পলোনিয়াস্‌ সে তো আমি নই প্রভু।

হ্যাম্‌লেট্‌ তবে যদি সৎ হতেন।

পলোনিয়াস্‌ সৎ হতাম প্রভু!

হ্যামলেট হ্যাঁ ভদ্র ; কালের যেরূপ গতি সৎ তো দশসহস্রে এক।

পলোনিয়াস্‌ অতি সত্য প্রভু।

হ্যামলেট মৃত কুক্কুরের শবচুম্বনে সূর্য যদি কলুষিত হয়ে সেই শবদেহে দূষিত ক্রিমির জন্ম দেয়—আপনার না এক কন্যা আছে ?

পলোনিয়াস্‌ আছে স্বামীন।

হ্যামলেট রৌদ্রে তিনি যেন পাদচারণা না করেন। গর্ভাধান আশীর্বাদ বটে। কিন্তু আপনার কন্যা গর্ভাধান করলেও করতে পারেন—সেদিকে লক্ষ রাখুন বন্ধু।

পলোনিয়াস্‌ কি বলতে চান আপনি ? (স্বগত) সুর কিন্তু এখনো সেই কন্যাতন্ত্রে। প্রথমে কিন্তু আমাকে চেনে নি ; বললে আমি নাকি এক জালিক। না বহুদূর, উন্মত্ততায় বহুদূর অগ্রসর ; অবশ্য যৌবনে প্রেমের তীব্রতায় ভোগ আমারও কম হয় নি ; প্রায় এইমতই। আমি আবারো কথা বলব।—কি পড়ছেন প্রভু ?

হ্যামলেট কথা, কথা, কথা মাত্র সার।

পলোনিয়াস্‌ বিষয় প্রভু ?

হ্যামলেট কলহ কাদের ?

পলোনিয়াস না, না, কলহের বিষয় নয়, আপনার পাঠের বিষয়বস্তু।

হ্যামলেট শুধুই অপবাদ ভদ্র। বিদ্রুপবাক্ দুর্জনের উক্তি,—বৃদ্ধের ধূসরশ্মশ্রু, বলিরেখান্বিত মুখ, তৃণমণিঘন চক্ষুরেচন বদরী-বৃক্ষের নির্যাসের মত গাঢ়, বুদ্ধিতে অভাবের প্রাচুর্য, আর জানুতে দুর্বল।—এ-সমস্তে বিশ্বাস কিন্তু আমার দৃঢ় ভদ্র, তবুও মনে হয় এইভাবে লিপিবদ্ধ করা প্রচেষ্টায় সৎ নয়; কারণ স্বরূপ, আপনার কথাই ধরুন ভদ্র, যদি কূর্মের মত পশ্চাদ্‌গমনে সমর্থ হন, তবে আপনিও আমার মতই বৃদ্ধে পরিণত হবেন।

পলোনিয়াস (স্বগত) যদি উন্মত্ততাও হয়, তবুও ক্রমসঙ্গত।—মুক্ত বায়ুর বাহিরে আসবেন প্রভু?

হ্যামলেট কোথায় যাব, সমাধিতে?

পলোনিয়াস বাস্তবিক, সেটা তো মুক্তবায়ুর বাহিরেই বটে। (স্বগত) সময় সময় কী অর্থবহ তার এই প্রত্যুত্তর! এই পটুতায় উন্মাদের প্রায়ই অধিকার, স্থিরমতি যুক্তিও এমন সুন্দর প্রত্যুত্তরে অসমর্থ। এখন একে ত্যাগ ক'রে এই মুহূর্তে আমার কন্যার সঙ্গে এর সাক্ষাতের উপায় স্থির করি।—অধিস্বামী, আমি এখন বিদায় গ্রহণ করি।

হ্যামলেট আপনার গ্রহণে আমার বর্জন; তবুও, আপনার এই বিদায় ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর গ্রহণে আমার বর্জন কিন্তু এত উৎসুক নয়—অবশ্য জীবন ভিন্ন, একমাত্র আমার জীবন ভিন্ন, একমাত্র আমার জীবন ভিন্ন।

(প্রবেশ: রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্‌ ও গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্‌)

পলোনিয়াস — শুভ কামনায় বিদায় স্বামীন।

হ্যামলেট — বিরক্তিকর এই সব বৃদ্ধের দল।

পলোনিয়াস — তোমরা দেখি অধিস্বামী হ্যামলেটের সন্ধানে; ওই ওখানে।

রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্‌ — ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন মাননীয়;

(পলোনিয়াসের প্রস্থান)

গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্‌ — শ্রদ্ধেয় অধিস্বামী;

রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্‌ — প্রিয় প্রভু;

হ্যামলেট — সুকৃত সুহৃদ। কেমন আছ তুমি গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্‌? আহ্‌ রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্‌! বল বন্ধু দুজনে আছ কেমন?

রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্‌ — ধরিত্রীর নির্বিশেষ অপত্যের মত।

গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্‌ — অতি সুখী নই, তাই সুখী; ভাগ্যলক্ষ্মীর উষ্ণীষের শিরোমণিও নই।

হ্যামলেট — আবার তাঁর পাদুকাতলও নও।

রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্‌ — দুইয়ের কোনটিই নই প্রভু।

হ্যামলেট — অতএব তাঁর কটিদেশে তোমাদের অবস্থান, তাঁর দাক্ষিণ্যের মধ্যমে?

গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্‌ — বিশ্বাস করুন, আমরা তাঁর সামান্য সেবক।

হ্যামলেট — তাঁর গোপন অংশে তোমাদের সেবা? ও অতি সত্য; গণিকা সেই নারী। সংবাদ কি?

রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্‌ — কিছু তো নেই প্রভু; শুধু এই পৃথিবী সজ্জনে পরিণত হয়েছে।

হ্যামলেট — তবে কি প্রলয়কাল সমাসন্ন; কিন্তু তোমাদের সংবাদ সত্য নয়। আরও বিশেষে প্রশ্ন করি। অলক্ষ্মী সেই

ভাগ্য তোমাদের কারাগারে প্রেরণ করেছে; কী এমন তিরস্কার তোমাদের প্রাপ্য সুহৃদ?

গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্‌ কারাগার স্বামীন?

হ্যামলেট ডেনমার্ক এক কারাগার।

রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্‌ তবে তো পৃথিবীও এক।

হ্যামলেট নিশ্চয়, সুকঠিন এক কারাগার; বহু অবরোধ, বহু কক্ষ, বহু অন্ধকূপ, আর ডেনমার্ক, জঘন্যতমের এক।

রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্‌ আমরা ঐভাবে চিন্তা করি না স্বামীন।

হ্যামলেট তবে তোমাদের কাছে এ কারাগার নয়; কারণ ভাল বল, মন্দ বল, সমস্তই চিন্তায় প্রতিপন্ন হয়। আমার কাছে এ এক কারাগার।

রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্‌ তবে নিশ্চয় আপনার উচ্চাভিলাষ একে কারাগারে পরিণত করেছে। হয়তো আপনার মনের পক্ষে এ অতি সঙ্কীর্ণ।

হ্যামলেট ওহ্‌ ভগবান! দুঃস্বপ্নে পীড়িত না হ'লে, বীজের কঠিন আবরণে আবদ্ধ থেকেও নিজেকে এই অনন্ত-পরিসরের সম্রাট ব'লে মনে করতাম।

গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্‌ সে দুঃস্বপ্ন উচ্চাভিলাষ নিশ্চয়; কারণ উচ্চাভিলাষীর অভিলাষ স্বপ্নেরই ছায়া।

হ্যামলেট স্বপ্ন তো বাস্তবেরই ছায়া।

রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্‌ সত্য, উচ্চাভিলাষ লঘু এক বায়ুর বুদ্‌বুদ্‌, ছায়ারও ছায়া।

হ্যামলেট তবে তো ভিক্ষুকেরা দেহ, সম্রাট আর দম্ভস্ফীত নায়ক —এরা তো তবে ভিক্ষুকের ছায়া। আমরা কি বিচার

কক্ষে যাব? কারণ আমার বিশ্বাস, বিতর্কে অসমর্থ আমি।

রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্ ও গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্	আমরা আপনার অপেক্ষায় থাকি।
হ্যামলেট	না, না, অপেক্ষায় নয়। যদি সত্য বলতে হয় তবে বলি, আমার আর সব প্রতীক্ষিত সেবক; ভয়াবহ তাদের প্রতীক্ষা; তোমরা তো তাদের শ্রেণীভুক্ত নও। কিন্তু বন্ধুত্বের পরিচিত পথে প্রশ্ন করি, কি হেতু এল্‌সিনোরে আগমন?
রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্	আপনার সাক্ষাৎ ভিন্ন অন্য কোন হেতু নেই প্রভু।
হ্যামলেট	আমি যে ভিক্ষুক, তাই ধন্যবাদেও দরিদ্র আমি; তবু ধন্যবাদ; তবে নিশ্চিত প্রিয় সুহৃদ, অর্ধপেনিতেও আমার ধন্যবাদ অতিরিক্ত-মূল্য। তোমরা কি আহূত নও? এ কি তোমাদের নিজস্ব অভিরুচী? আপন ইচ্ছায় এই সাক্ষাৎ? এস এস, আমার প্রতি যথার্থ হও; না, সত্য বল।
গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্	কি বলি, বলুন প্রভু?
হ্যামলেট	কেন, যে কোন উত্তর। তবে জিজ্ঞাস্য অনুযায়ী। তোমরা আহূত। তোমাদের দৃষ্টিতে স্বীকারোক্তি, তোমাদের শিষ্টতায় বর্ণলেপনের যথেষ্ট-চাতুর্যের অভাব। আমি জানি অধিপতি স্বয়ং অধিরাজ্ঞীর সঙ্গে তোমাদের একত্রে আহ্বান করেছেন।
রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্	কি উদ্দেশ্যে স্বামীন?

হ্যামলেট উদ্দেশ্য তো তোমরাই জ্ঞাপন করবে। কিন্তু আমাদের বন্ধুত্বের অধিকারে আমাদের যৌবনের সামঞ্জস্যে আমারও সবিশেষ অনুনয়, আমাদের চিরস্থায়ী প্রেমের বাধ্যতায় আমার আবেদন, সুচারু প্রস্তাবকের প্রকৃষ্ট পন্থায় আমার দাবি, ঋজু প্রত্যুত্তরে আমার-প্রতি-ন্যায়ে প্রত্যক্ষ হও; তোমরা কি আহুত, না আহুত নও।

রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্‌ (কেবলমাত্র গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্‌কে) তুমি কি বল?

হ্যামলেট (স্বগত) না, তবে তো তোমাদের প্রতি আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।—যদি আমাকে ভালবাস, গোপন ক'রো না।

গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্‌ আমরা আহুত প্রভু।

হ্যামলেট উদ্দেশ্য আমি বলি; তাতে নির্ণয় আমারই, তোমরা অপ্রকাশ্য, আর রাজসমীপে তোমাদের গোপন প্রতিশ্রুতি বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ নয়। সম্প্রতি—কিন্তু কারণ অজ্ঞাত আমার—আমি আমার সমস্ত আনন্দ হারিয়েছি, প্রথাবদ্ধ ক্রীড়ার সমস্ত প্রকরণ পরিত্যাগ করেছি; বাস্তবিক আমার দুর্বহ মানসে সুন্দর-গঠন এই ধরিত্রীও যেন এক জন্মবীজহীন প্রলম্বমাত্র; সুন্দর এই বায়ুর চন্দ্রাতপ, অবনত এই মহান দ্যৌঃ, স্বর্ণাগ্নিখচিত এই মহিমান্বিত আচ্ছাদন, আমার কাছে কিন্তু দূষিত বাষ্পের মারীগ্রস্ত এক সমষ্টি মাত্র। কী এক নিদর্শন এই মানব সন্তান! যুক্তিতে কী মহান! ক্ষমতায় কত অশেষ! আকারে-প্রচলনে কী বিস্ময়, কতই না প্রকাশ মুখর! কর্মপ্রবন্ধে যেন স্বর্গদূত! উপলব্ধিতে যেন ঈশ্বর! ধরিত্রীর সৌন্দর্যসার, পশুর পরম! কিন্তু আমার

অনুভবে ধূলিমাত্র সার! মানুষে আমার আনন্দ নেই, না, নারীতেও নয়, মনে হয় তোমার মৃদুহাসিতেও যেন একই সমর্থন।

রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্ ঐ মত বিষয় তো আমার চিন্তায় নেই প্রভু।

হ্যামলেট তবে মৃদুহাসির কারণ, যখন বললাম "মানুষে আমার আনন্দ নেই?"

রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্ মনে হ'ল প্রভু, মানুষে যখন আপনার আনন্দ নেই, তখন আপনার সমীপে এই অভিনেতৃসম্প্রদায়ের নিশ্চয় দীন অভ্যর্থনা। পথে আমাদের দেখা, আপনার প্রতি নাট্যার্ঘ নিবেদনে তারা এদিকেই অগ্রসর।

হ্যামলেট রাজভূমিকার অভিনেতা নিশ্চয় স্বাগত হবেন, তাঁর মহিমা নিশ্চয় আমার প্রশংসার্ঘ লাভ করবে, দুঃসাহসী যোদ্ধা নিশ্চয় তরবারি আর লক্ষের উচিত ব্যবহারে; প্রেমিকের দীর্ঘনিঃশ্বাস নিশ্চয় নিষ্ফল যাবে না; রসিক-নিন্দুকের শান্তিতে নিজ অংশের আবৃত্তি; কৌতুকে যারা স্পর্শকাতর বিদূষক নিশ্চয় তাদের হাস্যে মুখরিত করবে; নায়িকামনের নিশ্চয় স্বাধীন প্রকাশ, অথবা গতিরুদ্ধ ছন্দের অমিতাক্ষর। কোন্ সম্প্রদায়ের অভিনেতা এরা?

রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্ যাদের অভিনয়ে আপনার সর্বাধিক আনন্দ, নগরীর শোকান্তক অভিনেতৃসম্প্রদায়।

হ্যামলেট তারা যে বড় ভ্রাম্যমান? তাদের স্থায়ী প্রেক্ষাগৃহে তো খ্যাতি আর প্রাপ্তি দুই-ই অধিক।

রোজেন্‌ক্রাঞ্জ আমার মনে হয় সাম্প্রতিক নবত্বই তাদের বাধাস্বরূপ।

হ্যামলেট আমার অবস্থানকালে তাদের যেরূপ খ্যাতি ছিল, এখনো কি তাই? এখনো কি তারা সেইমত অনুসৃত?

রোজেনক্রাঞ্জ্‌ না প্রভু, সেইমত নয়।

হ্যামলেট কি এর কারণ? তাদের ক্ষমতা কি ব্যবহারে মলিন?

রোজেনক্রাঞ্জ্‌ না প্রভু, তাদের প্রচেষ্টা নিয়মিত গতিতেই অগ্রসর; কিন্তু ভদ্র, নবজাত-পক্ষ শ্যেন-শাবকের মত একদল বালক-অভিনেতা, বিষয়বস্তুর অতিক্রমে তাদের চিৎকার, আর সেই চিৎকৃত অভিনয় প্রচণ্ড-করতালি ধন্য। বর্তমানে এই প্রচলন—এইসব মঞ্চকে তারা বলে সাধারণ মঞ্চ—এদের কুৎসায় তারা এমনই মুখর যে শস্ত্রধারী শ্রদ্ধেয়ও তাদের লেখনীর হংসপক্ষের ভয়ে ভীত, সাধারণ মঞ্চে তাঁদেরও কদাচিৎ উপস্থিতি।

হ্যামলেট তারা কি সত্যই বালক? কারা তাদের পোষণ করে? কি ভাবে তারা বেতন পায়? একতান-গায়কের বয়সকাল পর্যন্তই কি তাদের অভিনয়-বৃত্তির অনুসরণ? কিন্তু যা স্বাভাবিক, তাই যদি হয়? যদি উৎকর্ষের অভাবে তারা সাধারণ অভিনেতায় পরিণত হয়? তখনো কি তাদের ভবিষ্যৎ-বৃত্তির বিরুদ্ধে লেখকদের এই নিন্দাবাদকে তারা অন্যায় ব'লে স্বীকার করবে না?

রোজেনক্রাঞ্জ্‌ বাস্তবিক, উভয়পক্ষে এ-সম্পর্কে অনেক কলহ; দ্বন্দে এদের উত্তেজিত করা দেশবাসীও অপরাধ বলে গণ্য করে নি। কিছুকাল তো অর্থমূল্য ঘোষণার শর্তই ছিল—নাটকের বিষয়বস্তুতে এই প্রসঙ্গ, আর এই প্রসঙ্গে

বালক-কবি আর সাধারণ অভিনেতা মুষ্টাঘাত-বিনিময় পর্যন্ত অগ্রসর।

হ্যামলেট এও কি সম্ভব?

রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্‌ ও, সম্পর্কিত বচসায় মস্তিষ্কের অনেক অপব্যয়।

হ্যামলেট জয়মাল্য কি বালকদের অধিকারে?

রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্‌ হ্যাঁ প্রভু, তাদেরই—আর শুধু জয়মাল্য নয়, প্রেক্ষাগৃহের স্থানচ্যুত সম্ভ্রমচিহ্ন, ধরিত্রীবাহী হারকিউলেসের মূর্তি, সেটিও।

হ্যামলেট কিছুই বিচিত্র নয়। আমার পিতার জীবদ্দশায় ডেন্‌মার্কের বর্তমান অধিপতি আমার এই খুল্লতাতের প্রতি অনেকেরই ব্যঙ্গের মুখভঙ্গী, তাঁরাই আজ কিন্তু এঁর এক ক্ষুদ্র প্রতিকৃতির জন্য পঞ্চাশ থেকে শত মুদ্রাও দিতে প্রস্তুত। ঈশ্বরপুত্রের পবিত্র শোণিত, নিগূঢ় কারণ এর স্বাভাবিকের অধিক নিশ্চয়; এক যদি তত্ত্বজ্ঞানে সম্ভব হয় এই আবিষ্কার।

(তূর্যধ্বনি)

গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্‌ ঐ তো অভিনেতৃবৃন্দ।

হ্যামেলেট এল্‌সিনোরে তোমাদের স্বাগত করি ভদ্রগণ। এস, করমর্দন করি; প্রথা আর আড়ম্বর, এতো অন্তরের অভ্যর্থনার অনুষঙ্গ মাত্র। অভিনেতাদের প্রতি আমার অভ্যর্থনা বহিরঙ্গে অতিরিক্ত নিশ্চয়; কিন্তু পরে যদি তোমাদের মনে হয় তাদের প্রতি আমার সৌজন্যের মাত্রা তোমাদের অভ্যর্থনাকে অতিক্রম করেছে—তাই এস, প্রচলিত এই প্রথায় তোমাদের তুষ্ট করি। স্বাগত

তোমরা। কিন্তু প্রতারিত আমার খুল্লতাত-পিতা, প্রতারিতা খুল্লমাতা জননী আমার।

গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্‌ কিসে প্রভু?

হ্যামলেট আমি কিন্তু সামান্যই উন্মাদ, বায়ু আমার উত্তরে অধিক কিন্তু সামান্যই পশ্চিম। আর বায়ু যখন দক্ষিণ তখন কঙ্ক থেকে শ্যেনের পার্থক্য আমার অজ্ঞাত নয়।

(পলোনিয়াসের পুনঃপ্রবেশ)

পলোনিয়াস কল্যাণ হ'ক ভদ্রগণ!

হ্যামলেট শোন গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্‌, আর তুমিও রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্‌— কর্ণপ্রতি এক শ্রোতা প্রত্যেকে তোমরা; এই যে বৃহৎ শিশুটিকে দেখছ, এ এখনো জন্মবস্ত্রের আবরণমুক্ত নয়।

রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্‌ সম্ভবতঃ শৈশবের বয়ঃক্রমে উনি দ্বিতীয়বার পদার্পন করেছেন প্রভু; কারণ লোকে বলে; বৃদ্ধমাত্রই দ্বিতীয়-বারের মত শিশু।

হ্যামলেট আমার ভবিষ্যদ্‌বাণী, উনি আমাকে অভিনেতাদের সম্পর্কে সংবাদ দিতে আসছেন; লক্ষ কর।···হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ ভদ্র; সোমবার প্রাতেই; ঘটনাকাল ঐ বটে।

পলোনিয়াস আপনার জন্য সংবাদ আছে প্রভু।

হ্যামলেট আপনার জন্য সংবাদ আছে প্রভু। রোমেতে রোসিয়াস যখন অভিনেতা—

পলোনিয়াস অভিনেতারা উপস্থিত প্রভু।

হ্যামলেট অর্থহীন!

পলোনিয়াস আমার সম্মানের শপথ—

হ্যামলেট তারপর নিজ নিজ গর্দভ আরোহণে প্রত্যেক অভিনেতার আগমন।

পলোনিয়াস পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভিনেতৃসম্প্রদায় প্রভু, নাটক শোকান্তক কিংবা মিলনান্তক, ঐতিহাসিক কিংবা গ্রাম্য, গ্রাম্য-কৌতুকী কিংবা গ্রাম্য-ঐতিহাসিক, শোকান্ত-ঐতিহাসিক অথবা কৌতুকী-শোকান্ত-ইতিহাস-গ্রামীন, ঐক্যে সংবদ্ধ দৃশ্য-নাট্য অথবা প্রেমান্ত-কবিতার অনৈক্যে অশেষ। গুরু অভিনয়ে সেনেকাকে অতিক্রম, আর লঘুতে প্লোটাস। রচনায় বিধিমত অথবা নিয়মে স্বাধীন—এরাই একমাত্র অভিনেতা।

হ্যামলেট হে ইস্রায়েলের বিচারপতি জেপ্‌থা কি এক মহার্ঘ রত্নই না তোমার উৎসর্গ।

পলোনিয়াস কি সে রত্ন প্রভু?

হ্যামলেট কেন—

'সুন্দরী কন্যা এক আর কেহ নয়,
অতিক্রান্ত-সীমা তিনি স্নেহে যাঁর প্রতি।'

পলোনিয়াস (স্বগত) এখনো আমার কন্যায়।

হ্যামলেট হে বৃদ্ধ জেপ্‌থা, বক্তব্যে কি আমি উচিত নই?

পলোনিয়াস আপনি যদি আমাকে জেপ্‌থা বলেন প্রভু, তবে আমারও একই কন্যা, আর অতিক্রান্ত-সীমা আমি স্নেহে তার প্রতি।

হ্যামলেট না, ইহা উপপাদ্য-সম্মত নহে।

পলোনিয়াস কি তবে সম্মত প্রভু?

হ্যামলেট কেন—

'বিধাতার জানা ছিল, এই তার ললাট-লিখন',
আর সম্মত পরপদ আপনিও জানেন,
'যেমন উচিত ছিল, তেমনই যোজন।'

এই ধর্মগাথার প্রথম পংক্তিই আপনার প্রতি যথেষ্ট মুখর; কারণ ঐ দেখুন, আমার বক্তব্য-সংক্ষেপের আবির্ভাব।

[অভিনেতৃবৃন্দের প্রবেশ]

স্বাগত ভদ্রগণ; স্বাগত সকলে। আপনাদের সুস্থ দেখে আমি আনন্দিত। স্বাগত, সুকৃত সুহৃদ।—অতীত দিনের বন্ধু! আরে, সেই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ, আর আজ মুখে দেখি শ্মশ্রুর বল্লরী; ডেনমার্কে দর্পিত শ্মশ্রু এই আগমন কি আমাকে বাধাদানের স্পর্ধায়? আরে আপনি, আমার সেই তরুণী নায়িকা। কিন্তু কন্যা কুমারীর শপথ, পাদুকায় উচ্চপাদমূল, উচ্চতায় স্বর্গ যেন অধিক নিকট। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, আপনার কণ্ঠস্বর যেন অপ্রচলিত স্বর্ণমুদ্রার মত স্বরবৃত্তে ভগ্ন না হয়। ভদ্রগণ, স্বাগত তোমরা সকলে। শিকার-নির্বিচার ফরাসী শ্যেনপালের মত, প্রত্যক্ষ, তা সে যেমনই হ'ক, তাকে কেন্দ্র ক'রে আমাদের নাট্যকর্ম।‌ এখনই এক অনুচ্ছেদের অভিনয়-আবৃত্তি। আসুন, আপনাদের দক্ষতার এক নিদর্শন আমাদের উপহার দিন; এমন এক অনুচ্ছেদ যা আবেগে আকুল।

প্রথম অভিনেতা কোন অনুচ্ছেদ প্রভু?

হ্যামলেট একবার আপনার মুখে এক নাট্যাংশের আবৃত্তি

শুনেছিলাম, অভিনয়ে সে নাটক কোনদিনই অভিনীত নয়; আর যদিও বা অভিনীত, তবে সে অভিনয় সংখ্যাও একের অনধিক; কারণ যতদূর স্মরণে আছে, বহুজন-রঞ্জনে অসমর্থ সে নাটক লবণাক্ত-মৎস্যডিম্বের অন্নব্যঞ্জনের মতই সাধারণ-অনাদৃত। কিন্তু আমার অভ্যর্থনায় অথবা এইমত বিষয়ের বিচারবোধে আমাকে অতিক্রম করে এমন সমস্ত দর্শকের বিবেচনায় সে এক অপরূপ নাটক, দৃশ্যসংস্থাপনে সুন্দর, বাহুল্যবর্জিত, লিপিচাতুর্যে চতুর। স্মরণ আছে কোন এক দর্শকের উক্তি—কামগন্ধী উপকরণের অপ্রয়োগে অনুগ্রস্বাদ এই নাট্য—এতে এমন বস্তু নেই যা লেখককে কৃত্রিমতা-দোষে অভিযুক্ত করতে পারে: তাঁর মতে, সাধু এক প্রচেষ্টা, যেমন সুকৃত তেমনই মনোহর, বহিরঙ্গ অপেক্ষা অন্তরঙ্গে অধিক সুন্দর। এর এক অংশে আমার প্রধান আকর্ষণ: ডিডোর প্রতি এনিয়াসের কাহিনী; আর পারিপার্শ্বিকের সেই বিশেষ উপকাহিনী, কবি যেখানে প্রায়াম-হত্যা লিপিবদ্ধ করেছেন। যদি স্মরণ থাকে তবে এই পংক্তিতে আরম্ভ করুন—দেখি সম্ভবতঃ আমারও স্মরণে আছে।

'হিরকানিয়ার দ্বিপীর ন্যায় বর্বর সেই পাইরাস', না—এ তো নয়; এর আরম্ভে পাইরাস।

'বর্বর সেই পাইরাস, অশুভ সেই অশ্বের মধ্যে যখন শীকার-সন্ধানী পশুর ন্যায় আক্রমণ-উদ্দেশ্যে প্রতীক্ষমাণ তখন কৃষ্ণকুটিল উদ্দেশ্যের অনুরূপ তার সেই কৃষ্ণবর্ণের

বর্মের সঙ্গে রাত্রির সাদৃশ্য, আর এখন ভীষণ সেই কৃষ্ণবর্ণ ভিন্ন এক বর্ণের সংলেপনে আরও যেন ভয়াবহ ; রক্তময় আপাদমস্তক সম্পূর্ণ রক্তিম, সর্বাঙ্গ শোণিতলিপ্ত—বহু পিতা, বহু মাতা, বহু কন্যা, বহু পুত্র, সর্বজনের সে-শোণিত তাপদগ্ধ সরণীর অগ্নিদাহে মণ্ডপ্রায়, আর অভিশপ্ত সেই দাহের নিষ্ঠুর দীপ্তি যেন রাজহত্যার দিগ্‌দর্শক। ক্রোধতপ্ত, তাপদগ্ধ, ঘন-সংবদ্ধ শোণিত-লিপ্তিতে বিকৃত-আকৃতি, পদ্মরাগনিভ-রক্তচক্ষু নারকীয় সেই পাইরাসের বার্ধক্যে-মহান প্রায়াম্‌কে অন্বেষণ।' এইভাবে আরম্ভ করুন।

পলোনিয়াস ঈশ্বর সমক্ষে বলতে পারি প্রভু, আবৃত্তি বেশ ভালই, বক্রচিহ্নে সুচিহ্নিত, উচ্চারণেও স্পষ্ট।

প্রথম অভিনেতা গ্রীকদের প্রতি সমীপ-ক্ষেপ আঘাতে ব্যস্ত প্রায়াম্‌কে অতি দ্রুত তার আবিষ্কার ; নির্দেশ-বিরূপ প্রাচীন তাঁর তরবারি বাহুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। যেখানে আঘাত সেখানেই স্থির। প্রায়ামের পশ্চাদ্ধাবনে অসম-প্রতিযোগী পাইরাস, ক্রুদ্ধ আঘাত সবিস্তার-প্রক্ষেপে ব্যর্থ ; কিন্তু দ্রুত-অবনত তরবারির বায়ুমাত্র সঞ্চালনে স্নায়ুদুর্বল সেই পিতৃবৃদ্ধের পতন। চেতনাবিহীন ইলিয়াম প্রাসাদও যেন এই আঘাত অনুভব করে, অগ্নিশীর্ষে ভিত্তিতে আনত হয়, তারপর পতনের প্রচণ্ড শব্দে পাইরাসের শ্রুতিরোধ করে। শ্রদ্ধেয় প্রায়ামের দুগ্ধশুভ্র শিরে ঐ তার তরবারি যেন বায়ুতে প্রতিহত। পাইরাস, যেন চিত্রার্পিত এক বলদর্পী, অভিলাষ-নিরপেক্ষ এক

উদ্দেশ্যহীনের ন্যায় কর্মহীন অবস্থায় স্থির। কিন্তু ঝটিকার ক্ষণ-পূর্বাভাসে জীমূত-স্থির-আকাশে এক নিস্তব্ধতা প্রায়ই আমরা প্রত্যক্ষ করি, প্রবল বায়ুও তখন শব্দহীন, নিম্নের ব্রহ্মাণ্ড তখন মৃত্যুর মত স্তব্ধ, হঠাৎ মুহূর্ত মধ্যে বজ্রের ভীষণ গর্জনে বিদীর্ণ যেন সমস্ত অঞ্চল; এইমত এক রুদ্ধ মুহূর্তের পর পুনর্জাগ্রত প্রতিহিংসায় পাইরাস স্বকর্মে যেন নবব্রতী। রণ-দেবতার কর্মশালায় সর্বক্ষতিরোধ দেববর্মের নির্মিতি; কিন্তু নির্মাতা সেই একচক্ষু দানবের মুদ্‌গরের আঘাতও প্রায়ামে-আনত পাইরাসের রক্তস্রাবী তরবারির আঘাত অপেক্ষা করুণায় ন্যূন নয়। দূর, দূর হ' গণিকা তুই সৌভাগ্য সুন্দরী! ত্রিদশনিচয়, আপনারা মীমাংসা পরিষদে ঐ নারীর ক্ষমতা হরণ করুন, ভগ্ন হ'ক চক্রের সমস্ত নাভিদণ্ড, সমস্ত চক্রনেমি, সুমেরু-অচলবাহে চক্রনাভি পিশাচের অধঃরাজ্যে অধোগতি করুন।

পলোনিয়াস — এ বড়ই দীর্ঘ।

হ্যামলেট — আপনার শ্মশ্রুর সঙ্গে এ-কাহিনীও ক্ষৌরিক-সমীপে প্রেরিত হবে। অনুরোধ আপনি আবৃত্তি করুন। উনি? চটুল নৃত্য হ'ক, কিংবা লাম্পট্যের কোন কাহিনী হ'ক, উনি নিশ্চয় আছেন, নতুবা উনি নিদ্রায় অভিভূত। আবৃত্তি করুন, হেকুবার অংশে আসুন।

প্রথম অভিনেতা — কিন্তু কে, আহা, কে দেখেছে সেই আবৃত-মুখ-মহিষীকে—

হ্যামলেট — আবৃত-মুখ-মহিষী?

পলোনিয়াস — এটি কিন্তু ভাল; 'আবৃত-মুখ-মহিষী', কথাটি সুন্দর।

প্রথম অভিনেতা — অগ্নিশিখাত্রাস অশ্রুধারায় আচ্ছন্ন দৃষ্টি, নগ্নপদে তিনি ইতস্ততঃ ধাবমান, সম্প্রতিও যেখানে মুকুটের শোভা, সেখানে এক বস্ত্রখণ্ড মাত্রের আবরণ. প্রসবক্লান্ত বিশীর্ণ কটিদেশের আচ্ছাদনে কোন রাজপরিচ্ছদ নয়, শুধু এক অঙ্গাবরণ মাত্র, ধৃত তিনি ভীতির সংকেতে—এই দৃশ্যের দর্শক মাত্রেরই ভাগ্যের প্রবল-প্রতাপের বিরুদ্ধে বিষজিহ্ব বিদ্রোহের উচ্চারণ। তাঁর দৃষ্টি-সম্মুখে তাঁর স্বামীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তরবারিতে খণ্ড খণ্ড ক'রে যে মুহূর্তে পাইরাসের বিদ্বিষ্ট-কৌতুক, সেই মুহূর্তে তাঁর ক্রন্দনের উচ্চরোলে দেবতারাও যদি সাক্ষী হতেন; যদি অবশ্য পার্থিব তাঁদের সামান্য মাত্রও বিচলিত করে, তবে সে দৃশ্য নিশ্চয় তাঁদের আবেগে আকুল করত, স্বর্গের বহ্নিমান চক্ষুও পয়োধারায় বিগলিত হ'ত।

পলোনিয়াস — দেখুন হয়তো বা উনি বিষাদম্লান, অশ্রুভরা ওঁর আঁখি। অনুরোধ, আর নয়।

হ্যামলেট — সুন্দর; আপনার আবৃত্তিতে এর অবশেষও শীঘ্রই শুনব। এঁদের সুব্যবস্থায় আপনি কি লক্ষ রাখবেন প্রভু? শুনুন, এঁরা কালের আনুক্রমিক ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার, এঁদের নিয়োগ যেন উচিত হয়; আপনার মৃত্যুর পর আপনার সমাধি-লিপি মন্দ হ'ক ক্ষতি নেই, কিন্তু আপনার জীবদ্দশায় আপনার সম্পর্কে মন্তব্যে এঁরা যেন বিরূপ না হন।

পলোনিয়াস — যোগ্যতা অনুসারেই ওঁদের ব্যবহার করব প্রভু।

হ্যামলেট ঈশ্বরের অনুদেহের দিব্য ভদ্র, অনুসারে নয়, অতিক্রমে। আর যদি যোগ্যতা-অনুসারে ব্যবহার, তবে কশাঘাত হতে কার পরিত্রাণ ? এঁদের প্রতি আপনার ব্যবহার যেন আপনার সম্মান ও মর্যাদার যোগ্য হয় : এঁদের যোগ্যতা যত অল্প, আপনার বদান্যতার প্রশংসা তত অধিক। এঁদের অধিবাসিত করুন।

পলোনিয়াস আসুন ভদ্রগণ।

হ্যামলেট ওঁকে অনুসরণ করুন বন্ধুগণ। আগামীকাল আমরা নাটক শুনব। শুনুন বন্ধু ; 'গণজাগোর হত্যা', করতে পারেন, এ নাটকের অভিনয় ?

প্রথম অভিনেতা নিশ্চয় প্রভু।

হ্যামলেট আগামী রাত্রে আমাদের ঐ নাটকের অভিনয়। ভাল কথা, যদি প্রয়োজন হয়, যদি আমার রচনায় দ্বাদশ কিংবা ষোড়শপদী এক নাট্যাংশ উপস্থিত-নাট্যে সন্নিবেশিত হয় তবে আপনাদের পক্ষে প্রস্তুতিও সম্ভব, নয় কি ?

প্রথম অভিনেতা নিশ্চয় প্রভু।

হ্যামলেট অতি উত্তম। ঐ মহাশয়কে অনুসরণ করুন ; কিন্তু দেখবেন, ওঁকে যেন উপহাস করবেন না। (প্রস্থান : পলোনিয়াস ও অভিনেতৃবৃন্দ) সুকৃত সুহৃদ, রাত্রি পর্যন্ত বিদায়। এল্‌সিনোরে স্বাগত তোমরা।

রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্‌ বিদায় প্রভু।

[প্রস্থান : রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্‌ ও গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্‌]

হ্যামলেট হ্যাঁ, এতক্ষণে বিদায় তোমরা ! এতক্ষণে আমি একা।

ওহ্‌, অতি দীন ক্রীতদাস আমি, কী এক দুর্জন।
উপকথামাত্র অবলম্বন, আবেগের কল্পনামাত্রসার, তবু
এই অভিনেতা স্বকপোল-কল্পিত বোধে নিবিষ্ট করে
আপন অন্তর; চরিত্রের একাগ্র-প্রণিধানে মুখ তার
বেদনায় ম্লান, অশ্রুভরা আঁখি, দৃষ্টিতে বিভ্রান্তি, ভগ্নকণ্ঠ-
স্বর, তার সমগ্র কর্মে ঐ নাট্যবোধ-প্রকাশের উপযুক্ত
আকার—একি অস্বাভাবিক নয়? অকারণ অপব্যয়!
নাকি হেকুবাই কারণ?
হেকুবার জন্য তার এই ক্রন্দন, কিন্তু তার কাছে কে
এই হেকুবা, হেকুবার কাছে সে-ই বা কে? কিন্তু যদি
আজ আমার আবেগ তার বিষাদের মূল, তখন? তখন
কী তার অভিনয়? অশ্রুতে তার সমস্ত মঞ্চ তখন
নিমজ্জিত, ভীতিপ্রদ আবৃত্তিতে দর্শকপটহ বিদীর্ণ,
অপরাধী তখন উন্মাদ, মুক্তজন পাপভয়ে ভীত, বিমূঢ়
যত অজ্ঞজন, বিস্ময়স্তব্ধ চক্ষুকর্ণের সমস্ত ক্ষমতা।
অথচ আমি, মস্তিষ্কে কর্দমসার নির্জীব এক অপদার্থ,
স্বপ্নদর্শী জনের মত স্বপ্নে স্বপ্নে ক্ষয়, অফলপ্রসূ উদ্দেশ্যে
আমার। সেই অধিপতি, অভিশপ্ত-ধ্বংসে নষ্ট সমস্ত
সম্পদ সহ সর্বাধিক প্রিয় তাঁর জীবন; শূন্য আমি
বক্তব্যে তবুও। আমি কি কাপুরুষ? কেউ কি
আমাকে নারকী ব'লে অভিহিত করে? আঘাতে ভগ্ন
করে শির? মুখেতে নিক্ষেপ করে উৎপাটিত শ্মশ্রু মোর?
বক্র করে নাসিকা আমার? কারো কি ঘোষণা নেই
আকণ্ঠস্বর-শ্বাসযন্ত্র মিথ্যায় গভীর আমি? এইমত

ঘোষণা কি নেই কারো আমার সম্পর্কে? হা! যদি থাকে, তবে পবিত্র ক্ষতস্থানের দিব্য, সে অপমান আমি গ্রহণ করব; কারণ কপোতকুণ্ঠ আমি ভীরুমাত্র এক, আর কিছু নই; পিত্তের অভাবে পীড়নও অনুভবে তিক্ত নয়, নতুবা এর পূর্বে ঐ হীন দাসের মৃতদেহে পুষ্ট হ'ত আকাশের সমস্ত শকুন্ত। রক্তলিপ্সু লম্পট নারকী! নির্দয়, কৃতঘ্ন, কামুক, অস্বাভাবিক সে দুর্জন। হায় প্রতিহিংসা! কি এক গর্দভ আমি! নিহত আমার প্রিয়তম পিতা; সেই নিহত পিতার পুত্র আমি, স্বর্গ-নরক উভয় লোক আমায় প্রতিহিংসায় তাড়িত করে, আমি কিন্তু বারাঙ্গনার মত বাচালতায় হৃদয় উন্মুক্ত করি, ভ্রষ্টার মত, পরিচারিকার মত অভিশাপে মুখর হই! ধিক! অর্থহীন! প্রস্তুত হও মস্তিষ্ক আমার! শুনেছি, অভিনয় দর্শনে আসীন অপরাধীরা অভিনীত দৃশ্যের নাট্যকৌশলে আত্মাহত হয়ে সেই মুহূর্তে তাদের অপরাধ স্বীকার করে: কারণ হত্যা যদিও অবাঙময় তবু অতি-অলৌকিক কোন এক ইন্দ্রিয়মাধ্যমে নিশ্চিত-মুখর। খুল্লতাত-সমীপে আমার পিতৃহত্যার অনুরূপ কোন বিষয়ের নাট্যাভিনয়ে এই সমস্ত অভিনেতাদের আমি প্রয়োগ করব। তখন তার দৃষ্টি আমার নিরীক্ষণে, দ্রুত-পরীক্ষায় আমি তাকে পরীক্ষিত করব, যদি সে সঙ্কুচিত মাত্রও হয়, আমি জানি কার্যক্রম আমার। যে প্রেত আমি দেখেছি, হয়তো বা সে কোন অপদেবতা, আর অপদেবতা মাত্রেই রম্য আকার ধারণে সমর্থ;

নিশ্চয়, শোকগ্রস্ত আমি মানসে দুর্বল, সম্ভবতঃ এই তার সুযোগ ; আমার ন্যায় ব্যক্তির বিরুদ্ধে সে সামর্থে প্রবল, তাই ধ্বংসের পথে সে আমাকে বিভ্রান্ত করে। যুক্তিসহ ভিত্তি চাই সম্পর্কে অধিক, তাই নাটকেতে ধৃত হবে রাজার বিবেক।

[প্রস্থান]

॥ তৃতীয় অঙ্ক ॥

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

এল্‌সিনোর্‌। দুর্গপ্রাসাদ।

প্রবেশ : রাজা, রানী, পলোনিয়াস, ওফেলিয়া, রোজেন্‌ক্রান্‌জ্‌ ও গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্‌।

রাজা — স্থিরীকৃত ঘটনাক্রমের ধারায় তোমরা কি তার কাছ হ'তে নির্ণয়ে সমর্থ নও, কেন তার এই উত্তেজিত-বিশৃঙ্খলার আরোপ? ভয়াবহ উন্মাদনার বিক্ষুব্ধ রূঢ়তায় কেনই বা সে বিব্রত করে তার শান্ত যত দিন?

রোজেন্‌ক্রান্‌জ্‌ — অনুভবে তাঁর বিভ্রান্তি তিনি স্বীকার করেন, কিন্তু কি যে কারণ তা প্রকাশ করেন না।

গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্‌ — বাঙময় প্রকাশে আমরা তাঁকে অগ্রসর দেখি না : যখনই আমরা তাঁর সত্য-মানস সম্পর্কে কোন স্বীকারোক্তির পথে তাঁকে চালিত করি, তখনই চতুর এক উন্মত্ততার সাহায্যে তিনি দূরত্বে অবস্থান করেন।

রানী — সে কি আপনাদের স্বাগত করেছিল?

রোজেন্‌ক্রান্‌জ্‌ — সর্বতোভাবে ভদ্রজনোচিত সে আচরণ।

গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্‌ — কিন্তু অতিরিক্ত আয়াসে স্বাভাবিক ইচ্ছার সেই প্রয়োগ।

রোজেন্‌ক্রান্‌জ্‌ — প্রশ্নে ব্যয়কুণ্ঠ; কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে অতিমাত্রায় অবাধ।

রানী — কোন প্রমোদে কি তার অভিরুচী পরীক্ষা করেছিলেন?

রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্‌ ভদ্রে, ঘটনাক্রমে কিছু অভিনেতাকে আমরা পথে অতিক্রম করেছিলাম। তাঁদের কথা তাঁকে বললাম; শুনে কেমন যেন উৎফুল্ল ব'লে মনে হ'ল। তারাও এখন রাজসভা সন্নিধানে। আর যতদূর মনে হয় তাদের প্রতি আজ রাত্রে তাঁর সম্মুখে অভিনয় করার আদেশ।

পলোনিয়াস সত্য বটে অতিশয়; আর আমাকে তাঁর অনুনয়, এই নাট্যদর্শনে আমি যেন আপনাদের রাজমহিমাকে প্রার্থনা জানাই।

রাজা আমার অন্তরের সম্মতি রইল; তার এইমত প্রবণতায় আমি বড়ই সন্তুষ্ট। সুভদ্রগণ, তার প্রতি আবেদনে তীক্ষ্ণতর হও, প্রমোদে চালিত করো অভিলাষ তার।

রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্‌ নিশ্চয় প্রভু।

[প্রস্থান : রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্‌ ও গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্‌]

রাজা তুমিও বিদায় নাও প্রিয়তমা গার্ট্রুড্‌ আমার; গোপনে হ্যামলেটকে আমরা এখানে আহ্বান করেছি, উদ্দেশ্য, আকস্মিক সাক্ষাতে সে যেন ওফেলিয়ার সম্মুখীন হয়। ওফেলিয়ার পিতা, আর আমি নিজে—এই দুই বৈধ গুপ্তচর—এমনই অন্তরালে আমরা অধিষ্ঠিত হব, যেখানে আমরা দৃশ্য নই, কিন্তু দৃষ্টিপাতে তাদের এই সাক্ষাতের স্বাধীন-বিচারে সমর্থ; সেই অন্তরাল হ'তে আমাদের নির্ণয়, যে যন্ত্রণায় তার এই দুঃখ ভোগ সে যন্ত্রণা কি এই প্রেমের কারণে, না অন্য কোন হেতু আছে তার।

রানী তোমার আদেশ আমি পালন করব স্বামীন; আর

তোমার সম্পর্কে ওফেলিয়া, আমার একান্ত অভিলাষ তোমার সুষম সৌন্দর্য যেন হ্যামলেটের প্রমত্ততার সুখকর কারণ স্বরূপ হয়; আমার আশা তোমাদের উভয়ের সম্মান রক্ষার্থে তোমার সদ্‌গুণ আবারো তাকে অভ্যস্ত পথে চালিত করবে।

ওফেলিয়া তাই যেন হয় ভদ্রে।

[রানীর প্রস্থান]

পলোনিয়াস এই কক্ষে তোমার পাদচারণা ওফেলিয়া।—মহিমান্বিত প্রভু, যদি অনুমতি হয়, আমরা অন্তরালে যাই।—এই পুস্তকে নিবদ্ধ হও; এইমত আচরণের প্রদর্শন তোমার একাকীত্বকে সম্ভাব্যের বর্ণে রঞ্জিত করবে।—বারে বারে একথা প্রমাণ হয়েছে, ভক্তির আকারে আর ধর্মীয় আচারে মূর্ত-অকল্যাণকেও আমরা আপাত-মনোরম ক'রে তুলি; প্রায়ই আমাদের প্রতি এই দোষারোপ।

রাজা (জনান্তিকে) কী এক তীব্র কশাঘাত ঐ উক্তির আমার বিবেকে! প্রসাধন বেশ্যারও গণ্ডদেশ সুন্দর করে, কিন্তু অপেক্ষায় কুৎসিত সে কপোল; আর আমার কার্যের সজ্জায় আমার বাগ্মীতা, অপেক্ষায় সে কার্যক্রম কিন্তু আরও কুৎসিত। ও, দুর্বহ এই ভার—

পলোনিয়াস তার পদধ্বনি শুনি; আমরা অন্তরালে প্রস্থান করি প্রভু।

[প্রস্থান: রাজা ও পলোনিয়াস। হ্যামলেটের প্রবেশ।]

হ্যামলেট অস্তিত্বে-যাপন কিংবা নাস্তিত্বে-বিলোপ—নিরসনের এই তো সংশয়; মনেতে যন্ত্রণা দেয় উদ্ধত ভাগ্যের ক্ষেপনী-

নিক্ষিপ্ত-অস্ত্র, আর শরাঘাত ; শ্রেয়তর কি এই যন্ত্রণার ভোগ ? অথবা বিপদ-সাগর রোধে অস্ত্রের ধারণ, তারপর আত্মনাশে তাদের বিলুপ্তি ? মৃত্যু, শুধু নিদ্রা মাত্র—আর কিছু নয় ; অন্তরের বেদনা যত, স্বাভাবিক সহস্র যন্ত্রণা—যদি নিদ্রায় নিঃশেষ করি রক্তমাংসের এই সমস্ত উত্তরাধিকার ? একান্ত ঈপ্সিত সেই উপসংহার। মৃত্যু, শুধু নিদ্রামাত্র ; নিদ্রা, কিন্তু নিদ্রা যদি স্বপ্নময় হয়! ঐ তো বাধা ; মর্ত্য এই দেহকুণ্ডলী পরিহারে সেই কালনিদ্রায় স্বপ্নের সম্ভাব্য আকৃতি মৃত্যু-চিন্তায় আমাদের বিরত করে। ঐ তো বিচার, তাই তো দীর্ঘায়ু হয় এই দুর্বিপাক ; শুধু এক ছুরিকায় তো এই ঋণের নিষ্পত্তি ; তবে কেন লোকে সহ্য করে কালের এই উপহাস, এই কশাঘাত, পীড়কের অন্যায় আর দর্পিতের অশিষ্ট-আচার, উপেক্ষিত-প্রেমের যন্ত্রণা আর নিয়মের বিলম্বে-প্রয়োগ, পদাধিকারের ঔদ্ধত্য আর সহিষ্ণু-কৃতির প্রতি অযোগ্যের যতেক লাঞ্ছনা ? ক্লান্ত এই জীবনে স্বেদাক্ত-শূকর-রবে কেন তবে এই দুর্বহ-বহন ? হতবুদ্ধি করে মৃত্যুর পর কী এক ভীতি ; ইচ্ছাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে অনাবিষ্কৃত সেই দেশ প্রান্ত হ'তে যার পথিক ফেরে না আর ; অজ্ঞাত যত মন্দ পরিণাম তা হ'তে বিমুখ হই, সহনে অভ্যস্ত হই এইসব দুরদৃষ্ট যত। সকলকে কাপুরুষ করে অভিজ্ঞানলব্ধ এই জ্ঞান ; চিন্তার এই মলিন ছায়া প্রতিজ্ঞার স্বভাব-দীপ্তিকে দুর্বলতায় পাণ্ডুর করে, আর এই নির্ণয়ে,

মহত্তম মুহূর্তের ঊর্ধ্বসীমায় কর্মের সমস্ত উদ্‌যোগ সঙ্গম-বিমুখ স্রোতে কার্যের অভিধা হারায়। কিন্তু স্তব্ধ কর তোমার ভাষণ! সুন্দরী ওফেলিয়া। অপ্সরা-স্বরূপা-বালা, আমার সমস্ত পাপ স্মৃত হ'ক তোমার প্রার্থনায়।

ওফেলিয়া বহুদিন পর প্রভু; কেমন আছেন মাননীয়?

হ্যামলেট আমার বিনীত ধন্যবাদ; ভাল, ভালই আছি।

ওফেলিয়া প্রভু আপনার কিছু স্মারক আমার কাছে আছে; আমার বহুদিনের ইচ্ছা, সেই সমস্ত স্মারক আপনাকে প্রত্যর্পন করি। আমার প্রার্থনা, আপনি আপনার অভিজ্ঞান পুনর্গ্রহণ করুন।

হ্যামলেট না, আমি তো নই; কখনো তো তোমাকে কিছু দান করি নি।

ওফেলিয়া আপনি ভালই জানেন মাননীয়। দান আপনি করেছিলেন, মধুরশ্বাস বাক্যের প্রয়োগ সে উপহারকে মহার্ঘ করেছিল। আজ তাদের সে সৌরভ নেই; দাতা যখন নির্দয়, অভিজাত মনে মহার্ঘ-উপহারও তখন মূল্যেতে দীন। এই নিন প্রভু, গ্রহণ করুন।

হ্যামলেট হা, হা। তুমি কি সাধ্বী?

ওফেলিয়া প্রভু?

হ্যামলেট সুন্দরী কি তুমি?

ওফেলিয়া এর অর্থ প্রভু?

হ্যামলেট যদি তুমি সাধ্বী হও, সুন্দরীও হয়, সতীত্ব যেন তোমার সৌন্দর্যকে সঙ্গম রহিত করে।

ওফেলিয়া সতীত্বের চেয়ে সৌন্দর্যের শ্রেয়তর সঙ্গম আর কি হ'তে পারে প্রভু?

হ্যামলেট সত্য; সতীত্বের মহিমা সৌন্দর্যকে অনুরূপ আকার দান করে, কিন্তু অপেক্ষায় সৌন্দর্যের শক্তিতে সতীত্বের অশ্লীল-রূপান্তর আরও দ্রুত। অতীতে এ ছিল আপাত অসম্ভব, কিন্তু বর্তমানে কালের প্রমাণে প্রমাণসিদ্ধ। ভাল তো আমি তোমায় একসময় বাসতাম।

ওফেলিয়া সত্য, ঐ বিশ্বাসে আপনি আমাকে প্রত্যয়ান্বিত করেছিলেন প্রভু।

হ্যামলেট আমাকে বিশ্বাস করা কিন্তু তোমার উচিত হয় নি; কারণ ধর্মবোধ যে ভাবেই সঞ্চারিত হ'ক, আমাদের আদিম পাপের রসাস্বাদনে আমরা সদাই উন্মুখ। এই-তোমাকে তো আমি ভালবাসি নি।

ওফেলিয়া ভুল আমারই বেশী প্রভু।

হ্যামলেট আশ্রম আশ্রয় করো। কেন হবে পাপীর জননী? যদিও আমি নির্বিশেষে সৎ তবুও ভালই হ'ত যদি আমার মাতা আমাকে জন্মদান না করতেন, নিজের বিরুদ্ধে আমার এমনই অভিযোগ। আমি অতি দর্পিত, প্রতিহিংসাপরায়ণ, ক্ষমতাপ্রিয়; আরো বহু ত্রুটি আমার সঙ্কেত-নির্দেশে; সংখ্যাগুরুত্বে তারা আমার চিন্তার আয়ত্ত অতিক্রম করে, আমার কল্পনা তাদের আকার-দানে সমর্থ নয়, তাদের ব্যবহারিক প্রয়োগে আমার সময়ের অভাব। আমার মত হতভাগ্যদের, স্বর্গকামনায় মর্তে-এই হীনচারণা; অন্য কর্তব্য কিছু আছে কি?

সকলে আমরা নির্লজ্জ প্রতারক; আমাদের কাউকে বিশ্বাস ক'রো না। আশ্রম আশ্রয়ে অগ্রসর হও। তোমার পিতা কোথায়?

ওফেলিয়া গৃহে প্রভু।

হ্যামলেট তাঁর বহির্গমনের পথ অর্গলবদ্ধ হ'ক, তাঁর বিদূষণ স্বগৃহেই আবদ্ধ থাকুক, অন্যত্র তিনি যেন তাঁর ঐ নির্বোধের ভূমিকার অভিনয় করতে সমর্থ না হন। বিদায়।

ওফেলিয়া সুপ্রিয় ত্রিদিব, আঁপনারা এঁকে সাহায্য করুন।

হ্যামলেট যদি তুমি বিবাহ কর তোমার যৌতুক-স্বরূপ বিবাহের এই অভিশাপ তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেব: হিমানীর মত পবিত্র হও, তুষারের মত বিশুদ্ধ হয়, তবুও অপবাদের আয়ত্ত হ'তে তোমার পরিত্রাণ নেই। যাও, দ্রুত চ'লে যাও, আশ্রম আশ্রয় করো; বিদায়।

ওফেলিয়া হে ত্রিদিবের তেজপুঞ্জ, এঁকে প্রত্যানয়ন করুন।

হ্যামলেট তোমাদের মুখসজ্জার কথাও আমি যথেষ্ট শুনেছি; ঈশ্বর তোমাদের [illegible] একরূপ দিয়েছেন, তোমরা অপর একরূপে তা[illegible]বর্তিত করো। লঘু-নৃত্যছন্দে আর কৃত্রিম[illegible] গমনে তোমাদের অশ্লীল-চলন, কথনে তোমরা অস্পষ্টবাক বাচাল, তোমাদের প্রদত্ত নামে ঈশ্বর সৃষ্ট পশুর নামের বিকৃতি, তোমাদের স্বৈরিতার আচরণে অজ্ঞতার ভান। যাও, যাও, আর নয় এই আচরণ; এ আমাকে উন্মত্ত করেছে, আমি বলি, আর বিবাহও নয়; বিবাহিত যারা এক বাদে সকলের

দাম্পত্যে-যাপন ; অবশিষ্ট যেমন আছে তেমনই থাকুক। যাও তুমি সন্ন্যাস-আশ্রয়ে।

[প্রস্থান]

ওফেলিয়া ওহ্, কী বিভ্রান্ত কী এক মহৎ মানস! দৃষ্টিতে রাজ-পুরুষ, অসিধারণে সৈনিক, কথনে মনীষী, আকৃতির আদর্শ আর রীতির দর্পন, নিরীক্ষকের আদর্শ দ্রষ্টব্য— তবু বিভ্রান্তিতে সম্পূর্ণ-আপ্রান্ত-আনতি তার! আর আমি, ভগ্নোৎসাহে খিন্নতমা ভাগ্যহতা দীনতমা এক নারী, আমি তাঁর আনুরক্তির শপথ-সঙ্গীতের মধুপান করেছিলাম, আজ দেখি পরম সেই মহান রাজকীয় ধী সুরহত সুস্বর-এক-ঘণ্টাধ্বনির মতই তালমাত্রাহীন-অনুরণনে কর্কশ ; সর্ব্বাঙ্গে-বিকশিত-যৌবনের অনুপম সেই আকৃতি প্রমত্ততায় বাত্যাহত। ওহ্, কী দুর্ভাগ্য আমার! কী দেখেছি অতীতে, আর আজ কী দেখি!

[পুনঃপ্রবেশ : রাজা ও পলোনিয়াস]

রাজা প্রেম! তার আবেগ তো ঐ পথে প্রবণ নয় ; তার বক্তব্যে যদিও গঠনের সামান্য অভাব, তবুও তা তো উন্মত্ততার অনুরূপ নয়। মানসের অন্য কোন অনুভব তার এই বিষাদ-লালিত-চিন্তার মূল ; অণ্ড যেন বিহঙ্গ-লালিত, আর আমার সংশয়, আবরণ ভেদে কোন্ এক বিপদের উন্মুক্ত প্রকাশ ; এরই প্রতিরোধে এইমত আমার দ্রুত-নির্ধারণ ; অবহেলিত রাজস্বের দাবীতে দ্রুত তাকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করব। অন্তরের ঐ অনুভবে

সে অংশতঃ স্থির; চিন্তায় নিরন্তর স্পন্দিত ঐ ধারণা তাকে তার আপন রীতি থেকে বিচ্যুত করেছে; ভিন্ন দেশ আর অন্য সমুদ্র দ্রষ্টব্যের বৈচিত্রে তার মন হ'তে ঐ ধারণা সম্ভবতঃ বিদূরিত করবে। এ সম্পর্কে আপনি কি বলেন?

পলোনিয়াস ভালমতেই করবে প্রভু। কিন্তু তবুও আমার বিশ্বাস অবহেলিত-প্রেমই তার এই বিষাদের আদি-সূত্রপাতের উৎস। কি ব্যাপার ওফেলিয়া! মহান হ্যামলেট যা বলেছেন তা তো তোমার আর বলার প্রয়োজন নেই; আমরা সমস্তই শুনেছি। আপনার অভিরুচি মত ব্যবস্থা আপনি গ্রহণ করুন প্রভু; কিন্তু যদি উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তবে অনুমতি দিন, নাটকের পর ডেনমার্ক-মহিষী তাঁর মাতা যেন তাঁকে তাঁর এই শোকের কারণ-প্রদর্শনে অনুরোধ করেন। তাঁর সমক্ষে উনি স্পষ্ট হ'ন; আর আপনার অনুমতি হ'লে, এই কথোপকথনের শ্রুতি-সীমায় আমি অবস্থান করি; যদি উনি তাঁকে স্বরূপে না পান, তবে তাঁকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করুন; অথবা আপনার জ্ঞানে যেখানে যোগ্যতম অবরোধ, সেখানে তাঁকে অবরুদ্ধ রাখুন।

রাজা তবে তাই হ'ক; পদস্থ প্রমত্ত যদি, সাবহিত থাকে যেন দৃষ্টির প্রহরা।

[প্রস্থান

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

এল্‌সিনোর। দুর্গপ্রাসাদ।

প্রবেশ : হ্যামলেট ও তিনজন অভিনেতা।

হ্যামলেট — আমার অনুরোধ, আমার আবৃত্তি অনুসরণে আপনাদের ঐ অংশের আবৃত্তি, উচ্চারণে শব্দের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ; আপনাদের অন্য অনেক অভিনেতার অভিনয়ের মত আবৃত্তি যদি চিৎকারই হয় তবে আমার এই নাট্যাংশ নগর ঘোষকের অভিনয়েই অভিনীত হ'ক। এইভাবে অতিরিক্ত অঙ্গসঞ্চালনের করপত্রাঘাতে বায়ুকে তাড়িত করার প্রয়োজন নেই, সমস্তের ব্যবহার যেন শোভন হয় ; ভাবের ঝঞ্ঝাপ্রবাহে, আর—কি বলি ?—আবেগের ঘূর্ণিবাতে আপনাদের এমনই সংযম, অভিনয় যাতে সহজ-স্বচ্ছন্দ। ওহ্, উপকেশী এক ষণ্ডের চিৎকারে জর্জরিত ছিন্নভিন্ন এক আবেগে বিদীর্ণ-পটহ তৃতীয় শ্রেণীর দর্শক যখন প্রশংসায় মুখর, তখন আমি মর্মাহত হই ; এইসব দর্শকের অধিকাংশ অর্থহীন হীন-মূকাভিনয় আর উচ্চরাবী-বাগাড়ম্বর উপভোগেই সমর্থ। আর ঐ সব অভিনেতা-ষণ্ড! টারমাগাণ্ট্-সদৃশ ভূমিকায় অতি-অভিনয়ের জন্য আমি ওদের কশাঘাত করতাম। এ যেন হেরোদের ভূমিকায় হেরোদকেও অতিক্রম! আমার প্রার্থনা, আপনারা এ থেকে বিরত থাকুন।

প্রথম অভিনেতা — আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি মাননীয়।

হোরেশিও কি বলছেন প্রভু!

হ্যামলেট না, ভেব না আমি তোমাকে তোষামোদ করছি; সাহস ছাড়া ভরণ-পোষণের অন্য-কোন ভরসা তো তোমার নেই, তোমাকে তোষামোদ ক'রে আমার লাভ? দরিদ্রকে কেন তোষামোদ? চাটুবাক্যে-মধুর-জিহ্বা অসার ঐশ্বর্যকে লেহন করুক, তোষামোদে যেখানে প্রাপ্তি, উন্মুখ জানু-সন্ধি সেখানেই প্রণত হ'ক। শুনছ কি হোরেশিও? মনোনীতের নির্ধারণে আমার এই প্রিয়তম সত্তার নিজস্ব অধিকার, আর মানুষের মধ্য হ'তে নির্বাচিতকে পৃথক ক'রে নেবার ক্ষমতাও তার নিজস্ব, সে তোমাকে তার নিজের জন্য মুদ্রাঙ্কিত করেছে হোরেশিও; দুঃখের সমস্ত পীড়নে বেদনার কোন অনুভব তো তোমার মত মানুষের নেই; ভাগ্যের পুরস্কারই হ'ক আর তিরস্কারই হ'ক দুইয়েতেই তোমাদের সমান ধন্যবাদ; বিচারবোধ আর আবেগতপ্ত-শোণিত, দুইয়েরই এমন সুসমন্বয়—তোমরা আশীর্বাদ পূত; ভাগ্যের করধৃত বংশী তো তোমরা নও, যে ইচ্ছামত ছিদ্রে তার মনোমত সুরের আলাপ। আবেগের ক্রীতদাস নয় তোমার মত এমন যে মানুষ, জেন, আমার হৃদয়ের গভীরে তার স্থান, অন্তরের অন্তস্থলে তার আসন। কিন্তু অনেক যেন বললাম এ-সম্পর্কে। এখন শোন। আজ রাত্রে রাজ সমীপে এক নাটকের অভিনয়। আমার পিতার মৃত্যুর কাহিনী তোমাকে বলেছি, এই নাটকের এক দৃশ্যের ঘটনাক্রম প্রায় তারই অনুরূপ। আমার অনুরোধ এই দৃশ্যের

অভিনয় কালে অন্তরের তীক্ষ্ণতম বিচার-ক্ষমতায় আমার খুল্লতাতকে লক্ষ ক'রো। একটি মাত্র আবৃত্তিতে যদি তার গোপন-পাপ কুক্কুর-অবরোধ-মুক্ত না হয়, তবে যে প্রেত আমরা দেখেছি সে অভিশপ্ত নিশ্চয়, আর ভাল্‌কানের কর্মশালা যদিও কুৎসিত, অপেক্ষায় আরও নারকী তবে আমার কল্পনা। তীক্ষ্ণ লক্ষ নিক্ষেপ ক'রো, আমার দৃষ্টি আমি তার মুখেতেই নিবদ্ধ রাখব; আর অভিনয়-শেষে তার মুখভাবের বিচারে আমাদের উভয়ের ধারণার সমন্বয়।

হোরেশিও — ভাল কথা প্রভু। অভিনয়-কালের সামান্য অংশও অপহরণ ক'রে যদি সে আমার লক্ষের অনায়ত্ত হয়, তবে সেই-চৌর্যের পরিশোধ আমার।

(তূরীবাদন ও নাকারাধ্বনি। বাদ্যে ডেনদের অভিযান-সঙ্গীত। তূর্যধ্বনি। প্রবেশ: রাজা, রানী, পলোনিয়াস, ওফেলিয়া, রোজেন্‌ক্রান্‌জ্‌, গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্‌, অন্যান্য পারিষদবর্গ ও মশালবাহী।)

হ্যামলেট — ওরা অভিনয় করতে আসছে; মস্তিষ্কে অলস আমি, বুদ্ধিতে উন্মাদ। আমার জন্য স্থান সংগ্রহ কর।

রাজা — তারপর, আমাদের সুপুত্র হ্যামলেট কেমন আছেন?

হ্যামলেট — চমৎকার, বিশ্বাস করুন, চমৎকার আহার্যের সমাবেশ; বায়ুভুক সরীসৃপের আহার্য। আমিও তো বায়ুভুক, প্রতিজ্ঞাস্ফীত সেই বায়ু; ভোজের জন্য রক্ষিত কুক্কুটকেও ঐ আহার্যে লালিত করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়।

রাজা — এই উত্তরে তো আমার বলার কিছু নেই হ্যামলেট;

আমার প্রশ্নের সঙ্গে এই সমস্ত কথার তো কোন সম্পর্ক নেই।

হ্যামলেট — না, এখন তো আর আমার সঙ্গেও ওদের সম্পর্ক নেই। (পলোনিয়াসকে) আপনি না বলেছিলেন প্রভু, মহাবিদ্যালয়ে আপনিও একবার অভিনয় করেছিলেন?

পলোনিয়াস — হ্যাঁ, সেটা একবার করেছিলাম স্বামীন, আর সু-অভিনেতা ব'লে গণ্যও হয়েছিলাম।

হ্যামলেট — কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন?

পলোনিয়াস — অভিনয় করেছিলাম জুলিয়াস সিজারের ভূমিকায়; আমি রাজধানীতে নিহত হয়েছিলাম; ব্রুটাস আমাকে হত্যা করেছিল।

হ্যামলেট — ব্রুটাসের ব্রুট অর্থে পশু; এমন একটি রাজ-গোবৎসকে রাজধানীতে হত্যা করা তার পক্ষে নিশ্চয় পাশবিক। অভিনেতারা কি প্রস্তুত?

রোজেনক্রান্জ — হ্যাঁ প্রভু; আপনার ধৈর্যই তাদের আশ্রয়।

রানী — এখানে আয় হ্যামলেট, আমার পাশে বস।

হ্যামলেট — না মা; চুম্বকের আকর্ষণ এদিকেই অধিক।

পলোনিয়াস — (রাজাকে) ওহ্ হো! কথাটা লক্ষ করলেন?

হ্যামলেট — কি ভদ্রে, তোমার কোলে শুই?

(ওফেলিয়ার পদপ্রান্তে নিজেকে বিস্তৃত করিয়া দিলেন।)

ওফেলিয়া — না প্রভু।

হ্যামলেট — বলছিলাম, তোমার কোলে মাথা রাখি?

ওফেলিয়া — রাখুন প্রভু।

হ্যামলেট — অন্য কিছু ভেবেছিলে নাকি, গ্রাম্য, স্থূল কোন চিন্তা?

ওফেলিয়া — চিন্তা তো কিছু করি নি প্রভু।

হ্যামলেট — কুমারীর উরুদেশে নাই কোন চিন্তার লেশ—এও তো সুন্দর চিন্তা।

ওফেলিয়া — কি সুন্দর প্রভু ?

হ্যামলেট — ওই যে—নাই কোন চিন্তার লেশ।

ওফেলিয়া — আনন্দে আপনি প্রমত্ত প্রভু।

হ্যামলেট — কে, আমি ?

ওফেলিয়া — হ্যাঁ প্রভু।

হ্যামলেট — হায় ভগবান, তোমাদের এই লঘুছন্দ-নৃত্যে আমিই তো একমাত্র গীতিকার! আনন্দে প্রমত্ত না হ'য়ে মানুষ করেই বা কী? ঐ দেখ না—আমার পিতার মৃত্যুর দুই-দণ্ড-ব্যবধানে আমার মাতার কেমন আনন্দ।

ওফেলিয়া — দুই-দণ্ড তো নয় প্রভু, দ্বিগুণিত দুইমাস।

হ্যামলেট — এতদিন? তবে তো শয়তানের এই কৃষ্ণ-পরিচ্ছদ! তবে নকুলের মহার্ঘতর কৃষ্ণচর্মে আমি নিজেকে আবৃত করি! হা ঈশ্বর! মৃত দুইমাস, তথাপি বিস্মৃত নয়? তবে তো আশা আছে, মহতের স্মৃতি তাঁর জীবনকালকে ছয়মাস অতিক্রম করলেও করতে পারে; তবে কন্যা-কুমারীর শপথ, তাঁর উচিত কিন্তু ধর্মমন্দির স্থাপন করা; নতুবা অদৃষ্টে তাঁর বিস্মৃতির ভোগ; অতীতের রঙ্গনাট্য বিস্মৃত যেমন, তেমনই বিস্মৃত তিনি—সমাধি-স্মরণ লিপি, 'হায়, বিস্মৃত সেই অতীত-প্রমোদ।'

(তুরী-রব। উচ্চরব-বংশীধ্বনি। মূক-প্রদর্শনের আরম্ভ। প্রবেশ : মূকাভিনয়ের রাজা ও রানী; পরস্পর আলিঙ্গনে

আবদ্ধ। রানীর জানু পাতিয়া উপবেশন এবং ভাবে-ভঙ্গীতে রাজার প্রতি প্রেমের প্রকাশ। তাঁহাকে উঠাইয়া রাজা তাহার কাঁধে মাথা রাখেন। তারপর এক পুষ্পবেদীর উপর শয়ন করেন। তাঁহাকে নিদ্রা যাইতে দেখিয়া রানীর স্থান-ত্যাগ। পরমুহূর্তেই এক ব্যক্তির প্রবেশ; সে মুকুটটি তুলিয়া লইয়া চুম্বন করে, নিদ্রিতের কর্ণে বিষ ঢালিয়া দিয়া প্রস্থান করে। রানী ফিরিয়া আসেন; রাজাকে মৃত অবস্থায় দেখিয়া উত্তেজিত ভঙ্গীমায় শোকাবেগ প্রকাশ করেন। দুই-তিনজন মূকাভিনেতার সঙ্গে বিষদাতার পুনঃপ্রবেশ; দেখিয়া মনে হয় সেও যেন রানীর সঙ্গে শোক প্রকাশ করিতেছে। মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। বিষদাতা উপহার দ্রব্য লইয়া রানীকে প্রণয় নিবেদন করে। প্রথম কিছুক্ষণ রানীকে রূঢ় বলিয়াই মনেহয়, কিন্তু অবশেষে তিনি তার প্রেমকে স্বীকৃতি দেন।) (প্রস্থান)

ওফেলিয়া এর অর্থ কি প্রভু?

হ্যামলেট মেরীর দিব্য, এ এক গোপন দুষ্কর্ম; এর অর্থ দুষ্কৃতি।

ওফেলিয়া মনে হয় মূক এই অভিনয়ে নাটকের কাহিনী-নির্দেশ।

(নান্দীকারের প্রবেশ)

হ্যামলেট এই ব্যক্তির মাধ্যমে আমরা জানতে পারব। অভিনেতারা বিষয় গোপনে সমর্থ নয়; তারা সমস্তই প্রকাশ করবে।

ওফেলিয়া এই যে অভিনয় হ'ল—এর অর্থ কি এ-ই বলবে?

হ্যামলেট হ্যাঁ—এই কিংবা অন্য যে কোন অভিনয়—তুমি ওকে

যা দেখাবে। তুমি দেখাতে লজ্জিত হ'য়ো না, অর্থ বলতেও ও লজ্জা পাবে না।

ওফেলিয়া আপনি দুষ্ট, দুর্বিনীত। আমি বরং নাটক দেখি।

নান্দীকার আমাদের জন্য, আর আমাদের এই বিয়োগান্ত নাটকের জন্য, আপনাদের অনুগ্রহ ভিক্ষায় আমরা নতজানু; আপনারা ধৈর্য ধ'রে শ্রবণ করুন—এই আমাদের প্রার্থনা। (প্রস্থান)

হ্যামলেট এ কি নান্দী, না অঙ্গুরি-ধৃত কবিতার উদ্ধৃতি?

ওফেলিয়া সংক্ষিপ্ত এই নান্দী, প্রভু।

হ্যামলেট নারীর প্রেমের মতই।

প্রবেশ: অভিনয়ের রাজা ও অভিনয়ের রানী।

অভিঃ রাজা সেই কবে প্রেমের পবিত্র বন্ধনে আমাদের হৃদয়ের একত্র-সংযোগ, প্রজাপতির নির্বন্ধে আমাদের এই করদ্বয়ের একত্র মিলন; তারপর আরও কতদিন, লবণাম্বু-বরুণকে আর মাতা-বসুমতীর ভূবৃত্তকে সূর্য-শকটের ত্রিংশৎ-পরিক্রমা, পৃথিবীর চারিদিকে ত্রিংশৎ-দ্বাদশ-চন্দ্রের ঋণের চন্দ্রমার দ্বাদশ-ত্রিংশৎ-আবর্তন।

অভিঃ রানী প্রেমের সমাপ্তির পূর্বে চন্দ্র-সূর্যের পরিক্রমার এই গণনায় আবারো আমরা যেন সমর্থ হই! কিন্তু দুরদৃষ্ট আমার, সম্প্রতি আপনি এমনই অসুস্থ, অতীতের সেই মনের অবস্থা থেকে, সেহ আনন্দ থেকে, এতদূরে সরে এসেছেন, যে আমার আর বিশ্বাস নেই। তবুও, যদিও আমি দুশ্চিন্তায় অস্থির, আপনার অস্বস্তির কোন

কারণই নেই প্রভু; নারী—ভাল যখন বাসে, ভয়ও পায় অতিরিক্ত, রমণীর মনে প্রেমও যেমন, ভয়ও তেমন—অনুপাতে সমান, না অনুপস্থিত, না অতিরিক্ত। আমার প্রেম যে কি, প্রমাণে আপনি অবগত প্রভু; প্রেম আর ভয়, দুয়েরই আমার সমান আকার। প্রেম যেখানে গভীর, ক্ষুদ্রতম সংশয়ও সেখানে ভয়; ক্ষুদ্র, তুচ্ছ যত ভীতির পরিণতি যেখানে বিরাট দুশ্চিন্তা, অনুরাগও সেখানে নিশ্চয় প্রবল।

অভিঃ রাজা বিশ্বাস কর প্রিয়তমে, তোমাকে রেখে আমাকে যেতেই হবে, আর সেও অতি শীঘ্র; এই দেহের যত যন্ত্র, তাদের কাজ বন্ধ করেছে; আমি চ'লে যাব, রেখে যাব তোমাকে এই সুন্দর পৃথিবীতে—সম্মানিতা, স্নেহধন্যা; আর হয়তো আমারই মত কোন এক অনুরাগীকে তুমি স্বামীরূপে—

অভিঃ রানী ওঃ, অভিশপ্ত ঐ কথা আর নয়! থাক—বাকীটুকু থাক! তেমন কোন অনুরাগে যদি হৃদয় আমার অনুরক্ত হয়, তবে কৃতঘ্ন সেই প্রেম। দিধিষু সেই দ্বিতীয় স্বামীতে আমি যেন অভিশপ্ত হই! প্রথমকে হত্যা ক'রেই না দ্বিতীয়কে বিবাহ!

হ্যামলেট তিক্ত, তিক্ত যেন সোমরাজ।

অভিঃ রানী দ্বিতীয় বিবাহের নির্দেশ, তাতে তো অনুরাগের কোন লক্ষণ নেই, সে তো ব্যয়কুণ্ঠের নীচ-বিবেচনা। শয্যায় যখন দ্বিতীয় স্বামী আমাকে চুম্বন করে, তখন আমার মৃত স্বামীকে আমি তো দ্বিতীয়বার হত্যা করি।

অভিঃ রাজা আমারো বিশ্বাস, তুমি তোমার মনের কথাই বলেছ; কিন্তু আমরা যা স্থির করি প্রায়ই তা থেকে বিচ্যুত হই। সিদ্ধান্ত, সে তো স্মৃতির ক্রীতদাস, জন্মমুহূর্তে প্রবল, কিন্তু শক্তিমূল্যে দীন; অপক্ক ফলের মতই তরুশাখাতে আশ্রয়, কিন্তু রসস্থ হ'লেই নিষ্কম্প পতন। আত্মঋণ-পরিশোধে বিস্মৃতি আমাদের অবশ্যম্ভাবী। আপন আত্মার কাছে আবেগে আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আবেগের শেষ, সিদ্ধান্তেরও শেষ। শোকের কিংবা আনন্দের প্রাবল্য—বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্তেরও নিশ্চয় বিনাশ। আনন্দ যেখানে উচ্ছ্বসিত, শোক সেখানে গভীরে গভীর ;শোকের আনন্দ কিংবা আনন্দের শোক—সে তো দৈবাতের ক্ষীণ সীমা। পৃথিবী তো ধ্রুব নয়, ভাগ্যও তো পরিবর্তনশীল। তবে প্রেমও তার পাত্র পরিবর্তন করবে—এও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়! কারণ প্রেমের নির্দেশে ভাগ্য কিংবা ভাগ্যের নির্দেশে প্রেম—এ প্রশ্ন তো এখনও উত্তরের অপেক্ষায়। মহৎ যখন নীচে নামে, তখন প্রিয়বান্ধবেরা দূরে সরে যায়; আর দীন যখন উচ্চপদে আরোহণ করে তখন শত্রুও বান্ধব হয়। আর প্রেম—এ পর্যন্ত সে তো সৌভাগ্যেরই পরিচর্যায়। প্রয়োজন যার নেই, বন্ধুর অভাবও তো তার কখনো নেই, আর বিপদে যার প্রয়োজন তার কিন্তু কপট বান্ধব, আর প্রয়োজনের ঐ মুহূর্ত সেই বান্ধবকেও শত্রুতায় দক্ষ করে। কিন্তু থাক —আরম্ভের কথায় আসি—বাসনার বিপরীতে ভাগ্যের

নির্দেশ—এই তার উচিত সমাপ্তি—তাইতো বিনষ্ট হয় সমস্ত কল্পনা ; উদ্ভাবনা—সে তো নিজস্ব নিশ্চয় কিন্তু পরিণতি তো ইচ্ছামত নয়। তুমিও তো চিন্তা কর—দ্বিতীয় স্বামী আর নয় ; কিন্তু প্রথমের মৃত্যুতে সে চিন্তারও বিনাশ।

অভিঃ রানী যদি একবার বৈধব্যের পর আবার বিবাহ করি, তবে যেন ধরিত্রী আমাকে আহার্য থেকে বঞ্চিত করে, আকাশ যেন আলো না দেয়, প্রমোদ আর বিশ্রাম যেন অবরুদ্ধ অন্তরালে অবস্থান করে, আমার বিশ্বাস, আমার আশা যেন নৈরাশ্যে পরিণত হয়, বন্দীদশায় সন্ন্যাসীর যৎকিঞ্চিতে যেন আমার জীবন সীমিত থাকে ; প্রতিবন্ধকে পাণ্ডুর হয় আনন্দের নন্দিত-আনন—তারা যেন আমার ঈপ্সিতের সম্মুখীন হয়, আমার অভিলষিতকে বিনষ্ট করে।

হ্যামলেট যদি এখন উনি প্রতিজ্ঞা না রাখেন !

অভিঃ রাজা এ বড় কঠিন শপথ। প্রিয়ে, ক্ষণকালের জন্য আমাকে এখানে একা রেখে যাও ; জীবন স্তিমিত হ'য়ে আসছে, আমার ইচ্ছা, ক্লান্তিকর এই দিন নিদ্রায় অতিবাহিত করি। (নিদ্রা)

অভিঃ রানী নিদ্রার দোলায় তুমি দোল প্রিয়তমে, তোমার আমার মধ্যে দুর্দৈব যেন কখনো না আসে।

(প্রস্থান)

হ্যামলেট মাননীয়া অধিরাজ্ঞী—এ নাটক কেমন লাগছে ?

রানী মনে হ'ল নায়িকার প্রেমের স্বীকৃতি যেন বড় বেশী।

হ্যামলেট — ও, কিন্তু সে তার কথা নিশ্চয় রাখবে।

রাজা — এর কাহিনী কি তুমি শুনেছ? নীতিবিরুদ্ধ কোন অপরাধের কথা নেই তো?

হ্যামলেট — না না; এ তো শুধু রঙ্গাভিনয়, যদি বিষপ্রয়োগের মত অপরাধও করে, তবে সেও তো অভিনয়েই; পৃথিবীতে অপরাধ তো নেই।

রাজা — কি নাম এই নাটকের?

হ্যামলেট — 'ইঁদুর-ধরা-ফাঁদ'। মেরীর দিব্য, কেমন? নামেতেই উপমার অলংকার। ভিয়েনার হত্যাকাণ্ডের প্রতিচ্ছবি এই নাটক; ডিউকের নাম গোন্‌জাগো; ব্যাপ্‌টিস্টা তাঁর স্ত্রী। এখনি দেখতে পাবেন। এ এক পাপাচারের কাহিনী; কিন্তু তাতে কি? মহিমান্বিত রাজন্‌—আপনি আর আমি—আমাদের তো মুক্ত আত্মা, এর পাপ তো আমাদের স্পর্শ করে না। ঘর্ষণে ক্ষতচর্ম অশ্ব সঙ্কুচিত হ'ক, আমাদের স্কন্ধাস্থিতে তো ক্ষতের যন্ত্রণা নেই।

(লুসিয়ানাসের প্রবেশ)

রাজ-ভ্রাতুষ্পুত্র এই লুসিয়ানাস।

ওফেলিয়া — আপনি একাই দেখি এ নাটকের পূর্বরঙ্গের একতান প্রভু।

হ্যামলেট — পুতুল-নাচে প্রেম যদি দেখি—তবে তুমি আর তোমার প্রেমাস্পদ—তোমাদের প্রেমরঙ্গে ভাষাও আমি দিতে পারি।

ওফেলিয়া — আপনার দৃষ্টিতে তো খুব ধার প্রভু।

হ্যামলেট আমার এ ধার নষ্ট করতে তোমায় যন্ত্রণার মূল্য দিতে হবে ওফেলিয়া।

ওফেলিয়া সে তো আরও ভাল, আবার মন্দও বলতে পারেন প্রভু।

হ্যামলেট এইভাবেই তো তোমাদের পতিগ্রহণের ভান। —আরম্ভ কর, হত্যাকারী; অভিশপ্ত মুখভঙ্গীর ঐ ইতস্ততঃ-প্রক্ষেপ পরিত্যাগ কর। কই এস; আরম্ভ কর—দ্রোণবায়সের কর্কশ-চিৎকারে প্রতিহিংসার আকুল-আক্ষেপ।

লুসিয়ানাস চিন্তা কুটিল-কালো, দক্ষ-করদ্বয়; উপযুক্ত-ওষধি আর যথার্থ সময়; সাক্ষী শুধু সহায়ক-কাল, আর কেহ নয়; মধ্যরাত্রে যে গুল্ম সংগ্রহ করেছি, তাদেরই নির্যাসের তুই কুৎসিত-মিশ্রন; বিষকন্যার অভিশাপ তিনবার পাঠ ক'রে তোকে আমি ত্রিগুণ-বিষাক্ত করেছি; তোর স্বাভাবিক-ইন্দ্রজালের বিস্তার, আর ভয়াবহ ক্ষমতার প্রয়োগ সম্পূর্ণ এই প্রাণকে যেন এই মুহূর্তে অপহরণ করে। (নিদ্রিতের কর্ণে বিষ ঢালিয়া দেয়।)

হ্যামলেট ওই দেখুন—ওঁর নাম গোন্‌জাগো—রাজ্যের লোভে ওঁরই উদ্যানে ওঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করছে। সত্য এই কাহিনী, আর সুনির্বাচিত ইতালিয় ভাষায় এর বিস্তার। এখনি দেখবেন, হত্যাকারী গোন্‌জাগোর পত্নীর প্রেমেও বঞ্চিত হয় নি।

ওফেলিয়া রাজা কিন্তু উঠছেন।

হ্যামলেট কি, শূন্যগর্ভ-অগ্নিভ্রম, তাতেই এত ভয়।

রানী কেমন বোধ করছেন প্রভু ?

পলোনিয়াস এ অভিনয় বন্ধ কর।

রাজা যাও—যাও—আমাকে আলো দেখাও।

পলোনিয়াস আলো, আলো, আলো !

(হ্যামলেট ও হোরোশিও ব্যতীত আর সকলের প্রস্থান।)

হ্যামলেট পৃথিবীর পরিক্রমার নীতিই তো এই! কিছু নিদ্রা যায়, আর কিছু থাকে সজাগ দর্শক; আহত হরিণের যখন মৃত্যুর ক্রন্দন, অক্ষত মৃগহৃদয়ের তখনই তো রঙ্গের উপভোগ। আচ্ছা সুভদ্র—ধর ভাগ্য যদি যবনের মত বিরূপও হয়—তখন এই নাটক, মাথার টুপিতে প্রচুর পালক, একেবারে পালকের অরণ্য, আর কর্তিতচর্মের পাদুকায় প্রভেন্সের গোলাপের অনুকরণ—এ-সমস্ত একত্র ক'রেও কি কোন নাট্যপ্রতিষ্ঠানের অংশীদার হ'তে পারব না ?

হোরেশিও হ্যাঁ—এক অংশের অর্ধেকে অংশীদার।

হ্যামলেট কে, আমি ? সম্পূর্ণ এক অংশের অংশীদার। হে প্রিয় বন্ধু ড্যামন্‌, তুমি তো জান, এই রাজ্যে রাজ্যচ্যুত দেবর্ষভ, এখানে শাসন করে···এখানে শাসন করে··· হ্যাঁ ময়ূর···ময়ূর ··এখানে শাসন করে কামুক ময়ূর।

হোরেশিও কামুক রাসভ—আপনি ছন্দে বলতে পারতেন।

হ্যামলেট সুকৃত হোরেশিও—সত্য এই প্রেতবাক্য, নয় তো আমার সহস্র মুদ্রা। তুমি উপলব্ধি কর নি ?

হোরেশিও ভালমতেই করেছি প্রভু।

হ্যামলেট সেই বিষপ্রয়োগের কথায়—

হোরেশিও খুব ভাল ক'রেই ওঁকে লক্ষে রেখেছিলাম প্রভু।

হ্যামলেট আঃ হাঃ! বংশীবাদকেরা আসুক, কিছু সঙ্গীত হ'ক। মিলনান্ত নাটক যদি রাজার মনোমত না হয়, তবে ভগবানের দিব্য, হয় তো রাজার তা পছন্দ নয়। কই, কিছু সঙ্গীত হ'ক।

(পুনঃপ্রবেশ : রোজেনক্রাঞ্জ্‌ ও গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্‌।)

গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্‌ সুকৃত স্বামী, যদি একটি কথা বলতে অনুমতি দেন।

হ্যামলেট একটি কেন ভদ্র, পুরো ইতিহাস ব'লে যান।

গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্‌ আমাদের রাজা, ভদ্র—

হ্যামলেট হ্যাঁ ভদ্র, বলুন, কি তাঁর কথা—

গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্‌ এখন বিশ্রামে আছেন, ভীষণ বিপর্যস্ত অবস্থা।

হ্যামলেট মদ্যপানে নাকি ?

গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্‌ না প্রভু, বরং বলতে পারেন—ক্রোধে প্রজ্বলিত পিত্ত।

হ্যামলেট জ্বলিত এই পিত্তের কথা চিকিৎসকের কাছে নিবেদন করলেই অধিকতর জ্ঞানের পরিচয় দিতেন ভদ্র; আমার শোধনে তাঁর পিত্তের জ্বলন আরও অধিক।

গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্‌ বিষয়বস্তু থেকে অতদূরে সরে যাবেন না স্বামীন, আপনার কথাবার্তা অল্প সংহত করুন।

হ্যামলেট আমি সংহত ভদ্র, বলুন।

গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্‌ মহাদেবী আপনার মাতা—চিত্তে তাঁর দারুণ অশান্তি— তিনি আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন।

হ্যামলেট আপনি স্বাগত।

গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্‌ না স্বামীন, এ সৌজন্য তো যথার্থ নয়। যদি অনুগ্রহ ক'রে আপনি আমাকে যথার্থ উত্তর দেন, তবে আমি

আপনার মাতার আদেশ পালন করি; আর তা যদি না হয়, তবে আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রত্যাবর্তনে আরব্ধ-কর্ম সমাপ্ত হ'ক।

হ্যামলেট কিন্তু আমি তো তা পারি না ভদ্র।

রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্‌ কি পারেন না প্রভু?

হ্যামলেট যথার্থ উত্তর দিতে; আমার বুদ্ধি যে রোগগ্রস্ত। কিন্তু ভদ্র, যে উত্তর আমি দিতে পারি, তা আমি আপনাকে, অথবা আপনি যেমন বলছেন, আমার মাতাকে দেব; তবে আর বেশী কথা নয়, আসুন, কাজের কথায় আসি; আপনি বলছেন, আমার মাতা—

রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্‌ তিনি বলছেন আশ্চর্য আপনার ব্যবহার বিস্ময়ে তাঁকে প্রহত করেছে।

হ্যামলেট মাতাকে বিস্ময়ে প্রহত করে—ও আশ্চর্য এই পুত্র! কিন্তু শুধুই কি এই মাতার বিস্ময়—পরে আর কিছু নেই? বলুন।

রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্‌ আপনি শয্যায় যাবার পূর্বে—তাঁর গর্ভকক্ষে তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করেন।

হ্যামলেট মাতা কিংবা মাতার অধিক—তিনি যাই হ'ন, আমরা তাঁর আদেশ পালন করব। অন্য কোন কর্ম আছে আর?

রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্‌ প্রভু, আপনি একসময় আমাকে স্নেহ করতেন।

হ্যামলেট অপহারক এই করদ্বয়ের দিব্য—সে তো এখনও করি।

রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্‌ সুকৃত স্বামীন—আপনার এই মানসিক বিপর্যয়—কি এর

কারণ? বান্ধবের নিকট দুঃখ অপ্রকাশ রেখে, আপনি আপনার স্বাধীনতায় মুক্তদ্বার অবরুদ্ধ করছেন প্রভু।

হ্যামলেট আমার পদোন্নতির অভাব ভদ্র।

রোজেন্‌ক্রান্ত্‌ কি ক'রে তা হয় প্রভু? ডেনমার্কের উত্তরাধিকারে রাজকণ্ঠের সমর্থন তো আপনারই পক্ষে।

হ্যামলেট সে তো বটেই ভদ্র, কিন্তু কেমন যেন বর্ণহীন প্রাচীন সেই প্রবাদ—তৃণহরিৎ প্রান্তরের অপেক্ষায় অশ্ব যদি—

(অভিনেতাদের পুনঃপ্রবেশ, সঙ্গে বংশীবাদকগণ)

ও, বংশীবাদক! কই—বাঁশী দেখি একটি। কি বললেন? আপনাদের সঙ্গে প্রস্থান করতে? আচ্ছা—কেন আপনাদের এই প্রবাহমুখী অনুসরণ? আমাকে পাশবদ্ধ করাই কি আপনাদের অভিরুচী?

গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্‌ যদি আমার কর্তব্যবোধ অতিমাত্রায় স্পর্ধান্বিত হয় প্রভু, তবে আমায় ভালবাসাও ভব্যতার গণ্ডী অতিক্রম করে।

হ্যামলেট খুব ভাল বুঝলাম না। এই বাঁশীটি একটু বাজাবেন?

গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্‌ আমি তো বাজাতে জানি না প্রভু।

হ্যামলেট আমার প্রার্থনা—

গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্‌ বিশ্বাস করুন, আমি বাজাতে জানি না।

হ্যামলেট আমি সত্যই আপনাকে অনুনয় করছি—একান্ত অনুনয়।

গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্‌ কি ভাবে ধরতে হয় তাই জানি না প্রভু।

হ্যামলেট মিথ্যাকথনের মতই সহজ; অঙ্গুলী আর অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে রন্ধ্রগুলিকে শাসন করুন, ফুৎকারে বায়ু সঞ্চালিত করুন,

—এ থেকে নির্গত হবে সোচ্চার সঙ্গীত। এই দেখুন —এইসব রন্ধ্র।

গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্‌ কিন্তু স্বরসংযোগে এদের নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা তো আমার নেই; আমার সে চাতুর্য কই।

হ্যামলেট তবেই দেখুন, আমাকে আপনি কত তুচ্ছ মনে করেন, যোগ্যতায় কত হীন! আমাকে আপনি বাঁশীর মত বাজাবেন; মনে হয় আমার সমস্ত রন্ধ্র আপনার আয়ত্তে; আমার রহস্যের অন্তস্থল আপনি উদ্‌ভিন্ন ক'রে আনবেন্; নিম্নতম গ্রাম থেকে আমার স্বরারোহের উচ্চতম গ্রাম পর্যন্ত আপনি আমাকে ধ্বনিত করবেন, অথচ কী সুস্বর ক্ষুদ্র এই যন্ত্র, এতে কতই না সঙ্গীত, তবু আপনি একে ধ্বনিত করতে সমর্থ নন। পবিত্র শোণিতের দিব্য, আপনি কি মনে করেন বাঁশীর চেয়েও আমাকে বাজান সহজ? আপনার যেমন অভিরুচী, যে কোন বাদ্যযন্ত্র ব'লেই মনে করুন, অঙ্গুলি-সঞ্চালনে বিরক্ত হয়তো করতে পারেন, কিন্তু আমাকে ধ্বনিত করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়।

(পলোনিয়াসের পুনঃপ্রবেশ)

ঈশ্বরের আশীর্বাদ, ভদ্র!

পলোনিয়াস মহিষী এই মুহূর্তে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান প্রভু।

হ্যামলেট নিকটের ঐ মেঘ দেখতে পাচ্ছেন—প্রায় উষ্ট্রের আকার?

পলোনিয়াস হ্যাঁ—সম্মিলিত প্রার্থনার দিব্য—উষ্ট্রের মতোই তো বটে।

হ্যামলেট আমার তো মনে হয় নকুলের মত।

পলোনিয়াস হ্যাঁ—নকুলের পৃষ্ঠদেশের মত।

হ্যামলেট কিংবা তিমির মত?

পলোনিয়াস হ্যাঁ—তিমির সঙ্গে সাদৃশ্যে অত্যন্ত নিকট।

হ্যামলেট তবে মাতার সকাশে আমারও সত্বর আগমন। (জনান্তিকে) আমার প্রমত্ততার শেষ সীমা পর্যন্ত এরা আমাকে প্রশ্রয় দেয়।—বলুন, অনতিবিলম্বে আমার আগমন।

পলোনিয়াস সেই কথাই বলি প্রভু। (প্রস্থান: পলোনিয়াস)

হ্যামলেট অনতিবিলম্বে—না—দোষ নেই—সহজেই বলা যায়। এখন তবে বিদায় নিন, বন্ধুগণ। (হ্যামলেট ব্যতীত সকলের প্রস্থান) গীর্জার প্রাঙ্গনে জৃম্ভণ-জড়িমা, নরকের নিঃশ্বাসে সংক্রামক মারীর বিস্তার, রাত্রির এই এক মোহময় ক্ষণ। এই তো সময়, এখনই তো উষ্ণ রক্ত পান। তিক্ত যত কর্ম আছে দিবসের ভীতির কারণ, এখনই তো তার অনুষ্ঠান। কিন্তু ধীরে। এখন মাতার সমীপে। স্থির হও হৃদয় আমার, আপন স্বভাব বিস্মৃত হ'য়ো না; এই দৃঢ় বক্ষে নেরোর মানসের অনুপ্রবেশ যেন কখনো না হয়। নিষ্ঠুর আমি যেন অস্বাভাবিক না হই: বক্তব্যে আমার শাণিত ছুরিকা, কিন্তু ব্যবহারে নয়। আমার রসনা আমার চিত্তের প্রতি ছলনাময় হ'ক—আমার বাক্যে তিনি যতই ধিক্কৃত হ'ন, প্রয়োগের অনুমোদনে আমার অন্তর যেন সম্মত না হয়।

[প্রস্থান]

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

এল্‌সিনোর্। দুর্গপ্রাসাদ।

প্রবেশ : রাজা, রোজেন্‌ক্রান্‌জ্‌ ও গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্‌।

রাজা — আমার তাকে ভাল মনে হয় না, আর তার উন্মত্ততার প্রসারও আমাদের পক্ষে নিরাপদ নয়; সুতরাং আপনারা প্রস্তুত হ'ন; আপনাদের আদেশপত্র আমি এখনি সম্পন্ন করছি, আপনাদের সঙ্গে তারও ইংলণ্ডে গমন। মস্তিষ্কপ্রসূত তার এই উন্মত্ত-কল্পনার দণ্ডে দণ্ডে বিস্তার; আমাদের রাষ্ট্রের শাসন-ভিত্তির পক্ষে উন্মত্ততার এই বিস্তৃতি সহ্য করা হয়তো সম্ভবপর নয়।

গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্‌ — আমরা নিশ্চয় নিজেরা সতর্ক থাকব। মহিমান্বিত আপনি, ভরণে-পোষণে লক্ষ লক্ষ প্রজার আপনাতে নির্ভর। তাদের নিরাপত্তার জন্য আপনার এই পবিত্র আশংকায় নিশ্চয় ধর্মের সমর্থন?

রোজেন্‌ক্রান্‌জ্‌ — মানুষ মাত্রেই নিজস্ব ব্যক্তিজীবনে সমস্ত মানসিক শক্তি আর শস্ত্রের প্রয়োগে সর্বপ্রকার আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে বাধ্য প্রভু; কিন্তু সেই মানুষ, যাঁর শুভাশুভে অবশিষ্ট-বহুর একান্ত নির্ভর, তাঁর তো নিজেকে রক্ষা করার প্রয়োজন অনেক অধিক। রাজমৃত্যু তো একক নয়, ঘূর্ণির মত সন্নিবেশকেও আকর্ষণ করে। এ যেন উচ্চতম গিরিশীর্ষে প্রোথিত বিরাট এক চক্র, বিরাট এর প্রত্যেকটি নাভিদণ্ডে অসংখ্য আরো কত ক্ষুদ্র বস্তুর দৃঢ়সংলগ্নতা; আর

সংবদ্ধ প্রত্যেকটি সংযোজন, প্রতি তুচ্ছ-সূত্র—পতনে এর ধ্বংসের প্রচণ্ড আরাব। রাজশোক—একা তো আসে না কখনো, সঙ্গে আসে প্রজাদের আর্তির আভাস।

রাজা — প্রার্থনা আমার, দ্রুত এই নৌযাত্রায় আপনারা অস্ত্রে সজ্জিত হ'ন; মুক্ত পদক্ষেপ এই ভীতিকে আমরা দণ্ড-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করি।

রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্‌ — প্রস্তুতি দ্রুত হবে নিশ্চিত।

(প্রস্থান : রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্‌ ও গিলডেন্‌স্টার্ন্‌)

(পলোনিয়াসের প্রবেশ)

পলোনিয়াস — স্বামীন, উনি মাতার গর্ভকক্ষের দিকে অগ্রসর। যবনিকার অন্তরালে অবস্থান ক'রে আমি ওঁদের আলোচনার ধারা রক্ষা করি। আমি নিশ্চিত, প্রশ্নের পীড়নে উনি ওঁর মর্ম নিঃসারিত করবেন; আর আপনি যেমন বলেছিলেন, আপ্তবাক্যের মত আপনার সেই উক্তি—প্রকৃতি যেহেতু মাতৃজাতিকে পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট করেছেন, সেইহেতু, শুধুমাত্র মাতা নয়, মাতা ভিন্ন অন্য শ্রোতারও গুপ্তস্থানে লুক্কায়িত থেকে ওঁদের কথোপকথন শ্রবণ করা উচিত। শুভকামনায় বিদায় অধিস্বামীন্‌। আপনি শয্যায় যাবার পূর্বে, আপনাকে অভিবাদন জানিয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করব প্রভু।

রাজা — ধন্যবাদ, মাননীয় সুহৃদ। (পলোনিয়াসের প্রস্থান) ওহ্‌, পূতিগন্ধে স্বর্গদুষ্ট, আমার পাপেতে যেন কুৎসিত পচন; ভ্রাতৃহত্যা—এই পাপে প্রাচীন সেই আদি

অভিশাপ! তীক্ষ্ণ প্রবণতা, বাসনায় সমান প্রবল, তবুও অসমর্থ আমি প্রার্থনায়। আমার প্রবল পাপে উদ্দেশ্যের কঠিন দৃঢ়তা মানে পরাভব। দুই কর্ম, দুই দিক, ব্যক্তি কিন্তু এক, তারই মত বিমূঢ় আমি আরম্ভ-চিন্তায়, কর্ম কিন্তু অনিষ্ঠায় পণ্ড হ'য়ে যায়। ভ্রাতৃরক্তে স্থূলতর এই হস্ত—কিন্তু একে ধৌত ক'রে তুষারশুভ্র ক'রে দিতে পারে, আকাশে কি এমন বৃষ্টির এতই অভাব? করুণা যদি পাপের সম্মুখীন না হয়, তবে তার কিসের প্রয়োজন? পতনের পূর্বেই যেন প্রতিরুদ্ধ হই, অধঃপাতিত আমরা, আমাদের জন্য ক্ষমা যেন অর্জিত হয়, প্রার্থনার এই তো দ্বিবিধ ক্ষমতা? তবে আমিও দৈবানুগ্রহের আশা করব; আমার পাপও তো অতীত। কিন্তু হায়, আমার উদ্দেশ্যে প্রার্থনার কোন্ সে প্রকার? আমাকে ক্ষমা কর, ক্ষমা কর ঐ জঘন্য হত্যা! কিন্তু এ তো সম্ভব নয়; হত্যার সমস্ত বিষয় তো এখনও আমারই অধিকারে—মুকুট, মহিষী, আর দুরাকাঙ্খা যত। এই পৃথিবীর কলুষিত জীবন-প্রবাহে পাপের স্বর্ণোজ্জ্বল হস্তে ন্যায়ের তাড়না; প্রায়ই প্রত্যক্ষ করি, ন্যায়বিধি ক্রীত হয় নষ্ট ঐ দুষ্ট পুরস্কারে। কিন্তু ঊর্ধ সেই অন্যলোকে? ন্যায়ের তো সেখানে স্থানচ্যুতি নেই; কর্মের সেখানে আপন প্রকৃতি; সত্যসাক্ষ্যে বাধ্য আমরা সেখানে তো নিজ নিজ পাপের সম্মুখীন। কি আর কর্তব্য তবে? অবশিষ্ট কি আছে আর? চেষ্টা কর, অনুতাপে যদি কিছু হয়। কোন্

ক্ষেত্রে অক্ষমতা তার? কিন্তু যদি কারো সামর্থ্য না থাকে? তখন? অনুতাপ-পরিতাপের কিসের ক্ষমতা? ওহ্‌, হীন অতি ঘৃণিত মানস! হে বক্ষ কুটিল-কৃষ্ণ মৃত্যু-অনুরূপ! হে মোর পাশবদ্ধ আত্মা, যত কর পরিশ্রম মুক্তির নিমিত্ত, ততই আবদ্ধ পাশে! সাহায্য কর স্বর্গদূতগণ, উদ্ধার-প্রচেষ্টায় প্রচণ্ড হও; প্রার্থনায় আনত হও, হে মোর অনমনীয় জানুদ্বয়; আর হৃদয়, তোমার ইস্পাত-কঠিন তন্ত্রী নবজাত শিশুর মাংসপেশীর মত কোমল হ'ক। সকলি যেন শুভ হয়। (একপার্শ্বে সরিয়া আসিয়া জানু পাতিয়া প্রার্থনায় বসেন।

(হ্যামলেটের প্রবেশ।)

হ্যামলেট — এখনি তো নিতে পারি প্রতিশোধ, এই তো উপযুক্ত সময়, ঐ তো সে রয়েছে প্রার্থনায়; এখনি তো লব প্রতিশোধ, স্বর্গে যাবে আত্মা তার, প্রতিহিংসা চরিতার্থ হবে। কিন্তু এও তো বিচার্য; দুর্বৃত্ত আমার পিতাকে হত্যা করে, আর সেই হত্যার কারণে, আমি, তাঁর একমাত্র পুত্র, ঐ নারকী-দুর্বৃত্তকে স্বর্গে প্রেরণ করি। কই—এতো প্রতিহিংসা নয়, এর জন্য তো আমার পুরস্কৃত হওয়া উচিত, আমি তো অর্থের দাবী করতে পারি। অশ্লীল-অশিষ্ট হত্যায় সে আমার পিতাকে নিহত করেছে, অসনে বিলাসী তিনি, পূর্ণবিকশিত তাঁর সমস্ত পাপ তখন মধ্যবসন্তের পুষ্পের মতই রক্তিম; আর জীবনের শেষের-হিসাব? কি তার অবস্থা স্বর্গ শুধু জানে। কিন্তু এই পারিপার্শ্বিকে, চিন্তার সাধারণ-

ধারায় পাপ-পুণ্যের এই শেষ-হিসাবে তিনি তখন ঋণভারে জর্জরিত। কিন্তু আত্মশোধনে রত ঐ হত্যাকারী, আত্মা তার লোকান্তর যাত্রার জন্য প্রস্তুত; এখন যদি তার জীবন গ্রহণ করি, তবে কি আমার প্রতিহিংসা চরিতার্থ হবে? না। তরবারি, তুমি কোষবদ্ধ হও, আরো ভয়াবহ মুহূর্তের ধৃতির জন্য অপেক্ষায় থাক, যখন সে ক্রুদ্ধ কিংবা পানজনিত নিদ্রায় আচ্ছন্ন, অথবা শয্যায় যখন সে অগম্যাসম্ভোগী; দ্যূতক্রীড়ায় কিংবা শপথে ব্যস্ত কিংবা অন্য কোন কর্ম যাতে মুক্তির প্রতীতিমাত্রও নেই—সেই মুহূর্তে আঘাত কর, এমনই আঘাত, যেন ঊর্ধ্বপদদ্বয়-নিম্নমস্তক সে অধোরাজ্যে গমন করে, নরকের মত কৃষ্ণ তার আত্মা যেন নারকীয় অভিশাপে অভিশপ্ত হ'য়ে নরকেই অধঃপতিত হয়। মাতা আমার অপেক্ষায়। অস্থায়ী এই ক্ষান্তির ঔষধি দীর্ঘস্থায়ী করে তোর রোগাক্রান্ত কাল।

(প্রস্থান)

রাজা (উঠিয়া) কথা শুধু ঊর্ধে যায়, নিম্নে থাকে আমার অন্তর। এ প্রার্থনার তো কোনদিন ঈশ্বর-সান্নিধ্য নেই—অন্তঃসার শূন্য শুধু কথা, এ প্রার্থনা কথামাত্র সার। (প্রস্থান)

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

রানীর গর্ভকক্ষ। প্রবেশ—রানী ও পলোনিয়াস।

পলোনিয়াস — উনি এখনি আসবেন। প্রশ্নের মাধ্যমে অন্তরের অন্তস্থল অবগত হ'ন। বলুন, তাঁর প্রমত্ত-বিদ্রূপ সহ্যের সীমাকে বিস্তারে অতিক্রম করে, স্মরণ করিয়ে দিন, আপনার করুণা তাঁকে রাজকীয় উষ্মা থেকে অন্তরালে রেখেছে। এখানেও আমি নিঃশব্দে নিজেকে গোপন রাখব। আমার প্রার্থনা, তাঁর সঙ্গে স্পষ্ট হ'ন।

হ্যামলেট — (অন্তরালে) মা, মা-গো, মা,—

রানী — আমি আপনাকে নিশ্চিত করছি। আমার সম্পর্কে ভয় করবেন না। অপসৃত হ'ন, আমি ওর আগমন শুনতে পাচ্ছি।

(অলংকৃত যবনিকার অন্তরালে পলোনিয়াসের প্রস্থান)

(হ্যামলেটের প্রবেশ)

হ্যামলেট — বল মা, কি সংবাদ ?

রানী — হ্যামলেট তুই তোর পিতাকে বড় অসন্তুষ্ট করেছিস।

হ্যামলেট — কিন্তু মা, তুমিও আমার পিতাকে খুব অসন্তুষ্ট করেছ।

রানী — এস, কথায় এস, জিহ্বার অলস-চাপল্যে তোমার এই উত্তর।

হ্যামলেট — যাও, যাও, নষ্টবুদ্ধি জিহ্বায় তোমার ওই প্রশ্ন।

রানী — এ কি, এ কেমন কথা হ্যামলেট !

হ্যামলেট — কি হ'ল ? আমাকে ডেকেছ কেন ?

রানী — তুমি কি আমাকে বিস্মৃত হয়েছ ?

হ্যামলেট না, ক্রুশ বিদ্ধ ঈশার দিব্য, তোমায় তো ভুলি নি: রানী তুমি, তোমার স্বামীর ভ্রাতার পত্নী তুমি; আর— আহ্‌ যদি তুমি না হ'তে—হ্যাঁ, আর তুমি আমার মা।

রানী না, যদি তুমি এভাবে কথা কও, তবে যারা কথা কইতে পারে তাদের আমি নিযুক্ত করব।

হ্যামলেট অর্থহীন যত সব কথা, স্থির হ'য়ে বস, একেবারে স্থির। আমি তোমার সম্মুখে দর্পণ স্থাপিত করি, তুমি তোমার মর্মস্থল প্রতিবিম্বিত দেখ—না দেখে তো তোমার যাবার অনুমতি নেই।

রানী কি করতে চাস তুই? হত্যা করবি না তো? হো—কে কোথায় আছ—রক্ষা কর—রক্ষা কর!

পলোনিয়াস (অন্তরাল হইতে) কি! হো, কে কোথায় আছ, রক্ষা কর, রক্ষা কর।

হ্যামলেট (অসি কোষমুক্ত করিয়া) কি হ'ল! মূষিক? তবে তো মৃত, পণ ডুক্যাট্‌মাত্র, নিশ্চিত মৃত! (যবনিকার মধ্য দিয়া অসিচালনা করিয়া পলোনিয়াসকে হত্যা করেন।)

পলোনিয়াস (অন্তরালে) ওহ্‌, আমি নিহত হলাম!

রানী ওহ্‌, এ তুই কি করলি?

হ্যামলেট জানি না তো, কি করেছি: রাজা নাকি?

রানী ওহ্‌, কি কাণ্ডজ্ঞানহীন, কি রক্তাক্ত এই হত্যা!

হ্যামলেট কেন মা? রাজাকে হত্যা ক'রে তাঁর ভ্রাতাকে বিবাহ করার মতই কাণ্ডজ্ঞানহীন, প্রায় তেমনই রক্তাক্ত।

রানী রাজাকে হত্যা করা!

হ্যামলেট — হ্যাঁ ভদ্রে, আমার কথাই তো তাই—রাজাকে হত্যা করা। (যবনিকা সরাইয়া) হে হতভাগ্য হঠকারী, বিদায়,···বিদায়, অনধিকারী নির্বোধ! ভেবেছিলাম তুমি নও, উচ্চতর পদের অন্য এক অধিকারী। তোমার দুর্দৈব গ্রহণ কর; অনধিকার চর্চায় অতিরিক্ত এই তৎপরতাও যে বিপজ্জনক, সে প্রমাণ তো পেলে। শান্ত হও। বস। বন্ধ কর করসংঘর্ষণ; মর্ম যদি ভেদযোগ্য হয়, যদি না অভিশপ্ত পাপের অভ্যাস হিতাহিত জ্ঞানের বিপক্ষে তাকে দুর্গের মত দুর্ভেদ্য ক'রে তোলে, তবে এস মা, তোমার হৃদয় আমি মথিত করি।

রানী — কিন্তু কি এমন করেছি হ্যামলেট, যে আমার বিরুদ্ধে এই যথেচ্ছ রূঢ়ভাষণে তুই সাহস করিস?

হ্যামলেট — এমনই সে কাজ যে মুছে যাবে শ্লীলতার মহিমা, আর লজ্জার রক্তিম; ভান ব'লে মনে হবে সমস্ত সদ্‌গুণ; নিষ্পাপ প্রেমের সেই সুন্দর ললাটে গোলাপ শোভিত হবে না আর, পরিবর্তে সেথা শুধু দাহের স্ফোটক; বিবাহের প্রতিজ্ঞাও দ্যূতাসক্তের শপথের মত মিথ্যা হয়ে যায়। ওহ্‌, এমনই সে কাজ যে উদ্‌বাহের পবিত্র সূত্র মর্মচ্যুত হয়ে ধর্মের তাৎপর্য হারায়—থাকে শুধু শব্দের ঝঙ্কার। স্বর্গও রক্তিম মুখ, ভবের জটিল মিশ্রণ কঠিন এই ধরিত্রীর বেদনায় উত্তপ্ত আনন—যেন শেষ বিচারের দিনে ঘৃণ্য ঐ কর্মের জঘন্য চিন্তায় অসুস্থ অন্তিম প্রতীক্ষা।

রানী　　হায়, সে কাজ কী হ্যামলেট? ভূমিকায় কেন এই ঝঞ্ঝার গর্জন?

হ্যামলেট　　দেখ মা—এই দুই চিত্র, দুই ভ্রাতার প্রতিকৃতি। এই ললাট, মহিমার কি এক মহান আশ্রয়, কেশের কুঞ্চনে যেন প্রদীপ্ত ভাস্কর; দেবরাজ সদৃশ সম্মুখ, নয়নেতে রণদেব ভয়ের সঞ্চার ক'রে আদেশে তৎপর, ভঙ্গিমায় মরুৎতুল্য, যেন এইমাত্র অবতীর্ণ স্বর্গচুম্বি-সুমেরু-শিখরে—অঙ্গে অঙ্গে দেবচিহ্ন, সংযোগে অপূর্ব আর গঠনে বিস্ময়, ধরিত্রীকে দেয় যেন মানুষের নিশ্চিত আশ্বাস। ইনি তোমার স্বামী ছিলেন। আর এঁর পর এই; এই তোমার বর্তমান স্বামী, ত্বকদুষ্ট শস্যশীর্ষের মতই সমীপবর্তী সুস্বাস্থ্য-ঐ-ভ্রাতাকে এ ধ্বংস করেছে। তোমার কি দৃষ্টি আছে? সুন্দর এই গিরিশীর্ষের জীবন পরিত্যাগ ক'রে নিম্নের ঐ অনূপ-ভরণের স্থূল-পোষণে অভ্যস্ত হ'তে তুমি কি পারতে মা? হা! সত্যই কি তোমার দৃষ্টি আছে? একে তো তুমি প্রেম বলতে পার না; এই তোমার বয়স, রক্ত আজ স্তিমিত-যৌবন, মেনে চলে যুক্তির নির্দেশ; কিন্তু কোন্ সে যুক্তি যাতে এই অবরোহণ, এই থেকে ওই? প্রবৃত্তির গতি যখন আছে, তখন অনুভূতিও আছে নিশ্চয়; কিন্তু নিশ্চিত, অপস্মার রোগগ্রস্ত সেই অনুভূতি; তুমি তো উন্মাদ নও, কারণ তারও তো এ ভুল হয় না, তারও তো অনুভূতি প্রমত্ততার দাসত্বে এত আবদ্ধ নয়, এইমত পার্থক্যে নির্বাচন-ক্ষমতার কিছু সঞ্চয় তো তারও

থাকে। জীবনের এই নেত্রবন্ধ-ক্রীড়ায় কোন্ সে শয়তান তোমাকে প্রতারিত করেছে? অনুভবহীন দৃষ্টি কিংবা দৃষ্টিহীন অনুভব, স্পর্শ নেই দৃষ্টি নেই শুধুই শ্রবণ, অন্য কিছু ব্যতিরেকে ঘ্রাণমাত্রসার, কিংবা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের রোগজীর্ণ ক্ষুদ্র অংশ এক নির্বুদ্ধি করে না এত। হায় লজ্জা! কোথা তোর সলজ্জ রক্তিম? কামনার বিদ্রোহী নরক, বয়ঃস্থা নারীর মজ্জায় যদি তোর দ্রোহের বিস্তার, তবে তো দ্রবীত ধর্ম মধুখের মত উত্তপ্ত যৌবনের নিজস্ব শিখায়; যুক্তিতে যখন কামনার নির্দেশ, সক্রিয় দহনে যখন শীতের তুষার, তখন অপরিহার্য উত্তাপের তো অনিবার্য আদেশ, নেই সেথা লজ্জার ঘোষণা।

রানী আর বলিস না হ্যামলেট! আমার দৃষ্টি তুই মর্মে নিবদ্ধ করেছিস; সেখানে ঘনকৃষ্ণ কলঙ্ক-চিহ্ন, চিরস্থায়ী তার কলঙ্ক-রেখা।

হ্যামলেট না, যৌনাচারী শয্যার জঘন্য কুৎসিতে শুধু জীবন-যাপন, ব্যাভিচার-ঘৃণ্য শূকর-নিবাসে কলুষে সন্তপ্ত হয়ে মধুর আলাপে শুধু প্রেমের কূজন!

রানী ওহ্, আর কথা নয়! এইসব কথা তোর শ্রবণে প্রবেশ করে যেন শাণিত ছুরিকা; ওরে, আর নয়, সুপুত্র হ্যামলেট।

হ্যামলেট নারকী এক হত্যাকারী, ভূতপূর্ব অধিস্বামীর দশমাংশের বিংশতি ভাগও নয়—এমনই এক ক্রীতদাস, রাজবেশে রাজার বিদ্রূপ; সামান্য তস্কর এক, চুরি

করে সাম্রাজ্য-শাসন, চৌর্যেতে আয়ত্তে আনে অমূল্য কিরীট।

রানী আর নয়!

(প্রেতের প্রবেশ)

হ্যামলেট খণ্ড-ছিন্ন-জীর্ণ যত কিছু, এতো তারই রাজা—হে দিব্য প্রহরীগণ. আপনারা আমাকে রক্ষা করুন, পক্ষ-বিস্তারে আমার উপর উড্ডীন হ'ন, আমাকে আবৃত রাখুন! হে মহান আকৃতি, কি আপনার অভিলাষ?

রানী হায়—এ দেখি উন্মাদ!

হ্যামলেট সময়ের অপব্যয় অসার আবেগে, ভীষণ আপনার আদেশ—সে আদেশ পালনের গুরুমুহূর্ত অতিক্রান্ত হ'য়ে যায়; হে প্রেত, বলুন, পুত্রের এই বিলম্বে আপনি কি তাকে তিরস্কার করতে এসেছেন?

প্রেত বিস্মৃত হ'য়ো না; ধারাক্ষয়ে প্রায় স্থূল তোমার উদ্দেশ্যকে শাণিত ক'রে দিতেই আমার এই সাক্ষাৎ। কিন্তু ঐ দেখ্, দেখ্ তোর মাতার বিস্ময়। তাঁর বিক্ষুব্ধ আত্মার সম্মুখীন হ! নারীর কোমল দেহে বিবেকের কঠিন প্রকোপ। তাঁর সঙ্গে কথা বল্ হ্যামলেট।

হ্যামলেট কেমন আছেন ভদ্রে?

রানী হায় পুত্র, তুমি কেমন আছ? দৃষ্টি তোমার শূন্যেতে নিবদ্ধ, বিদেহী বায়ুর সঙ্গে তোমার কথাবার্তা? চক্ষুতে তোমার চকিত-চিন্তার প্রমত্ততা; তোমার বিন্যস্ত কেশ আপ্রান্ত দণ্ডায়মান, আসন্ন বিপদে যেন নিদ্রোত্থিত সেনানী, উপাঙ্গের যেন অসংলগ্ন অতিবৃদ্ধি। সুভদ্র

পুত্র আমার, তোর বিক্ষুব্ধ-চিত্তের এই উত্তপ্ত শিখা ধৈর্যের শীতলে সিঞ্চিত হ'ক। কার প্রতি এই আঁখিপাত ?

হ্যামলেট ওঁর প্রতি মা গো, ওঁর প্রতি। ঐ দেখ প্রদীপ্ত-নিবদ্ধ-দৃষ্টি, কতই না ম্লান তিনি। তাঁর আকৃতির সঙ্গে উদ্দেশ্যের সংযোগ, আবেদনে প্রস্তরকেও অনুভবে সক্ষম করে।—আমাকে দেখো না প্রেত; তোমার এই দৃষ্টির করুণ আবেদন যদি আমার কঠোরকে বিগলিত করে! তখন তো রক্ত নয়, সম্ভবতঃ শুধু অশ্রুপাত, তখন তো মিথ্যা হবে কার্যের কারণ।

রানী কার সঙ্গে কথা বল তুমি ?

হ্যামলেট কিছুই কি দেখ না ওখানে ?

রানী না, কিছুই তো নেই; আছে যা, সবই তো দেখি।

হ্যামলেট এইমাত্র কিছুই কি শোন নি তুমি ?

রানী না, আমাদের কথাবার্তা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

হ্যামলেট কেন, ওই ওদিকে দেখ। ক্রমশঃ কেমন অদৃশ্য হ'য়ে যাচ্ছেন। আমার পিতা, পরিধানে জীবদ্দশার সাধারণ পরিধেয়! ঐ দেখ, এখনো উনি যাচ্ছেন···ঐ···ঐ···ঐ দেখ দ্বারের বাহিরে।

রানী এ তোমার মস্তিষ্কের নিজস্ব সৃজন। উন্মত্ততা চতুর অতি দেহহীন বিভ্রম স্থাপনে।

হ্যামলেট উন্মত্ততা! তোমার মত আমারও ধমনীস্পন্দন নিয়মিত-কাল, তারও গতিতে স্বাস্থ্যের সঙ্গীত। উন্মত্ত কোন উক্তি তো আমি করি নি। আমাকে পরীক্ষা কর,

উন্মত্ততার যেখানে বিক্ষিপ্ত বিচরণ, সেই একই বিষয় একই শব্দে পুনগ্র্থিত করব। ঈশ্বরের করুণার আশা যদি থাকে, তবে মা গো,—মৌন তোমার এই অবৈধ-যাপন, কিন্তু মুখর আমার উন্মত্ততা—আত্মতৃপ্তির প্রলেপের এই মিথ্যা-তোষণে বিশ্বাস রেখ না; অদৃশ্যে সমস্ত অন্তরে সংক্রামিত হ'য়ে কুৎসিত ঐ কলুষ যখন গোপনে সর্বনাশ করে, তখন ঐ প্রলেপ ক্ষতস্থানকে ঝিল্লী-আবরণে আবৃত রাখে মাত্র। ঈশ্বরের কাছে নিজের পাপ ব্যক্ত কর, অতীতের জন্য অনুতপ্ত হও, ভবিষ্যৎকে পরিহার কর; অরণ্য-বিটপী যত—সারপ্রয়োগে তাদের যেন আরও কুৎসিত ক'রো না। ক্ষমা কর আমার এই ন্যায়বোধ; বিলাসী এই কাল ব্যসনেতে স্থূল, ন্যায়েরই তো এখন অন্যায়ের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করা উচিত। হ্যাঁ—হিতৈষণায় নতজানু হ'য়ে সে এখন কল্যাণ-সাধনের অনুমতি প্রার্থনা করুক।

রানী ওরে হ্যামলেট, আমার হৃদয় তুই দ্বিধায় বিভক্ত করেছিস।

হ্যামলেট দূরেতে নিক্ষেপ ক'রো মন্দ অংশ এর, বিশুদ্ধ অপর অংশে জীবন-যাপন। শুভরাত্রি—শয্যায় যাও, কিন্তু খুল্লতাতের শয্যা যেন না হয়। চরিত্রের শক্তি যদি নাও থাকে, তবে অন্তত 'আছে' ব'লে কল্পনা ক'রে নাও। নিয়ত আচরণের স্বভাবদানব কু-অভ্যাসের সমস্ত কদর্য-অনুভব নিঃশেষে জীর্ণ করে; তবুও সে দেবদূত অন্য একদিকে, সদাচার—নিয়ত-অভ্যাসে সহজে

মণ্ডিত হয় ধর্ম-আবরণে। আজ রাত্রে ক'রো পরিহার ; সেই হবে পরবর্তী নিবৃত্তির সহজ-নির্দেশ ; তারপর আরও সহজ ; অভ্যাসেতে স্বভাবের প্রায় রূপান্তর, আশ্চর্য সেই প্রতিরোধে অনৃত সংযত কিংবা নিক্ষিপ্ত দূরেতে। আবারো, শুভরাত্রি ; ঈশ্বরের আশীর্বাদের জন্য যখন আগ্রহী হবে, আমিও তখন মায়ের আশীর্বাদ তোমার কাছ থেকে ভিক্ষা ক'রে নেব। আর এই মহাশয় ? এর জন্য আমিও অনুতাপ করি ; আমি যেন অস্ত্র এক দৈবের প্রযুক্ত, দেব-অনুগ্রহে আমি যেন এর শাস্তি, এ যেন আমার। একে অপসৃত করি ; আমার প্রদত্ত এই মৃত্যু, আমার উত্তরে এর ঔচিত্য-নির্দেশ। আবারো শুভরাত্রি। করুণার বশেই যে আমাকে নিষ্ঠুর হ'তে হবে মাগো, মন্দের আরম্ভ এই, আরো মন্দ রয়েছে পশ্চাতে। আর একটি কথা সুভদ্রে।

রানী — বল কি করব ?

হ্যামলেট — আমার অভিরুচী মত কাজ যেন ক'রো না, কোন মতেই নয়। পানস্ফীত রাজা শয্যায় তোমাকে প্রলুব্ধ করুক ; গণ্ডদেশে লাম্পট্যের স্পর্শ তোমায় কামাতুর ক'রে তুলুক ; 'তুমি তার মূষিক'—সোহাগের এই নামে তোমায় অভিহিত করুক ; অপবিত্র-অশ্লীল-চুম্বন, কিংবা গ্রীবাদেশে তার অভিশপ্ত অঙ্গুলীর লঘু কাম-স্পর্শ তোমাকে যেন এই-সমস্তের প্রকাশে বাধ্য করে, তুমি যেন স্বীকার কর, মূলতঃ আমি উন্মাদ নই, এ উন্মত্ততা কল্পিত-প্রয়োগ। হ্যাঁ—ভালই হ'ত—যদি তুমি তাকে

অবহিত করতে; কারণ, বিচক্ষণা, স্থিরমতি, সুন্দরী মহিষী মাত্র এক—অন্য কিছু তো নয়! তবে? বাদুড়, ভেক, অথবা মার্জার হ'তে ঘনিষ্ঠ এই বিষয়বস্তু কেনই বা গোপন থাকবে? কে-ই বা গোপন রাখবে? না, যদিও বা কাণ্ডজ্ঞানে সংগোপনের অবশ্য-নির্দেশ, তবুও উন্মুক্ত ক'রো গৃহশীর্ষে তোমার পিঞ্জর, বিখ্যাত সেই বানরের মত; বন্দী বিহঙ্গেরা উড্ডীন হ'ক; উপসংহার নির্ণয়-কারণে নতদৃষ্টি কর তুমি পিঞ্জরে সঞ্চার, হও তুমি ভগ্ন-গলদেশ।

রানী — তুই নিশ্চিত থাক; নিঃশ্বাসেতে যদি হয় শব্দ-উচ্চারণ, প্রাণেতে সৃজিত হয় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, তবে সেই নিঃশ্বাসের জীবন-স্পন্দন যায় যদি রুদ্ধ হ'য়ে যাক, তবু তুই যা ব'লেছিস তা' কোনদিন প্রকাশ্যে আসবে না।

হ্যামলেট — আমি অবশ্যই ইংলণ্ডে প্রেরিত হচ্ছি; এ-কথা তুমি তো জান?

রানী — আমার দুর্ভাগ্য, আমি বিস্মৃত হয়েছিলাম; স্থির কিন্তু তাই।

হ্যামলেট — আদেশ-পত্র মুদ্রাঙ্কিতই আছে; আমার দুই সহপাঠি—বিষধর সর্পকে আমি যেমন বিশ্বাস করি, এদের প্রতি আমার ঠিক তেমনই বিশ্বাস—এরাই তো নির্দেশবাহক। অবশ্য-নির্দেশ-পথ যেন এরা সহজ করে, চক্রান্তের ঘৃণ্য-কেন্দ্রে এরা যেন আমাকে চালিত করে। চলুক সে চক্রান্ত; বিস্ফোরণে অধিকর্তা নিজেই বিদীর্ণ—নিরীক্ষণের এই এক সুন্দর কৌতুক। আমারও তো

বিস্ফোরক আছে, দুই হস্ত আরো নীচে তার অবস্থান :
কিন্তু বিস্ফোরণে চূর্ণ হ'য়ে ওরা যদি চন্দ্রমণ্ডলে ব্যাপ্ত
না হয়? তবে? তবে সে তো বড়ই অদ্ভুত। দুই
চক্রান্ত, একই পথে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ—অতীব সুন্দর।
আমার এই দ্রুত-স্থানান্তর, এর মূলে তো এই মহাশয় :
এই অবশেষ—পার্শ্ববর্তী কক্ষে একে অপসৃত করি।
শুভরাত্রি মাগো। বাস্তবিক, এই পারিষদ—এখন কত
স্থির, সংযমে চরম কত, কতই গম্ভীর, কিন্তু যতদিন
প্রাণ ছিল, ঘৃণ্য চক্রান্তকারী এক, নির্বুদ্ধিতে মুখর।
আসুন ভদ্র, আপনার একটি নিষ্পত্তি করি। শুভরাত্রি
মা গো।

(পৃথক পৃথক ভাবে প্রস্থান : পলোনিয়াসকে টানিয়া
লইয়া যাইতে যাইতে হ্যামলেটের প্রস্থান।)

॥ চতুর্থ অঙ্ক ॥

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

দুর্গপ্রাসাদ-অভ্যন্তরে একটি কক্ষ।

রাজা তাৎপর্যে গভীর এই দীর্ঘ নিঃশ্বাস বিষয়ের গুরুত্বই প্রকাশ করে। ভাষায় রূপান্তরিত কর: আমাদেরও তো হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। তোমার পুত্র কোথায়?

রানী যদি অল্পক্ষণের জন্য এই স্থানে আমাদের একটু একা রাখেন।

(প্রস্থান: রোজেনক্রাঞ্জ্ ও গিল্ডেনস্টার্ন্)

রানী আহ্, স্বামী, আজ রাত্রে কি না জানি দেখলাম!

রাজা কি দেখলে গার্ট্রুড্? হ্যামলেটের কেমন অবস্থা?

রানী দ্বন্দ্বের মুহূর্তে যেন সমুদ্র-পবন, শক্তির পরীক্ষা করে—কার শক্তি বেশী?—উন্মত্তের মত; তেমনই উন্মাদ হ্যামলেট। চিত্ত তার নিয়ম-শৃঙ্খলাহীন; কানে আসে—গর্ভকক্ষ যবনিকার অন্তরালে কার যেন গতিভঙ্গী, সঙ্গে সঙ্গে কোষমুক্ত তরবারি, সেই মুহূর্তে চিৎকার—মুষিক মুষিক নিশ্চয়! তারপর, অসুস্থ মস্তিষ্কের অলীক আশঙ্কায় বৃদ্ধ সেই ভদ্রকে সে নিহত করে।

রাজা ওহ্, ভারাক্রান্ত ঘটনা নিশ্চয়! আমাদের যদি সেখানে অবস্থান হ'ত, তবে আমাদেরও ঐ পরিণতি হ'ত। যথেচ্ছ তার এই গতিবিধি সকলেরই ভয়ের কারণ; সকলের—তোমার, আমার, প্রত্যেকের। হায়, রক্তাক্ত এই পাপকর্ম, কি এর উত্তর। দোষারোপ হবে

আমাদের প্রতি, আমাদের দূরদৃষ্টির প্রতি, উন্মাদ এই যুবককে প্রহরার সঙ্গহীন আয়ত্তে রাখাই উচিত ছিল : কিন্তু স্নেহের আমাদের এমনই প্রাবল্য যে যোগ্য ব্যবস্থার উপলব্ধিতে অসমর্থ আমরা ; ঠিক দূষিত রোগে আক্রান্ত হ'লে যেমন হয়—প্রাণশক্তিক্ষয়ে লালন করব, তবু যেন সাধারণ্যে প্রকাশ না হয়। সে এখন কোথায় ?

রানী হতব্যক্তির মৃতদেহ অপসারণে ব্যস্ত ; নিজহস্তে সে তাকে হত্যা করেছে, তবু এই হত্যায় তার উন্মত্ততা কিন্তু অশুদ্ধ খনিজের বিশুদ্ধ ধাতুর মতই উজ্জ্বল ; কৃতকর্মের জন্য সে ক্রন্দনে অধীর।

রাজা এস গার্ট্রুড্ ; সূর্য উদয়গিরি স্পর্শ করার পূর্বেই আমরা তাকে সমুদ্র-পথে এইস্থান হ'তে অপসৃত করব। আমাদের সমস্ত চাতুর্য নিয়ে জঘন্য এই কর্মের দায়িত্বের সম্মুখীন হব, আমাদের রাজকীয় মহিমায় তাকে আমরা মার্জনা করব ; হো গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্।

(পুনঃপ্রবেশ : রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্ ও গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্)

বন্ধুরা, তোমরা দু'জনেই যাও, আরো কিছু বান্ধবের সঙ্গে মিলিত হও ; উন্মত্ত অবস্থায় হ্যামলেট পলোনিয়াসকে হত্যা ক'রে, মাতার গর্ভকক্ষ থেকে তাকে অপসৃত করেছে ; তাকে অনুসন্ধান কর ; ভদ্রভাষণে কথা ব'লো, দেহ যেন ধর্মমন্দিরে আনীত হয়। অনুরোধ, একার্য যেন দ্রুত নিষ্পন্ন হয়।

(প্রস্থান : রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্ ও গিলডেন্‌স্টার্ন্)

এস গার্টড্ আমাদের সুহৃত্তমদের আহ্বান করি ;

আমাদের ঈপ্সিত-কর্ম—অতিক্রান্ত কাল তার—তবুও সে সম্পর্কে আমরা তাঁদের অবহিত করি। কামানের অগ্নিগোলক যেমন লক্ষবৃত্ত ভেদ করে, কলঙ্কের অস্ফুট-গুঞ্জন তেমনই প্রত্যক্ষ ধারায় ভূবৃত্তের ব্যাসপথে প্রতীপবিন্দুতে উপস্থিত হয়—অস্ফুট সেই গুঞ্জনে হয়তো বা আমাদের নামের অনুল্লেখ, হয়তো বা অভেদ্য এই বায়ুর পরিপার্শ্বকে আঘাতমাত্র ক'রেই সে আমাদের অতিক্রম করবে। এস যাই। মর্মস্থল বিশৃঙ্খল আমার, সেখানে শুধুই এখন ভীতির সঞ্চার।

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

দুর্গপ্রাসাদ-অভ্যন্তরে অপর এক কক্ষ। হ্যামলেটের প্রবেশ।

হ্যামলেট — অপসৃত নিরাপদ স্থানে।

রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্ ও গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্ — (অন্তরাল হইতে) হ্যামলেট! অধিস্বামী হ্যামলেট!

হ্যামলেট — কিসের কোলাহল? কারা ডাকে হ্যামলেটকে? ওহ্, এই তো এখানে।

(প্রবেশ : রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্ ও গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্)

রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্ — মৃতদেহটি কি করলেন প্রভু?

হ্যামলেট — মৃত্তিকার সঙ্গে তার আত্মীয় সম্পর্ক, সেই মৃত্তিকায় সুমিশ্রিত করেছি।

রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্ — বলুন, কোথায় রেখেছেন? ওটিকে স্থানান্তরিত করি, উপাসনা-মন্দিরে নিয়ে আসি।

হ্যামলেট — বিশ্বাস রেখ না।

রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্ — কিসের বিশ্বাস?

হ্যামলেট — যে আমি তোমাদের কথা গোপন রাখতে পারি, অথচ নিজের কথা নয়। তাছাড়া, শোষক করেছে প্রশ্ন! রাজপুত্রের কি উত্তর হওয়া উচিত?

রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্ — আপনি আমাকে শোষক বলেন প্রভু?

হ্যামলেট — হ্যা ভদ্র, রাজ-অনুগ্রহ, রাজপুরস্কার, শাসন-কর্তৃত্বভার, সমস্ত শোষন করে এমনই শোষক। কিন্তু এইসব পদাধিকারী, পরিণামে এঁদের রাজসেবাই সর্বশ্রেষ্ঠ ব'লে

প্রমাণিত হয়। বানর যেমন সুপক্ক আপেল প্রথমেই গ্রহণ ক'রে মুখের এককোণে সঞ্চয় ক'রে রাখে, এরাও তেমনি রাজার সেই সংবাদ-সঞ্চয়, ভুক্ত হয় সবশেষে; যখনি তোমার সঞ্চয়ে তার প্রয়োজন—তখনই শোষক তুমি—তোমার উপর শুধুমাত্র চাপের প্রয়োগ, শুষ্ক তুমি পুনর্বার।

রোজেনক্রাণ্ড্‌ আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না প্রভু।

হ্যামলেট আমি কিন্তু আনন্দিত তাতে; চতুর বক্তব্য, নির্বোধের শ্রুতি তার নিদ্রার আশ্রয়।

রোজেনক্রাণ্ড্‌ প্রভু, আপনি আমাদের বলুন দেহটি কোথায়? আপনি আমাদের সঙ্গে রাজার কাছে চলুন।

হ্যামলেট দেহ তো রাজারই নিকটে, রাজা কিন্তু দেহের নিকটে নেই। রাজা তো বস্তুমাত্র—

গিল্‌ডেনস্টার্ন্‌ বস্তুমাত্র প্রভু!

হ্যামলেট হ্যাঁ—শূন্যেতে গঠিত বস্তু, শূন্যমাত্র সার। নিয়ে চল তার কাছে। শীকার তো রয়েছে গোপনে, সকলে তাকে অনুসরণ করুক।

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

এল্‌সিনোর। দুর্গপ্রাসাদ। অনুচরবর্গসহ রাজার প্রবেশ।

রাজা — আমি তার অনুসন্ধানে অনুচর প্রেরণ করেছি, বলেছি, দেহটিকে যেন পাওয়া যায়। এ-ব্যক্তি যদি মুক্ত থাকে তাতে যে দারুণ বিপদ। তবু যেন রাষ্ট্রের কঠোর বিধান তার উপর প্রযুক্ত না হয়; মূঢ় জনতার প্রিয় সে, তাদের তো দৃষ্টির মনোনয়ন, অনুমোদন তো সেখানে বিচার সাপেক্ষ নয়; সেখানে বিচার্য শুধু অপরাধীর দণ্ডের গুরুত্ব, অপরাধ তো নয়। লোকচক্ষুতে ঘটনাপ্রবাহের অবাধ সমতা যেন উপস্থিত থাকে, অকস্মাৎ এই বিদেশ-প্রেরণে থাকে যেন যুক্তির বিরতি। হয় যদি, তবে দুরোরোগ্য ব্যাধি দুর্ঘট অস্ত্রের দ্বারাই অপসৃত হয়, নতুবা নয়।

(রোজেনক্রাঞ্জের প্রবেশ)

কি হ'ল? কি সংবাদ?

রোজেনক্রাঞ্জ্ — মৃতদেহের সংগোপনস্থান আমরা তাঁর কাছ থেকে জানতে পারি নি প্রভু।

রাজা — কিন্তু সে কোথায়?

রোজেনক্রাঞ্জ্ — বাহিরে প্রভু; আপনার আদেশ-অপেক্ষায় প্রহরাধীন।

রাজা — আমাদের সামনে নিয়ে এস।

রোজেনক্রাঞ্জ্ — হো গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্, অধিস্বামীকে নিয়ে এস।

(প্রবেশ : হ্যামলেট ও গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্)

রাজা — তারপর হ্যামলেট—পলোনিয়াস কোথায়?

হ্যামলেট নৈশভোজে।

রাজা নৈশভোজে? কোথায়?

হ্যামলেট কোথায়? আহারের স্থানে তো নয়, ভোজ্যবস্তুর সঙ্গে তাঁর অবস্থান। ঐ রাজনীতিজ্ঞের মৃতদেহে এখন রাজনৈতিক শবকীটের এক সম্মেলন, সেখানে এখন তারা সমানে সমান। আপনার এই দেহসভার অধিবেশনে শবকীটই তো একমাত্র সম্রাট; সমস্ত প্রাণীকে আমরা লালন করি, তারা যেন আমাদের বর্ধিত করে, আর আমরা লালিত হই, উদ্দেশ্য—শবকীটেরা যেন বর্ধিত হয়। স্থূলকায় রাজা আর বিশীর্ণ ভিক্ষুক, খাদ্যেরই তো বিভিন্ন প্রকার—দ্বিবিধ আহার্যমাত্র, এক কিন্তু আহারের স্থান। এই পরিণাম।

রাজা হায়, হায়!

হ্যামলেট মৎস্যের পরিবর্তে শবকীট, রাজদেহ উপজীব্য যার, আবার হয়তো বা মৎস্যই আহার্য, শবকীট উপজীব্য তার।

রাজা কি বলতে চাও তুমি?

হ্যামলেট কিছু নয়; শুধুই দেখাতে চাই, রাজকীয় যাত্রাপথ ভিক্ষুকের দেহ-অবশেষ।

রাজা পলোনিয়াস কোথায়?

হ্যামলেট স্বর্গে; অনুসন্ধানে পাঠান; যদি আপনার দূত সেখানে তাকে না পায়, তবে অন্যস্থানটিতে নিজে অনুসন্ধান করুন। কিন্তু যদি এই মাসের মধ্যে না পান, তবে সোপানবাহিত হয়ে প্রতীক্ষাকক্ষে যাবার পথে তার গন্ধ আপনার নাসিকায় আসবে।

রাজা (অনুচরদিগের প্রতি) যাও—ঐস্থানে অনুসন্ধান কর !

হ্যামলেট আপনাদের শুভাগমন পর্যন্ত ঐস্থানেই তার অবস্থিতি।

রাজা হ্যামলেট, তোমার সবিশেষ নিরাপত্তার জন্য আমার একান্ত দুশ্চিন্তা, তোমার এই কৃতকর্মের জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত—অগ্নির মত দুর্বার গতিতে এ তোমাকে এই স্থান ত্যাগে বাধ্য করছে। নিজেকে প্রস্তুত করো, প্রস্তুত অর্ণবযান, সহায়ক বায়ু, অনুষঙ্গ শুভ সব ইংলণ্ড-যাত্রার !

হ্যামলেট ইংলণ্ড-যাত্রার।

রাজা হ্যাঁ হ্যামলেট।

হ্যামলেট ভাল।

রাজা আমাদের শুভকামনা যদি অবগত থাক তবে তো ভালই।

হ্যামলেট আমি দেখি স্বর্গীয়-রক্ষক এক, সে কিন্তু আপনাদের সমস্ত শুভকামনা প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু থাক, চলি, ইংলণ্ডে যাই। বিদায় মাগো !

রাজা তোর স্নেহময় পিতা হ্যামলেট।

হ্যামলেট শুধু মোর মাতা ; পিতা আর মাতা, স্বামী আর স্ত্রী ; স্বামী আর স্ত্রী, এক যেন রক্ত-মাংসে ; তবে মাগো ! চলি ইংলণ্ড ! (প্রস্থান)

রাজা প্রতিপদে তাকে অনুসরণ কর ; দ্রুত বিদেশ-যাত্রায় তাকে প্রলুব্ধ কর ; যেন বিলম্ব না হয় ; এইস্থান হ'তে আজ রাত্রেই তার অপসরণ চাই। দূরে। সম্পর্কীত

সমস্ত ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ। তোমাদের প্রতি অনুরোধ, ত্বরান্বিত হও। (রাজা ভিন্ন সকলের প্রস্থান)
আর ইংলণ্ড, আমার প্রেমের কোন মূল্য যদি তোর কাছে থাকে, আমার প্রবল-প্রতাপ যদি তোকে সামান্যমাত্রও সচেতন করে,—ডেনীয়-তরবারি-সৃষ্ট রক্তলোহিত ক্ষত তোর এখনও অশুষ্ক, তোর ভীতির মুক্তকণ্ঠ স্বীকৃতি এখনও আমাদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করে,—আমাদের এই রাজকীয় নির্দেশ তুই হয়তো তুচ্ছ না করলেও করতে পারিস: এ নির্দেশের পূর্ণ তাৎপর্য—অবিলম্বে যেন হ্যামলেটের মৃত্যু হয়, পত্রে সম্মতিও আছে। এ কার্য নিষ্পন্ন কর ইংলণ্ড; আমার শোনিতে সে যেন জ্বরের বিকার, তুই আমাকে রোগমুক্ত কর। যতক্ষণ না নিষ্পন্ন জানি, ততক্ষণ কিবা সুখ, কিবা আনন্দ, কিছুরই তো নেই সূত্রপাত।

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

ডেন্‌মার্কের এক সমতল প্রান্তর। প্রবেশ : সৈন্য সহ ফোর্টিনব্রাস।

ফোর্টিনব্রাস — যাও নায়ক, ডেনরাজকে আমার অভিনন্দন জানাও। বল তাঁকে, প্রদত্ত অনুমতি অনুসারে ফোর্টিনব্রাস তাঁর রাজ্যের ভিতর দিয়ে প্রতিশ্রুত সৈন্যচালনা দাবী করে। তুমি তো সাক্ষাতের স্থান জান। আমাদের সম্পর্কে ডেনরাজের যদি কোন অভিলাষ থাকে, তবে তাঁকে অবহিত ক'রো, আমরা তাঁর সমক্ষে কর্তব্যের শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করব।

নায়ক — আদেশ পালন করব স্বামীন।

ফোর্টিনব্রাস — সুমিত পদক্ষেপে অগ্রসর হও। (নায়ক ভিন্ন আর সকলের প্রস্থান)

(প্রবেশ : হ্যামলেট, রোজেন্‌ক্রাঞ্জ, গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্‌ ও অন্যান্য।)

হ্যামলেট — হ্যাঁ ভদ্র—কার সৈন্য এরা ?

নায়ক — নরওয়েব ভদ্র।

হ্যামলেট — আমার অনুরোধ—কি উদ্দেশ্যে অগ্রসর ? অবশ্য যদি বলেন ?

নায়ক — পোলাণ্ডের কিছু অংশের বিরুদ্ধে।

হ্যামলেট — এদের অধিনায়ক কে ভদ্র ?

নায়ক — বৃদ্ধ নরওয়ে-রাজের ভ্রাতুষ্পুত্র, ফোর্টিনব্রাস।

হ্যামলেট — সমগ্র পোল্যাণ্ড কি লক্ষ ভদ্র, না কোন সীমান্তের বিরুদ্ধে ?

নায়ক — বাহুল্য বর্জন ক'রে সত্য যদি বলি—অগ্রসর আমরা খণ্ডমাত্র ভূমি-অধিকারে, উপসত্ব-বিহীন, ভূমি তার নাম,

কিন্তু নাম মাত্র সার। যদি মাত্র পঞ্চমুদ্রাও দিতে হয়, ও ভূমি আমি কর্ষণ করি না। আর যদি মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রীত হয়? তবে কি নরওয়ে, কি পোল্যাণ্ড, এ-ভূমিতে এর বেশী মূল্য কেউই তো পাবে না।

হ্যামলেট তবে? পোলকেরা তো আক্রমণ প্রতিরোধই করবে না।

নায়ক কে বলে? ইতিমধ্যেই প্রতিরক্ষার আয়োজন সম্পূর্ণ।

হ্যামলেট দুই সহস্র ব্যক্তি নাশ, আর বিশ সহস্র মুদ্রার অপচয়, তবে তো তর্কের শেষ ওই তৃণের সম্পর্কে। স্ফোটকের সৃষ্টি হয় দীর্ঘস্থায়ী শান্তির প্রচুর সম্পদে; দাহ তার—বাহিরে প্রকাশ নেই মানুষের মৃত্যুর কারণ, ভিতরেতে আছে কিন্তু স্ফুরিত বিকাশ। আমার বিনীত ধন্যবাদ ভদ্র।

নায়ক ঈশ্বর আপনার সহায় হ'ন ভদ্র। (প্রস্থান)

রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্‌ অনুগ্রহ ক'রে আসবেন কি প্রভু?

হ্যামলেট আপনারা অগ্রসর হ'ন, আমি এখনি আসছি।

(হ্যামলেট ভিন্ন আর সকলের প্রস্থান।)

কেমন বিপক্ষে যায় সমস্ত ঘটনা, অলস প্রতিহিংসাকে কেমন উত্তেজিত করে! সে মানুষই বা কি—সময়ের মূল্যে ক্রীত শুধুমাত্র আহার-নিদ্রায় যদি পরম কল্যাণ! পশুমাত্র এক, আর কিছু নয়! যুক্তির এমন প্রসার, অতীতের এমন বিচার ক্ষমতা, ভবিষ্যতের এমন অনুমান! আমাদের স্রষ্টা নিশ্চয় অব্যবহারে নষ্ট করার জন্য ঈশ্বর-সদৃশ ঐ যুক্তি, আর ঐশ্বরিক ঐ সব ক্ষমতা আমাদের প্রদান করেন নি। হয়ত বা এ-এক পাশবিক বিস্মরণ,

কিংবা পুঙ্খানুপুঙ্খ চিন্তার অপৌরুষেয় ভীতি! আর চিন্তা? তিন অংশে কাপুরুষ, এক অংশে শুধুমাত্র বুদ্ধির অস্তিত্ব।—এখনো তো বলছি—এই কাজ অবশিষ্ট আছে,—জানি না তো, কেন আমি জীবিত এখনো! অথচ কারণ আছে, উপায় আছে, শক্তিতেও সমর্থ আমি; শিক্ষা পাবার মত প্রমাণ তো ছিল, সে প্রমাণ তো পৃথিবীর অস্তিত্বের মতই স্পষ্ট। এই সৈন্যদল, ভরণে দুর্মূল্য আর সংখ্যায় বিপুল; সৈন্যাপত্যে যুবরাজ এক, সুখেতে লালিত আর বয়সে কনিষ্ঠ, তবু দেখ চিত্তে তার স্বর্গীয় আকাঙ্ক্ষা, ভঙ্গীতে বিদ্রূপ করে অদৃশ্য সেই আগামীর প্রতি; অনিশ্চিত এ-জীবন মৃত্যুর অধীন, তবু সামান্যের জন্য সে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়, বিপদকে আলিঙ্গন করে, সর্বনাশে তার ভয় নেই। দ্বন্দ্বের কারণ যেখানে শ্রেয় নয়, সেখানে বিক্ষুব্ধ না হওয়াই তো মহত্তের লক্ষণ, আর সম্মানে যেখানে হানির আশঙ্কা, দ্বন্দ্বই মহত্ত সেথা তুচ্ছের কারণে! নিহত পিতা, কলঙ্কিতা জননী, উত্তেজিত যুক্তি আর রক্তের আবেগ—নিদ্রায় শায়িত রাখি, কি আমার অবস্থা এখন! ধিক আমাকে! বিংশতি সহস্রের আসন্ন মৃত্যু আজ দৃষ্টির সমক্ষে, আদর্শের ভ্রম কিংবা যশ ক্রীড়নক, এর জন্য যায় তারা সমাধি শয্যায়; সংগ্রাম একখণ্ড ভূমির উদ্দেশ্যে; সামান্য সেই ভূমি সেনানী ধারণে সমর্থ নয়, শবাচ্ছাদনের জন্য যথেষ্টও নয়। ওহ্, আজ হ'তে,—হয় যদি মূল্যহীন হ'ক,—আর নয়, রক্তের আকাঙ্ক্ষা থাক আমার চিন্তায়।

॥ পঞ্চম দৃশ্য ॥

এলসিনোর। দুর্গপ্রাসাদ। প্রবেশ রানী, হোরেশিও, এবং জনৈক অভিজাত ভদ্রলোক।

রানী — না, আমি কথা বলছি না।

ভদ্রলোক — সে কিন্তু বড়ই ব্যাকুল, বাস্তবিক কেমন যেন উন্মাদের প্রায় ; মনের যা অবস্থা, তাতে করুণাই হয়।

রানী — কি বলতে চায় সে ?

ভদ্রলোক — কথা তো তার পিতার সম্পর্কেই বেশী ; এই পৃথিবীতে নাকি বিচিত্র সব কুটিল-কৌশল ; আবার মাঝে মাঝে থেমে যায় কথা, বক্ষে করে করাঘাত, তৃণখণ্ড জর্জরিত ক্রুদ্ধ পদাঘাতে। কথাবস্তু সাংশয়িক, শুধুমাত্র অর্ধস্ফুট অর্থের আভাস ; কিংবা অর্থহীন সম্পূর্ণই, অগঠিত বক্তব্য মাত্র, তবুও তা শ্রোতাকে অর্থবোধে নির্দেশিত করে। সেই নির্দেশ তারা অনুধাবন করে, আপন ধারণামত চিন্তায় গ্রথিত করে বিশৃঙ্খল সেই শব্দের সমষ্টি। অঙ্গভঙ্গীতে, মস্তক-সঞ্চালনে, আবার কখনো বা আঁখিপাতে বাক্যের প্রকাশ ; মনেতে সংশয় জাগে, ঘৃণ্য কিছু ঘটেছে পশ্চাতে।

হোরেশিও — কথা বললে কিন্তু ভালই হ'ত। অনিচ্ছা সত্বেও, এ হেন আচার তার অশিষ্ট মানসে আনে বিদ্বিষ্ট-গঠন।

রানী — তবে আসুক সে। (ভদ্রলোকের প্রস্থান)
(জনান্তিকে) পাপের যেমন স্বভাব !—আমার অসুস্থ মানসে সামান্য যা-কিছু যেন বিরাট ধ্বংসের এক অশুভ

পূর্বরঙ্গ; অনায়ত্ত এমনই সংশয়—যে প্রকাশ্যে আমার ভীতি যেন অপরাধকেই প্রকাশ ক'রে দেয়।

(ওফেলিয়ার প্রবেশ, কেমন যেন উন্মাদ অবস্থা)

ওফেলিয়া কোথায়? ডেন্‌মার্কের রমণীয়া সেই মহিষী-মহিমা?

রানী তুমি এখানে ওফেলিয়া? কি সংবাদ?

ওফেলিয়া (গান) অন্য লোকে মিথ্যা বাসে,
তুমি আমায় সত্যি ভালবাস,
সে কথা জানি কেমনে?
পায়ে চটি, হাতে ছড়ি,
মাথায় তোমার টোকা,
তাই দিয়ে প্রেম যায় যে দেখা,
আর তো চিনি নে।

রানী হায় সুভদ্রে, কি অর্থ এই গানের?

ওফেলিয়া কি বলছেন আপনি? না, অনুগ্রহ ক'রে শুনুন। সে তো নেই, তার তো মৃত্যু হয়েছে—
(গান) পায়ের তলায় কঠিন পাথর
মাথায় সবুজ ঘাস,
ফিরে আশার নেইকো কোন আশ।
ও, হো!

রানী না, কিন্তু ওফেলিয়া—

ওফেলিয়া অনুগ্রহ ক'রে শুনুন।
(গান) তুষার-সাদা শেষ পোশাকে—

(রাজার প্রবেশ)

রানী হায় হায়, এদিকে দেখুন প্রভু।

ওফেলিয়া (গান) শেষ যাত্রার পথে, তুষার-সাদা শেষ পোশাকে,
মিষ্টি ফুলের সাজে।
ভাসছে সবাই চোখের জলে,
অন্তিম শয়নে বিরাজে।

রাজা কেমন আছ বালিকা?

ওফেলিয়া ঈশ্বর আপনাকে পুরস্কৃত করুন। লোকে কি বলে জানেন প্রভু? পেচক নাকি পূপকার কন্যা। আমরা কি, তা কিন্তু আমরা জানি প্রভু; কি আমরা হব, তা কিন্তু জানি না। আপনার আহারের স্থানে ঈশ্বর যেন উপস্থিত থাকেন।

রাজা পিতার কথাই চিন্তা করছে।

ওফেলিয়া আমার প্রার্থনা, এ-সম্পর্কে আর নয়। যদি কেউ আপনাকে এর অর্থ জিজ্ঞাসা করে তবে বলবেন—

(গান) কাল তো প্রেমেরই প্রথম,
তোমার জানালা পথে, কোন সে সকালে,
আমার কুমারী মন,
প্রেমিকার প্রতীক্ষায় রব প্রিয়তম। তারপর?

(গান) অঙ্গে দেয় পরিচ্ছদ,
শয্যা ত্যাগ ক'রে,
কুমারীকে ঘরে নেয় কক্ষদ্বার খুলে;
প্রবেশে কুমারী বটে,
কভু সে কুমারী নয় বহিরায় যে।

বালিকা ওফেলিয়া!

ওফেলিয়া সত্যি শুনুন, শপথ না ক'রেই শেষ করছি।

(গান) দিব্য নিয়ে বলতে পারি
দুর্দৈব আর লজ্জা।
যদি মনেতে আসে যুবকেরা লজ্জা নাশে
দোষ তো তাদেরই বটে, মোরগের দিব্য।

সে জিজ্ঞাসা করলে—

(গান) বিপথে নেওয়ার আগে তুমি কিন্তু বলেছিলে,
বিবাহেতে ক'রে নেব ভব্য।

উত্তরে সে বলে ;

(গান) সূর্যের শপথে বলি যদি তাই ভাবা যায়
আসতে না কো তুমি তো আর আমার শয্যায়।

রাজা কতক্ষণ এ রকম হয়েছে ?

ওফেলিয়া আশা করছি, সব ঠিক হ'য়ে যাবে। আমাদের ধৈর্য ধরাই উচিত। কিন্তু তারা যে শীতল ভূমিতে তাঁকে শায়িত করবে! এ কথা মনে হ'লে কাঁদা ছাড়া অন্য কোন পথ তো আমার নেই। ভাইকে আমার জানাতেই হবে। আপনাদের সুপরামর্শের জন্য ধন্যবাদ। শকট প্রস্তুত কর চালক! শুভরাত্রি ভদ্রে, শুভরাত্রি, শুভরাত্রি, শুভরাত্রি। (প্রস্থান)

রাজা নিকটে থেকে ওকে অনুসরণ কর ; আমার অনুরোধ, ভালমতে লক্ষ রেখ।

(হোরেশিওর ও ভদ্রলোকের প্রস্থান।)

রাজা ওহ্, এই তো সেই হলাহল গভীর শোকের। তার পিতার মৃত্যুই তো এর উৎস। আর এখন দেখ—
ও গার্টুড্, গার্টুড্, দুঃখ যখন আসে, একা

তো আসে না কথনো; আসে কিন্তু দলবদ্ধ হয়ে। প্রথমে ঐ বালিকার পিতার মৃত্যু; তারপর তোমার পুত্র গেল দূরে, নিজেরই হিংস্র-সৃষ্টি এই তার ন্যায়-নির্বাসন; প্রজাদের বিরক্তির ক্লেদ, সুভদ্র পলোনিয়াসের মৃত্যুতে তাদের চিন্তা, তাদের অস্ফুট কথন কুশ্রীতায় স্থূল। অনভিজ্ঞের দ্রুতিতে আমরা তাঁকে সমাধিস্থ করেছি; হতভাগিনী ওফেলিয়া, বিচ্ছিন্ন সে আত্মবোধ হ'তে, নেই তার বিচার ক্ষমতা, অনস্তিত্বে যার আমরা শুধু চিত্রমাত্র, পশুমাত্র সার; আর সবশেষ, গুরুত্বে যা এ-সমস্তের সমষ্টি-সমান, ভ্রাতা তার গোপনেতে ফ্রান্স্‌-প্রত্যাগত; বিস্মিত সে আপন বিস্ময়ে নিজেকে সে রেখেছে গোপনে; তার কিন্তু ইচ্ছা নয়, পিতার মৃত্যু সম্পর্কিত নারকী কোন সংশয় অস্ফুট-ভাষণে তার শ্রুতিকে সংক্রামিত করে; তথ্যের যেহেতু অভাব, এই সব অস্ফুট ভাষণ নিজস্ব প্রয়োজনেই আমাদের প্রতি দোষারোপে অপরের কর্ণকে দূষিত করবে। প্রিয়তমা গার্ট্রুড্‌ আমার, এ যেন বহুক্ষেপী মৃত্যুযন্ত্র, মৃত্যুর অধিক মৃত্যু, বহুবার মৃত আমি বহু ক্ষতস্থানে। (ভিতরে কোলাহল)

রানী — আবারো দুর্দৈব। এ কিসের কোলাহল?

রাজা — প্রহরী! (এক ভদ্রজনের প্রবেশ) আমার সুইস্‌ প্রহরীরা কোথায়? দ্বার রক্ষা করুক। কি সংবাদ?

ভদ্রলোক — নিজেকে রক্ষা করুন প্রভু। সমুদ্র যখন সীমা অতিক্রম করে সমতল তখন দ্রুত বিধ্বস্ত হয়—নিষ্ঠুর সেই দ্রুতি;

কিন্তু সশস্ত্র দাঙ্গাবাজ, পুরোভাগে যুবা লেয়ার্টেস্, রাজরক্ষী আরও দ্রুত বিধ্বস্ত প্রভু। পৃথিবীর সবে যেন শুরু, বিস্মৃত অতীত আর প্রথার বন্ধন ; অশিষ্ট-সাধারণ সেই, তারা যদি করে সমর্থন, তবে হবে শাসন-নির্দেশ! সেই তারা, সরবে চিৎকার করে—এ আমাদের নির্বাচন, লেয়ার্টেস্ রাজা হবে। কখনো বা টুপী তোলে, কখনো বা দেয় করতালি, মেঘেতে ঘোষিত হয় সরব চিৎকার,—রাজা হবে লেয়ার্টেস্, রাজা লেয়ার্টেস্।

রানী — মিথ্যাপথে মিথ্যার সন্ধান, তবু কত আনন্দে চিৎকার! ডেনীয় কুক্কুর নয় কুকুরের ভান, মিথ্যার সন্ধানে দেখ যায় বিপরীতে।

রাজা — ঐ, দ্বার ভগ্ন হয়।

(প্রবেশ : লেয়ার্টেস্ ও সশস্ত্র অন্যান্য)

লেয়ার্টেস্ — কোথায় এই রাজা? ভদ্রগণ আপনারা বাহিরে অপেক্ষা করুন।

অন্যান্য সকলে — না, আমাদের ভিতরে আসতে দিন।

লেয়ার্টেস্ — আমার অনুরোধ, আমাকে একা প্রবেশের অনুমতি দিন।

সকলে — বেশ দিলাম। (প্রস্থান)

লেয়ার্টেস্ — ধন্যবাদ। দ্বার রক্ষা করুন। ওরে রাজা জঘন্য নরক, ফিরে দে পিতাকে আমার।

রানী — শান্ত হও, সুভদ্র লেয়ার্টেস্।

লেয়ার্টেস্ — আমার শান্ত রক্তবিন্দু যেন আমাকে জারজ ব'লে

ঘোষণা করে ; পিতা যেন ভ্রষ্টার স্বামী ব'লে অভিহিত হন, মাতার সতীত্ব-শুভ্র ললাট যেন 'বেশ্যা' এই শব্দে চিহ্নিত হয়।

রাজা তোর এই বিদ্রোহ, দানবের মত এর বিপুল আকার—কি এর কারণ লেয়ার্টেস্‌? ওকে অগ্রসর হ'তে দাও গার্ট্রুড্‌; দৈহিক ক্ষতির আশঙ্কা ক'রো না; রাজাকে বেষ্টন করে দেবত্বের গুল্মের বেষ্টনী; আকাঙ্খিত রাজপদ; রাজদ্রোহ সেথা শুধু দৃষ্টিপাত করে, অল্পই চরিতার্থ হয় উদ্দেশ্য তাহার। বল্‌ লেয়ার্টেস্‌ কেন তুই ক্রুদ্ধ এত? ওকে অগ্রসর হতে দাও গার্ট্রুড্‌। বল্‌ যুবক।

লেয়ার্টেস্‌ আমার পিতা কোথায়?

রাজা মৃত।

রানী কিন্তু এঁর দ্বারা নিহত নয়।

রাজা সে তার প্রশ্নের সমস্ত দাবী নিবেদন করুক।

লেয়ার্টেস্‌ কি ভাবে তাঁর মৃত্যু হ'ল? আমি কিন্তু প্রতারিত হ'তে আসি নি। আমার আনুগত্য নরকস্থ হ'ক! শপথ যা নিয়েছি তা যেন কুটিল-কৃষ্ণ শয়তানে সমর্পিত হয়। বিবেক আর ধর্মের মহিমা, তা যেন নরকের গভীরে অধঃপতিত হয়। নরক-যন্ত্রণা যদি চিরকালের হয় হ'ক, সে সাহস আমার আছে। কিবা ইহলোক, কিবা পরলোক, দুই-ই অগ্রাহ্য করি,—যা ঘটে ঘটুক, আমি কিন্তু স্থির; শুধুমাত্র প্রতিহিংসা, পিতার মৃত্যুতে চাই পূর্ণ প্রতিশোধ।

রাজা — কে তোমাকে বাধা দেবে ?

লেয়ার্টেস্ — এক যদি নিজে ইচ্ছা করি, নয় তো অগ্রাহ্য হবে সমস্ত পৃথিবী ; যোগ্য ব্যবহারে হবে অস্ত্রের প্রক্ষেপ, অল্পের প্রয়োগ কিন্তু যাবে বহুদূর।

রাজা — সুভদ্র লেয়ার্টেস,প্রিয় পিতার হত্যা-সম্পর্কে নিশ্চিত-তথ্য কি চাও ? তাই কি লিখেছ নাম বন্ধু-শত্রু উভয়ের প্রতিহিংসালিপিতে ? এ যে দেখি পণবদ্ধ ক্রীড়া লেয়ার্টেস ! ভেবেছ কি তুমি সমস্তই পণতাস টেনে নেবে নিজের আয়ত্তে, জয় কিংবা পরাজয় না করি বিচার ?

লেয়ার্টেস — শত্রু শুধু, আর কেহ নয়।

রাজা — চেন কি তাদের তুমি ?

লেয়ার্টেস্ — তাঁর সুহৃত্তমদের প্রতি আলিঙ্গনে বাহুর আমার এইমত উন্মুক্ত-বিস্তার, জীবনদাত্রী পেলিকান-জননীর মত আমারও রক্তেতে তাঁদের ভোজের উৎসব।

রাজা — এই তো সুবোধ বালকের মত কথা, প্রকৃত ভদ্রলোক তো এই কথাই বলবে। তোমার পিতার মৃত্যুতে যে আমার অপরাধ নেই, তাঁর জন্য শোকাবেগে যে আমার অন্তর পরিপূর্ণ,—তোমার বিচারবোধে একথা নিশ্চয় দিবালোকের মতই পরিষ্কার।

(অন্তরালে কোলাহল)

আসতে দাও ওকে।

লেয়ার্টেস — কি হ'ল ! কিসের কোলাহল ? (ওফেলিয়ার পুনঃপ্রবেশ) হে উত্তাপ, শুষ্ক কর মস্তিষ্ক আমার ! সাতগুণ অশ্রুর

লবণ—দহনে শ্বসিত হ'ক দৃষ্টির ধর্ম আর নয়নের বোধ! এই উন্মত্ততা! তৌলের পরিমাপে তুলাদণ্ডে সাম্যের বিচ্যুতি; সেই মূল্য ধরে নেব স্বর্গের শপথ। ওরে বসন্ত-গোলাপ! প্রিয় সখী, সুমধুরা ওফেলিয়া, দয়াবতী ভগিনী আমার! হায় স্বর্গ! কুমারী যুবতী এক, বোধবুদ্ধি যেন এক আয়ুহীন বৃদ্ধের জীবন! এও কি সম্ভব কখনো? প্রেম করে প্রকৃতি সুন্দর, বহুমূল্য অধিকার দান করে প্রেমের পাত্রকে; হায় ওফেলিয়া, বিচারবুদ্ধির এই মহার্ঘ উপহার পিতৃপ্রেমে করে বুঝি স্মৃতির তর্পন।

ওফেলিয়া (গান) শবাধারে ব'য়ে নিয়ে যায়,
খোলা-মুখ তার,
হে নন্ ননি, হে ননি;
সকলের চক্ষে দেখ অশ্রু পারাবার,
ওরে পাখী মোর, শুভ কামনায় নিই গো বিদায়!

লেয়ার্টেস তোর বোধশক্তি নিয়ে তুই যদি আমায় প্রতিহিংসায় প্রেরিত করতিস, তবে বোধ হয় আমি এত বিচলিত হতাম না।

ওফেলিয়া কই গান গাও—
(গান) গান গেয়ে ব'লো তাকে
নীচে নাম, নাম নীচে,
আরো নীচে আরো নীচে।
ওহ্, গানের মর্মরে শোন চরকার ঘর্ঘর। অবিশ্বাসী ভৃত্য এক, চুরি ক'রে নিয়ে গেল প্রভুর দুহিতা।

লেয়ার্টেস — শূন্যগর্ভ অর্থহীন, তবু এ যে অর্থের অধিক।

ওফেলিয়া — এই দেখ রোজমেরী, স্মরণেতে রেখ; অনুরোধ ভালবেসে রেখ তুমি স্মৃতিতে আমায়। আর এই তো পান্‌সী ফুল প্রেমের চিন্তায়।

লেয়ার্টেস — উন্মত্ততা, তবু কিন্তু নীতির দলিল। স্মৃতি আর দুশ্চিন্তার আশ্চর্য প্রতীক!

ওফেলিয়া — আপনার জন্য রইল বাসনা-কামনার আগুন, আর রইল কৃতঘ্নতা; কিছু দুঃখ কিছু অনুতাপ রইল আপনার জন্য; আমার জন্যও কিছু রাখলাম; আমারটীর নামও আমি দিতে পারি—অনুতাপ-বেদনার পানীয়-প্রতীক, বিশ্রাম দিনের সেই গুল্মের নির্যাস। আপনার কিন্তু ভিন্ন এক প্রতীক। এই তো রয়েছে ডেইজি। আপনাকে কিছু ভায়োলেট দিচ্ছি, পিতার মৃত্যুতে এরা সব শুষ্ক হ'য়ে গেছে। লোকে বলে তিনি কিন্তু মরেছেন ভালই।—

(গান) রবিন বড় মিষ্টি মানুষ,
সেই তো আমার আনন্দ।

লেয়ার্টেস — এই শোক, এই চিন্তা, এই প্রচণ্ড বেদনা, এই নরক, এদেরও সে কেমন মনোরম ক'রে তুলেছে, কত সুন্দর!

ওফেলিয়া — (গান) সে কি আসবে নাকো আর?
সে কি আসবে নাকো আর?
না, না, তার যে মরণ হয়েছে।
তোমারও যদি মরণ হয়
(তবে দেখো) সে তোমায় পেয়েছে;

(নয় তো) সে তো আসবে নাকো আর কভু,
আসবে নাকো আর।
মাথাটি তার শণের নুড়ি,
তুষার-সাদা দাড়ি;
তার যে মরণ হয়েছে,
(ওরে) তার যে মরণ হয়েছে।

আত্মা যেন শান্তি পায়, এই কামনা করি।
সমস্ত ক্রীশ্চিয়ান আত্মার শান্তির জন্য আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। বিদায়। (প্রস্থান)

লেয়ার্টেস ভগবান! তুমি কি দেখছ?

রাজা যদি আমাকে তুমি তোমার শোকের সঙ্গী না কর, তবে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হব লেয়ার্টেস। অন্যত্র গিয়ে তুমি তোমার সুহৃত্তমদের নির্বাচন কর, তোমার-আমার বক্তব্য শুনে তারা বিচার করুক। প্রত্যক্ষই হ'ক বা পরোক্ষই হ'ক, যদি আমার হস্তস্পর্শ প্রমাণিত হয়, জীবন-মুকুট-রাজ্য, সব ছেড়ে দেব, তোমাতে অর্শাবে তবে সর্ব-অধিকার, তুমি তৃপ্ত হবে। কিন্তু যদি না হয়, তবে ঋণ দিয়ে তৃপ্ত হও তোমার ধৈর্যকে, একযোগে-একআত্মায় করি পরিশ্রম, শ্রবণের সেই ধৈর্য পূর্ণ করি উচিত শ্রোতব্যে।

লেয়ার্টেস তবে তাই হ'ক। কিসে তাঁর মৃত্যু হ'ল, কেন তিনি সমাধিস্থ সবার অজ্ঞাতে? স্মৃতিফলক নেই, তরবারি রাখা নেই, কুলমর্যাদাবাহী শস্ত্রের আবরণে তাঁর অবশেষ তো আবৃত নয়; অভিজাত তিনি, অথচ

শ্রাদ্ধাদি নিষ্পন্ন নয় উপযুক্ত আচারে, অনুষ্ঠিত হয় নি তো প্রথাবদ্ধ শোক-সমারোহ। কেন এই অনাচার? মর্ত থেকে স্বর্গের সীমায় শোনা যায় চিৎকৃত আহ্বান—উত্তরের দাবী যেন করি আমি প্রশ্নের মাধ্যমে।

রাজা নিশ্চয় করবে। যেখানে অপরাধ, সেখানে নেমে আসুক ঘাতকের প্রকাণ্ড কুঠার। অনুরোধ, আমার সঙ্গে এস। (প্রস্থান)

॥ ষষ্ঠ দৃশ্য ॥

এলসিনোর। দুর্গপ্রাসাদ।

প্রবেশ : ভৃত্যসহ হোরেশিও।

হোরেশিও — এরা কারা? আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়?

ভৃত্য — এরা নাবিক প্রভু। আপনাকে লেখা কি-সব পত্র নাকি এনেছে।

হোরেশিও — আসতে দাও। (ভৃত্যের প্রস্থান) এক যদি অধিস্বামী হ্যামলেট হন্—নইলে তো বলতে পারছি না পৃথিবীর কোন্ দিক থেকে এই পত্র-সম্ভাষণ।

(নাবিকদের প্রবেশ)

নাবিক

হোরেশিও — তোমাকেও তিনি আশীর্বাদ করুন।

নাবিক — তাঁর যদি অনুগ্রহ হয় তবে তিনি নিশ্চয় করবেন। আপনার একখানি চিঠি আছে হুজুর। ঐ যে রাজদূত যিনি ইংলণ্ডে যাচ্ছিলেন—তাঁর কাছ থেকে এই চিঠি হুজুর। আপনার নাম যদি হোরেশিও হয়, অবশ্য আমাকে তাই বলা হয়েছে।

হোরেশিও — (পত্র লইয়া পাঠ করেন) "হোরেশিও, এই পত্র পড়ার পর রাজার কাছে এদের যাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিও; তাঁকে পত্র লিখেছি—এদের কাছে সেই পত্র আছে। সমুদ্রযাত্রায় দুদিন যেতে না যেতেই একদল সশস্ত্র জলদস্যু আমাদের অনুসরণ করে। আমাদের গতি ছিল অত্যন্ত ধীর, তাই শৌর্য প্রদর্শনে আমরা

বাধ্য হই; যুদ্ধকালে আমি তাদের জাহাজে উঠি। সেই মুহূর্তে আমাদের জাহাজ থেকে তারা দূরে স'রে যায়; এক আমিই তাদের বন্দী হ'য়ে রইলাম; এরা চোর-ডাকাত, কিন্তু ভদ্রলোকের শরীর, ব্যবহারও ঠিক তেমনই করেছে। অবশ্য আমাকেও এদের উপকার করতে হবে। আমি যে-চিঠি পাঠাচ্ছি, রাজা যেন পান। আর তুমি? যেন মৃত্যুর অনুসরণ পিছনে রেখে আসছ, এমনই দ্রুতগতিতে আমার কাছে চ'লে এস। তোমার কানে আমি এমন কথা তুলতে পারি যা তোমাকে হয়ত মূক ক'রে দেবে; তবু কিন্তু মনে হবে, বিষয় কত গুরু, কিন্তু কথা কত লঘু। এই সজ্জনেরা তোমাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্‌ আর গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্‌—তারা এতক্ষণ ইংলণ্ডের পথে। তাদের সম্পর্কে আমার অনেক বলার আছে। বিদায়।

যাকে তুমি তোমার ব'লে জান, সেই হ্যামলেট।" এস পত্র যথাস্থানে পৌঁছে দেবার পথ আমি ক'রে দিচ্ছি। দ্রুত নিষ্পন্ন ক'রে ফিরে এস, যাঁর লেখা চিঠি তাঁর কাছে আমায় পৌঁছে দিতে হবে। (প্রস্থান)

॥ সপ্তম দৃশ্য ॥

এল্‌সিনোর্‌। দুর্গপ্রাসাদ। প্রবেশ : রাজা ও লেয়ার্টেস।

রাজা — এখন নিশ্চয় তোমার বিবেক আমার অপরাধ-মুক্তির ছাড়পত্র সম্মতির মুদ্রায় মুদ্রাঙ্কিত ক'রে দেবে লেয়ার্টেস্‌, এখন নিশ্চয় অন্তরে তুমি আমাকে সুহৃৎ ব'লেই গ্রহণ করবে। শ্রবণেতে বুদ্ধিদীপ্ত তুমি, এখন তো শুনেছ— তোমার মহান পিতাকে যে হত্যা করেছে সে আমারও জীবননাশের চেষ্টায় ছিল।

লেয়ার্টেস — এ তো দেখি পরিষ্কার। কিন্তু বলুন আমাকে, এই সব দুষ্কর্ম, এত পাপ, প্রকৃতিতে এত হানিকর,—আপনার নিরাপত্তা বলুন, বিচারবুদ্ধি বলুন, সব দিক থেকেই মন আপনার সর্বাধিক আলোড়িত—তবু কেন আপনি এ-সবের বিরুদ্ধে অগ্রসর নন ?—কেন ?

রাজা — দুটি বিশেষ কারণে ; সে-কারণ তোমার কাছে হয়তো অসার দুর্বল, কিন্তু প্রবল আমার কাছে। আমার মহিষী, অর্থাৎ তার মাতা তাকে দেখেই জীবন ধারণ ক'রে আছেন ; আর আমার দিক থেকে, এ আমার গুণ বা কলঙ্ক যাই বল, তাঁর সঙ্গে, কিবা প্রাণ, কিবা মর্ম, আমার এমনই ঘনিষ্ঠ সংযোগ যে, নক্ষত্র যেমন গতিহীন কক্ষ-ব্যতিরেকে, তিনি ভিন্ন গতিস্তব্ধ আমিও তেমনি। অপর কারণ, সাধারণ পঞ্চজনের তার প্রতি প্রবল স্নেহ, তাই জনসমক্ষে বিচার ব্যবস্থায় যাই নি ; স্নেহসিক্ত করে তারা অপরাধ তার—সেই-সে নির্ঝর যেন, অরণি প্রস্তর হয় জলস্পর্শে যার—তার যত কলঙ্ক-

শৃঙ্খলের, মহিমার-অলঙ্কারে হয় রূপান্তর ; বায়ু সেখানে প্রবল, আমার নিক্ষিপ্ত-শর হ'ত লঘু অতি ; বিপরীত গতি নিয়ে ধনুতে আসিত ফিরে, লক্ষভেদ করিত না কভু।

লেয়ার্টেস্‌ — এইভাবে আমি আমার মহান পিতৃদেবকে হারিয়েছি, ভগ্নী আমার উন্মাদ হয়েছে ; প্রশংসায় যদি পূর্বাবস্থায় ফিরে যাই—সে তবে সকলের উর্ধে অবস্থান ক'রে মূল্যায়নে সমস্ত সাম্প্রতিককে পরাস্ত করে ; কিন্তু আমারও প্রতিহিংসার দিন আসবে।

রাজা — সে-জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত ক'রো না। আমাদের দেহবস্তু কি এমনই নির্বুদ্ধি, এত স্থূল-সাধারণ, যে সামীপ্যে যখন শ্মশ্রু পর্যন্ত কম্পিত, তখনও বিপদকে আমরা রঙ্গ ব'লে ধ'রে নেব ? এমন কথা চিন্তাও ক'রো না। শীঘ্র আরও শুনতে পাবে। আমি তোমার পিতাকে ভাল-বাসতাম, আবার আমরা আমাদের নিজেদেরও ভালবাসি ; আমার আশা, এ-থেকে তুমি নিশ্চয় অনুমান করতে পারবে—

(পত্র হস্তে দূতের প্রবেশ)

রাজা — এখানে কেন ? কি সংবাদ ?

দূত — পত্র প্রভু, হ্যামলেটের নিকট হ'তে ; এই আপনার, আর এটি মহিষীর।

রাজা — হ্যামলেটের নিকট হ'তে ? কে আনল ?

দূত — নাবিকেরা এনেছে প্রভু, নিজেদের তারা নাবিকই বলেছে ; আমি তাদের দেখি নি। চিঠি নিয়েছিল ক্লোডিও, সেই আমাকে দিয়েছে।

রাজা শোন লেয়ার্টেস। যাও। (দূতের প্রস্থান)
(পাঠ করেন) 'প্রতাপান্বিত প্রবল, নিঃসঙ্গ অবস্থায় আমি আপনার রাজ্যে পরিত্যক্ত। আগামী কাল আপনার রাজকীয় দৃষ্টির সম্মুখীন হবার অনুমতি প্রার্থনা করব; মার্জনা ভিক্ষা ক'রে কারণে-বিচিত্র এই অকস্মাৎ-প্রত্যাবর্তনের কাহিনী বিবৃত করব। হ্যামলেট।'
কি অর্থ এর? বাকী সকলেই কি ফিরে এল? নাকি চাতুরী শুধু, অন্য কিছু নয়?

লেয়ার্টেস হাতের লেখা চেনেন?

রাজা এ-লেখা হ্যামলেটের। 'নিঃসঙ্গ'! আবার পুনশ্চতে লিখেছে 'একা'। কিছু বলতে পার? কি মনে হয় তোমার?

লেয়ার্টেস এই পত্রে আমি তো কোন পথ খুঁজে পাচ্ছি না প্রভু। কিন্তু আসুক সে; সাক্ষাতের আশা আমার মর্মপীড়াকে উত্তপ্ত করে; জীবিত আমি তার মুখের উপর বলতে পারব—"এই তোর কাজ।"

রাজা তাই যদি হয় লেয়ার্টেস্—কিন্তু কেমন ক'রে হবে?··· কিন্তু আর কী-ই বা হ'তে পারে?—হ্যাঁ, তাই যদি হয় লেয়ার্টেস্, তুমি কি আমার আদেশে নির্দেশিত হবে?

লেয়ার্টেস নিশ্চয় হব প্রভু। যদি না আপনি আমাকে শান্তি-স্থাপনে বাধ্য করেন।

রাজা না, শান্তি-স্থাপনে তো নয়, নিজের শান্তি ফিরিয়ে আনবে লেয়ার্টেস্। সমুদ্র যাত্রার উচিত-গন্তব্য পরিহার ক'রে যদি সে ফিরে আসে, যদি পুনর্যাত্রায় ইচ্ছুক না

হয়,—তবে আমার পরিকল্পনায় দুঃসাহসিক এক কর্মের চূড়ান্ত রূপ,—সেই-কর্মে আমি তাকে প্ররোচিত করব; আত্মসমর্পণ ভিন্ন অন্য পথ নির্বাচন তার পক্ষে সম্ভব হবে না। তার মৃত্যুতে আমাদের প্রতি দোষারোপের নিঃশ্বাস-স্পর্শও থাকবে না, এমন কি তার মাতাও এ-কৌশলের অনস্তিত্বে নিঃসংশয় হ'য়ে একে আকস্মিক দুর্ঘটনা ব'লেই অভিহিত করবেন।

লেয়ার্টেস নিশ্চয় নির্দেশিত হব প্রভু; সত্বর করুন, এমনই পরিকল্পনা, যেন প্রয়োগের যন্ত্র আমি হই।

রাজা মিলেছে নির্ভুল। তোমার বিদেশ-যাত্রার সময় থেকেই তোমার সম্পর্কে অনেক কথা, হ্যামলেটও শুনেছে সব; লোকে বলে তুমি নাকি বিশেষ উজ্জ্বল কোনো এক বিশেষ বিদ্যায়। তোমার অন্য সমস্ত গুণের সমষ্টি তার ঈর্ষাকে তত আকর্ষণ করে না, যত করে তোমার এই বিশেষ দক্ষতা; আমার মতে অবশ্য এর খুব একটা উচ্চ-আসন নেই।

লেয়ার্টেস কি সে বিদ্যা প্রভু?

রাজা অতি তুচ্ছ অলঙ্কার এক যৌবন-সজ্জায়। কিন্তু প্রয়োজনও আছে। বিশিষ্ট পরিচ্ছদ আর সলোমপশু-চর্মের আবৃতি—পরিচ্ছদ-অনুরূপ সুস্থির বয়সকাল, স্বাস্থ্যের আভাসে করে গাম্ভীর্য বহন: যৌবনের চিন্তাহীন লঘু পরিচ্ছদ যৌবনসদৃশ হয় সেই এক অনুপাতে। দুমাস পূর্বে নরম্যাণ্ডি হ'তে এক ভদ্রলোক এখানে এসেছিলেন,—হ্যাঁ, যুদ্ধ ক'রে দেখেছি, ফরাসীরা

অশ্বারোহণ-বিত্তায় পটু,—কিন্তু এই বীর, সেই বিত্তায় যেন যাদুমন্ত্র প্রয়োগ করেন; যেন রেকাবে প্রোথিত তিনি; তাঁর অশ্বকে দিয়ে এমন-সমস্ত কৌশল প্রদর্শন করান, যেন মনে হয়, সাহসে উদ্দাম সেই পশুর সঙ্গে তিনি একদেহ, স্বভাবে অর্ধেক: তিনি আমার ধারণাকে এতদূর অতিক্রম ক'রেছিলেন, যে ঐ ভঙ্গীমা, ঐ প্রদর্শন, আমি আমার কল্পনাতেও আনতে পারি নি।

লেয়ার্টেস একজন নর্ম্যান, তাই না?

রাজা হ্যাঁ, একজন নর্ম্যান।

লেয়ার্টেস আমার জীবনের দিব্য, এ নিশ্চয় ল্যামণ্ড্‌!

রাজা সে-ই।

লেয়ার্টেস ভাল ক'রেই জানি। সমগ্র জাতির অলঙ্কার সে, রত্ন-বিশেষ।

রাজা তোমার সম্পর্কে তার অনিচ্ছুক স্বীকৃতি; এইমত তার বিবরণ—রক্ষণ-চাতুর্যে আর আয়ত্ত-কৌশলে, বিশেষতঃ, কিরিচের সুদক্ষ-চালনে শিল্পী তুমি এমনই নিপুণ যে, সে এক দ্রষ্টব্য বটে অসি-যুদ্ধে নাম যদি প্রতিদ্বন্দ্বী সাথে। সোচ্চার শপথ তার, তাদের দেশের সমস্ত অসিচালক প্রতিরোধে অক্ষম হয় তোমার বিরুদ্ধে, হ'য়ে স্তব্ধগতি দৃষ্টির দক্ষতা হারায়। ভদ্র, তার এই বিবরণে হিংসায় সর্পিল হ্যামলেট, তোমার অকস্মাৎ-প্রত্যাবর্তনই তার একান্ত কামনা, যেন সে তোমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় প্রবৃত্ত হ'তে পারে। এখন এ-হ'তে এই যদি হয়—

লেয়ার্টেস কি হ'তে কি হয় প্রভু?

রাজা লেয়ার্টেস, তোমার পিতা কি তোমার নিকট প্রিয় ছিলেন, অথবা তুমি কি শুধুই বিষাদের ছবি, শোকেতে অন্তর নেই শুধু আছে মুখের প্রকাশ ?

লেয়ার্টেস এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন ?

রাজা তুমি তোমার পিতাকে ভালবাস না—এ কথা আমি বলি না ; আমি জানি বিহিত-কালেই এই ভালবাসার সূত্রপাত, কিন্তু প্রমাণের পথে দেখেছি, সময়ে স্তিমিত হয় এর যত স্ফুলিঙ্গ-উত্তাপ। অন্তস্থ-বর্তিকার নিজস্ব প্রকৃতিতে প্রেমাগ্নিশিখাও স্তিমিত হয় ; নিরন্তর চমৎকার কিছু নাহি রয়, মাত্রায় বর্ধিত হ'য়ে আতিশয্যে উৎকর্ষের আপনি বিনাশ। আমাদের ইচ্ছামত কর্ম, যে মুহূর্তে ইচ্ছা হবে সেই মুহূর্তেই যেন কার্যে পরিণত করি ; কারণ এই ইচ্ছারও তো পরিবর্তন হয়, তারও তো অবদমন আছে, পূরণেরও তো অনেক বিলম্ব, যত বাধা তত নিষেধ, তেমনই বিপত্তি ; দীর্ঘনিঃশ্বাস—নির্গমন ক্ষতিকর যার—ঈপ্সিত এই কর্ম যেন সেই অপব্যয়। কিন্তু ক্ষতস্থানের মূলে ফিরে যাই : হ্যামলেট এসেছে ফিরে ; কথার অধিক কাজ, কি সেই কাজ লেয়ার্টেস, যাতে তুমি নিজেকে পিতার পুত্র ব'লে প্রমাণ করবে ?

লেয়ার্টেস উপাসনা-মন্দিরে তার কণ্ঠচ্ছেদ করব।

রাজা হত্যাকে পবিত্র করে এমন কোন স্থান তো নেই, প্রতিশোধের তো কোন প্রত্যন্তদেশ নেই। কিন্তু সুভদ্র লেয়ার্টেস, যা বলব তা করবে কি ? আপন কক্ষ

সীমার মধ্যে অবস্থান কর। প্রত্যাবৃত্ত হ্যামলেট নিশ্চয় জানবে তুমি দেশে ফিরেছ। আমরা কিছু ব্যক্তিকে নিয়োগ করব, যারা প্রশংসা ক'রে ফরাসী-কথিত তোমার ঐ যশকে দ্বিগুণ উজ্জ্বল করবে; অবশেষে তোমাদের দুজনকে সম্মুখ-সাক্ষাতে এনে তোমাদের জয়পরাজয় পণবদ্ধ করব। মনোযোগে শিথিল সে, অত্যন্ত উদার, ষড়যন্ত্রের লেশমাত্র নেই তার মনে, অপরীক্ষিত রেখে দেবে অসির তীক্ষ্ণতা; তাই, সহজ-সাধ্যেতে কিংবা সামান্য কৌশলে কর তুমি তীক্ষ্ণ এক অসি-নির্বাচন, তারপর, কৃতঘ্ন-চালনে পিতৃঋণ কর পরিশোধ।

লেয়ার্টেস নিশ্চয় করব। সেই উদ্দেশ্যে অসি আমার বিষলিপ্ত হবে। বাজীকরের নিকট হ'তে এক তৈল কিনেছি, মৃত্যুর মত এমনই ভীষণ, যে ছুরিকা একবার মাত্র নিমজ্জনের পর যদি রক্তপাত করে, যদি স্পর্শমাত্রও করে, তবে দুর্লভ সে ঔষধ যদি চন্দ্রালোকিত যামিনীর গুণে গুণান্বিত সমস্ত-ওষধির সংগ্রহ সারও হয়, তবুও সে বস্তুর মৃত্যু হ'তে পরিত্রাণ নেই। স্পর্শাক্রামক এই বিষে বিষলিপ্ত হবে অসিমুখ, সামান্য-ঘর্ষণ-ক্ষতে মৃত্যু সুনিশ্চিত।

রাজা এ-সম্পর্কে আরো বেশী চিন্তা করি; তৌলের পরিমাপে নির্ণয় করি সময় আর উপায়ের কোন্ সে সুযোগ উদ্দেশ্যের আকারে আমাদের অনুকূল করে। এ যদি ব্যর্থ হয়, যদি অকৃতিতে আমাদের মনোগত-অভিলাষ

মুকুরিত হয়, তবে এ-চেষ্টা না করাই ভাল। প্রয়োগ-পথে প্রথম যদি ব্যর্থতায় বিদীর্ণ হয়, হবে প্রয়োজন পশ্চাদ্ধারক এক দ্বিতীয়ের। ধীরে! চিন্তা ক'রে দেখি। শপথ-বদ্ধ পণে তোমার চাতুর্যকে মূল্যবান করব …পেয়েছি। অসিদ্বন্দ্ব তোমরা প্রচণ্ড ক'রে তোল, নিরন্তর গতিভঙ্গী তোমাদের উষ্ণ আর তৃষ্ণার্ত ক'রে তুলবে, সে চাইবে পানীয়; উপযুক্ত এই মুহূর্তের উচিত-পানপাত্র আমি তার দিকে অগ্রসর ক'রে দেব; শুধুমাত্র জিহ্বা-স্পর্শ, যদি দৈবাৎ তোমার বিষলিপ্ত-অসির প্রক্ষেপ হ'তে পরিত্রাণ পায় তবুও আমাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ হ'তে পারে। কিন্তু থাম; কিসের কোলাহল? (রানীর প্রবেশ)

রানী — বিষাদের পর বিষাদ এরা চলে পায়ে পায়ে; এক যায় সঙ্গে সঙ্গে আসে অন্য এক, এত দ্রুত এদের পরস্পর-অনুসরণ। তোমার ভগ্নী নিমজ্জিত লেয়ার্টে'স।

লেয়ার্টে'স — নিমজ্জিত। ওহ্, কোথায়?

রানী — ঐ যে উইলো-গাছ তির্যগ্‌রেখায় নদীর উপর আনত, কাচের মত স্বচ্ছ জলে তার ধূসর-শ্বেত-পত্রের প্রতিফলন; সেখানে সে গাঁথছিল বিচিত্র-অদ্ভুত এক মালা, সে মালায় ছিল কাকফুল, আলকুশী, বাসন্তী আর ভুঁইচাঁপা—লম্পট রাখালেরা কিন্তু ভুঁইচাঁপা বলে না, অশ্লীল এক নাম দেয়, সংযত কুমারীরা বলে মৃতের অঙ্গুলী। সেখানে নেমে-আসা-শাখায় ভর দিয়ে উঁচু হ'য়ে উইলোর মাথায় পরিয়ে দিতে চেয়েছিল আরণ্য-

ফুলের সেই মুকুট, তার প্রতি বিদ্বেষে শাখা যেন গেল ভেঙ্গে ; সঙ্গে সঙ্গে তার ঐ আরণ্য-ফুলের মুকুট নিয়ে সে নেমে এল অশ্রুমতী ঐ নদীতে। বিস্তার নিয়ে তার পোশাক পড়ল ছড়িয়ে, মৎস্য-কন্যার ডানার মত অল্পক্ষণের জন্য তারা তাকে তুলে ধরল, সে তখন গাইছিল তার পুরনো গানের দু-এক কলি যেন নিজের দুঃখ পর্যন্ত অনুভবেও সে সমর্থ নয়, জলে তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন জলেরই, ঐ যেন তার স্বাভাবিক আশ্রয় ; কিন্তু বেশীক্ষণ তো হ'তে পারে না, পরিচ্ছদ তার মাত্রাতিরিক্ত পানে মত্তপের মত দুর্বহ হ'য়ে উঠল, পঙ্কিল-মরণ সুস্বর-সঙ্গীত হ'তে ঐ হতভাগিনীকে আকর্ষণ ক'রে নিল।

লেয়ার্টেস হায়! জলে ডুবে মৃত্যু হ'ল তার।

রানী নিমজ্জিত, নদীগর্ভে নিমজ্জিত সে।

লেয়ার্টেস হায় ওফেলিয়া, রাশি রাশি জল আজ আছে তোকে ঘিরে ; সেইহেতু অশ্রুপাতে আমার নিষেধ। তবু এ যে স্বভাব-কৌশল ; লজ্জা—সে যা বলে বলুক, প্রকৃতি সে কাজ করে নিজস্ব প্রথায় ; মুছে যাবে অশ্রুধারা, নারীর কোমলভাব দূর হ'য়ে যাবে। হে প্রভু, বিদায় : উন্মুখ সে অগ্নিশিখা আমার কথায় নির্বোধ এ-অশ্রুধারা নির্বাপিত করে। (প্রস্থান)

রাজা চল গার্টড্‌, আমরাও অনুবর্তী হই ; ওর এই ক্রোধবহ্নি প্রশমিত করতে কি পরিশ্রমই না করতে হ'ল। তবু আমার ভয়, এ আবারো প্রজ্বলিত হবে ; তাই চল যাই, আমরাও ওর অনুবর্তী হই। (প্রস্থান)

॥ পঞ্চম অঙ্ক ॥

এল্‌সিনোর্। গীর্জাপ্রাঙ্গন।

খনিত্র সহ সমাধি খনক দুই বিদূষকের প্রবেশ।

প্রথম — আচ্ছা, তার পছন্দমত মোক্ষ তো সে নিজেই খুঁজে পেতে নিয়েছে—তাকে কি যথাধর্ম কবর দিতে হবে?

দ্বিতীয় — আমি তোকে বলি শোন—তাই হবে। কাজেই কবরটি যেন এক্ষুনি খোঁড়া হয়। অপঘাত-বিশারদেরা তার ওপর বিচার ক'রে দেখেছেন—এটি যথাধর্ম ক্রীশ্চিয়ান কবরই হবে।

প্রথম — কি ক'রে তা হয়, যদি না সে নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে ডুবে থাকে?

দ্বিতীয় — আরে, বিচারে তো তাই দাঁড়িয়েছে।

প্রথম — তবে সে নিশ্চয় নিজের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে নিজেকেই আক্রমণ করেছিল; অন্য কিছু তো হ'তে পারে না। কারণ, এখানে তো কথা আছে; আমি যদি আপন ইচ্ছায় নিজেকে ডুবিয়ে মারি, উকীলের জেরায় একটি ক্রিয়া নিষ্পন্ন হবে; আর যে কোন ক্রিয়ার তিনটি প্রশাখা—সংজ্ঞা-নিরূপণ, কার্যে পরিণত করার প্রতিজ্ঞা, ক্রিয়া-সম্পাদন; সুতরাং সে স্বইচ্ছায় নিজেকে জলমগ্ন করেছে।

দ্বিতীয় — না গো বন্ধু খোদাইকর, না, তার চেয়ে বলি শোন—

প্রথম — বরং আমাকে অনুমতি দাও, আমি বলি। এই ধর

জল ; ভাল। এইখানে লোকটি দাঁড়িয়ে ; তাও ভাল। লোকটি যদি এই জলের ধারে এসে নিজেকে ডোবায়—তবে তুমি দেখ—ইচ্ছায় হ'ক অনিচ্ছায় হ'ক সে জলের তলায় যাচ্ছে, কিন্তু জল যদি তার কাছে এসে তাকে ডোবায়, তখন সে আর নিজেকে ডোবাচ্ছে না। কাজেই, সে যখন তার মৃত্যুর জন্য দোষী নয়, তখন তার নিজের আয়ুও সে সংক্ষিপ্ত করে নি।

দ্বিতীয় কিন্তু এই কি বিধান ?

প্রথম হ্যাঁ, মেরীর দিব্য, এই তো বিধান ; অপঘাত-বিশারদের সন্ধানী বিধান !

দ্বিতীয় এই ব্যাপারের সত্যটি কি জানতে চাও ? যদি অভিজাত রমণী না হ'ত, তবে অখৃষ্টীয় সমাধিতেই সে সমাধিস্থ হ'ত।

প্রথম কেন, এখন তো বলার মত বলছিস ; আরো দুঃখের কথা, বড়ো বড়ো লোক যারা—তা সে তারা নিজেদের ডুবিয়েই মারুক, কি গলাতে ফাঁসই দিক—বাদবাকী ক্রীশ্চিয়ানদের চেয়ে তাদের পিছনে ধর্মের সমর্থন অনেক বেশী। চ'লে এস বাবা কোদালি আমার। উদ্যানপালক, পরিখা-খনক, আর সমাধি-কারক, কুলীন ভদ্রলোক বলতে তো এরাই, আর তো কেউ নেই ; বংশানুক্রমে আদমের ব্যবসায় এরাই তো চালিয়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় আদম কি ভদ্রসন্তান ছিলেন ?

প্রথম আরে, কুলচিহ্নের অস্ত্র তো তিনিই প্রথম ধারণ করেছিলেন।

দ্বিতীয় কই, তাঁর তো কিছু ছিল না।

প্রথম আচ্ছা, তুই কি বিধর্মী? বাইবেল তুই কোন অর্থে বুঝিস? বাইবেলে বলে আদম মাটি কোপাতেন। অস্ত্র ছাড়া কোপাতেন কি ক'রে? আর একটা প্রশ্ন তোকে করব। যদি ঠিক মত উত্তর দিতে না পারিস, তবে পাপ স্বীকার ক'রে—

দ্বিতীয় যা, যা,!

প্রথম বল তো, রাজমিস্ত্রী, জাহাজমিস্ত্রী, আর কাঠ-মিস্ত্রী, এ-তিনের চেয়েও তৈরীতে কার হাত শক্ত।

দ্বিতীয় কেন, ফাঁস-মিস্ত্রী; ফাঁসে-ঝোলার হাজারো ইজারা-দারকে মেরেও ফাঁসি-কাঠ ভালই টিকে থাকে।

প্রথম তোর রসিকতাটা আমার লাগে ভালই; সত্যি, ফাঁসি-কাঠ থাকে ভাল, করে ভাল; কিন্তু কি ক'রে ভাল করে? যারা অকর্ম করে তাদেরই ভাল করে। এখন—ফাঁসি-কাঠ গির্জের চেয়ে শক্ত ক'রে তৈরি,—এ কথা ব'লে তুই অকর্ম করেছিস; কাজেই ফাঁসি-কাঠ তোর ভালই করবে। নে আয়, আবার চেষ্টা কর।

দ্বিতীয় কি? রাজমিস্ত্রী, জাহাজমিস্ত্রী, আর কাঠমিস্ত্রী, এ-তিনের চেয়েও তৈরীতে কার হাত শক্ত?

প্রথম হ্যাঁ, উত্তরটা দে, আন্দাজ-করার দায়িত্ব শেষ।

দ্বিতীয় মেরীর দিব্য, উত্তরটা এখন আমার জানা।

প্রথম ব'লে ফেল।

দ্বিতীয় উপাসনার দিব্য, বলতে তো পারি না।

প্রথম এ নিয়ে আর মাথা ঘামাস নি; কারণ তোর মত

নির্বোধ গর্দভের পদক্ষেপ প্রহারেও দ্রুত হবে না; (দূরে প্রবেশ : হ্যামলেট ও হোরেশিও) এরপর এই প্রশ্ন যখন জিজ্ঞাসা করা হবে, তখন উত্তরে বলিস, 'সমাধিকার' : যে বাড়ি সে তৈরী করে তা শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত টিকে থাকে। যা এখন, যোহানে যা; আমাকে এক কলসী মদ এনে দে। (দ্বিতীয় বিদূষকের প্রস্থান।)

প্রথম (খুঁড়িতে খুঁড়িতে গান গায়।)

(গান) যৌবনে বেসেছি ভালো
মিষ্টি ভালবাসা,
কিন্তু মন্ত্র প'ড়ে ঘরে তুলি
নয়কো তেমন খাসা।

হ্যামলেট সমাধি নির্মাণকালে গান গায়—লোকটির কি নিজের বৃত্তি সম্পর্কেও কোন চেতনা নেই ?

হোরেশিও অভ্যাস তার মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্যের ধর্ম এনে দিয়েছে।

হ্যামলেট ঠিক তাই ; ক্রূরকর্মের অভ্যাস যেখানে অল্প, অনুভূতি সেখানে সূক্ষ্মতর নিশ্চয়।

প্রথম (গান) কিন্তু বুড়ো বয়স পা টিপে টিপে এসে,
মুঠোর মধ্যে সাপটে ধরে ক'ষে,
মাটির মধ্যে দেয় সে শেষে ফেলে,
যেন আমি যেমন তেমনটি আর ছিলাম না কোন কালে।
(একটি মাথার খুলি তুলিয়া ফেলে।)

হ্যামলেট ঐ করোটিতে এক জিহ্বাও ছিল, একদিন সে গানও গাইত। নির্বোধ কী ভাবেই না ওটিকে ভূমিতে

নিক্ষেপ করল, যেন প্রথম হত্যার সেই অস্ত্র, কেইনের সেই গর্দভ-চিবুকাস্থি! এ এক কূট-কৌশলীর মস্তকও হ'তে পারত; হয়তো তার ইচ্ছা ছিল ঈশ্বরকে অতিক্রম করার, আজ কিন্তু সে এই গর্দভ-অতিক্রান্ত; কী, হ'তে পারত না?

হোরেশিও পারত প্রভু।

হ্যামলেট অথবা কোন পারিষদের; দেখা হ'লে বলত 'সুপ্রভাত, সুপ্রিয় স্বামীন! কেমন আছেন প্রভু?' হ'তে পারত অমুক কোন মান্যবরের মস্তক, যিনি ভিক্ষা চেয়ে নেবেন ব'লে তমুক কোন মান্যবরের অশ্বের প্রশংসা করেছিলেন—কী, হ'তে পারত না?

হোরেশিও পারত প্রভু।

হ্যামলেট কেন, এমনও তো হ'তে পারত; অমুক কোন প্রভুর মস্তক এখন কীট-প্রেয়সীর আয়ত্তে, সমাধি-খনকের খনিত্র-তাড়িত চিবুকহীন করোটি মাত্র এক। যদি দেখার মত বুদ্ধি থাকে তবে এ-এক অপরূপ বিপ্লব। এই অস্থি সমষ্টি—কীট জন্মদানে এদের যেমন স্বাচ্ছন্দ, কন্দুক-ক্রীড়ায় কীলকরূপে ব্যবহারেও কি তেমনি? কী জানি —এই চিন্তা আমার করোটিকে তো যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট করে।

প্রথম (গান) গাঁইতি চাই, কোদাল চাই
চাই একখণ্ড চাদর
মুখ ঢাকা এক গর্ত চাই
যেমন অতিথি তার তেমনি আদর।

(আর একটি খুলি তুলিয়া ফেলে।)

হ্যামলেট ঐ আর এক। কেন কোন ব্যবহারজীবির করোটিও হ'তে পারে—পারে না? আজ কোথায় তার বাকচাতুর্য, কোথায়ই বা তার সেই সূক্ষ্ম-বিচারসূত্র, কই তার অভিযোগপত্র, তার ভূসম্পত্তি, কোথায় তার সেই কূট-কৌশল? কেন সে আজ এই অসভ্য নির্বোধটাকে ধূলিমলিন এক খনিত্র দিয়ে তার করোটি ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত করতে অনুমতি দিচ্ছে, কেনই বা সে এই আক্রমণের প্রতিবাদ তাকে জানাবে না? হুঁ! হয়তো তাঁর সময়ে এই ভদ্রলোক ছিলেন ভূসম্পত্তির এক বিখ্যাত ক্রেতা, এঁর স্বীকৃতি-পত্রের শর্তাদি, দেয়-কর, দ্বিপত্রী নির্দেশনামা, সত্বাধিকার পুনরর্জন—হয়তো সমস্তই এঁর ছিল। সুন্দর সেই মস্তক সূক্ষ্ম ধূলিকণায় আজ মৃত্তিকামলিন—এঁর সমস্ত সম্পত্তিপত্রের এই কি শেষ-অবশেষ, সমস্ত সত্বের এই কি শেষ অধিকার? এঁর সাক্ষীপত্র, এঁর দ্বিপত্রীনির্দেশনামা অঙ্গীকারপত্রের দৈর্ঘ-বিস্তারকে অতিক্রম ক'রে এঁর সম্পত্তিক্রয়কে আর কী কোনদিন সমর্থন করবে না? এঁর ভূসম্পত্তির অধিকার-পত্রটিই তো এঁর পেটিকায় আসবে না; আর এত অধিকারের যিনি অধিকারী তিনি নিজেকে সমাধির অধিকারে নিয়ে যাবেন, তার জন্য এই পেটিকামাত্র, আর কিছু নয়?

হোরেশিও তিলমাত্রও বেশী নয় প্রভু।

হ্যামলেট অধিকারপত্র তো মেষচর্মে প্রস্তুত—তাই নয়?

হোরেশিও হ্যাঁ প্রভু, আবার গোবৎস-চর্মেরও হয়।

হ্যামলেট তবে ঐ অধিকারপত্রে মেষ আর গোবৎসের দলই নিশ্চয়তার সন্ধান করে। আমি এই লোকটির সঙ্গে কথা বলব। এ কার সমাধি মহাশয়?

প্রথম আমার মহাশয়।

(গান) ও, মুখঢাকা এক গর্ত চাই,

যেমন অতিথি তার তেমনি আদর।

হ্যামলেট তা বটে! এর ভিতরে থেকেই যখন মিথ্যা বলছ, তখন আমার মনে হয় এ তোমারই।

প্রথম আপনি এর বাহিরে থেকেই মিথ্যা বলেন মহাশয়, কাজেই এ আপনার নয়। আর আমার দিক থেকে— আমি এর ভিতরে শয়ন করি না, তবুও এ আমার।

হ্যামলেট তুমি এর ভিতরে আছ, বলছ, এ আমার; তুমি কিন্তু এর ভিতরে থেকেই মিথ্যা বলছ; এ তো মৃতের জন্য, যারা জীবিত তাদের জন্য তো নয়; কাজেই এ মিথ্যা তোমারই।

প্রথম কিন্তু জীবন্ত এ-মিথ্যা মহাশয়; আমার অধিকার থেকে অতি দ্রুত আপনার আয়ত্তে চ'লে যাবে।

হ্যামলেট কোন্ সে পুরুষ, যার জন্য এই সমাধি খনন করছ?

প্রথম কোন পুরুষ তো নয় মহাশয়।

হ্যামলেট তবে স্ত্রীলোকটিই বা কে?

প্রথম স্ত্রীলোকও তো নয়।

হ্যামলেট কে তবে সমাধিস্থ হবে?

প্রথম একদিন সে স্ত্রীলোক ছিল মহাশয়; কিন্তু তার আত্মার শান্তি হ'ক, আজ সে মৃত।

হ্যামলেট	নির্বোধটা উত্তরে কী নির্ভুল। প্রত্যুত্তরে আমাদেরও নির্ভুল হওয়াই উচিত, নতুবা অর্থের অনিশ্চয়তা আমাদের অসমর্থ করবে। ঈশ্বরের দিব্য হোরেশিও, এই তিন বৎসর আমি দেখেছি, এ যুগে সজ্জার এমনই পরিপাটি, যে কৃষকের পাদুকার সূচীমুখ পারিষদের পদপ্রান্তের শীত-স্ফোট স্পর্শ করে। তুমি কতদিনের সমাধি খনক ?
প্রথম	বছরের সেই দিনটিতে এসেছিলাম, যেদিন আমাদের শেষ রাজা হ্যামলেট ফোর্টিন্‌ব্রাস্‌কে পরাজিত করেছিলেন।
হ্যামলেট	সে আজ কতদিন হ'ল ?
প্রথম	কেন, আপনি বলতে পারেন না ? যে কোন নির্বোধই তো পারে ; ঐদিনেই তো ছোট হ্যামলেটের জন্ম হ'ল —ঐ যে, যে এখন উন্মাদ, যাকে ইংলণ্ডে পাঠান হ'ল।
হ্যামলেট	মেরীর দিব্য, ইংলণ্ডে কেন পাঠান হ'ল ?
প্রথম	কেন আবার—উন্মাদ ব'লে: সেখানে সে তার বুদ্ধি-শুদ্ধি ফিরে পাবে ; আর যদি ফিরে না পায় ?—তাতেও খুব একটা কিছু এসে যাবে না।
হ্যামলেট	কেন ?
প্রথম	সেখানে তো তার মধ্যে ধরাই পড়বে না ; সেখানকার লোকজন তো সব তারই মত উন্মাদ।
হ্যামলেট	কি ক'রে সে উন্মাদ হ'ল ?
প্রথম	লোকে বলে, সে নাকি ভারী অদ্ভুত ভাবে।
হ্যামলেট	কি রকম অদ্ভুত ?

প্রথম — বিশ্বাস করুন, এমন কি কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত হারিয়েছে।

হ্যামলেট — ভিত্তিটা কোথায় ?

প্রথম — কেন, এখানে, এই ডেনমার্কে। ছোট থেকে এই এক-মানুষ বয়স অবধি আমি এখানে সমাধিখনক, এই তিরিশ বৎসর।

হ্যামলেট — আচ্ছা, পচনের পূর্বে কতদিন পর্যন্ত মানুষ সমাধি-মৃত্তিকায় শায়িত থাকতে পারে ?

প্রথম — বিশ্বাস করুন, যদি মৃত্যুর পূর্বেই না পচনে ধ'রে থাকে—কি বলব, আজকাল এমন অনেক শবদেহ পাচ্ছি, যা সম্যধি-গহ্বরে শায়িত করারই অবসর দেয় না,—তা, ঐ যে বললাম, যদি মৃত্যুর পূর্বেই না পচনে ধ'রে থাকে, তবে আট কি নয় বৎসর পর্যন্ত ঠিকই থাকে। চর্ম ব্যবসায়ী হ'লে তো নয় বৎসর নিশ্চয়।

হ্যামলেট — কেন, সে কেন অন্যের চেয়ে বেশী ?

প্রথম — কেন মহাশয়, ব্যবসায়ের দরুণ গাত্রচর্ম তার চর্মায়ে এমনই লিপ্ত যে জলকে বহুদিন প্রতিরোধ করতে পারবে; আর আপনার জলীয় অংশ আপনার এই বেশ্যানন্দনের মত মৃতদেহটিকে অতি দ্রুত ক্ষয় ক'রে দেবে। এই আর একটি করোটি; এটি মৃত্তিকামধ্যে ছিল তেইশ বৎসর।

হ্যামলেট — কার এটি ?

প্রথম — উন্মাদ আর এক বেশ্যানন্দনের। আপনার কি মনে হয়, কার এটি ?

হ্যামলেট — না, আমি জানিই না।

প্রথম — উন্মাদ এই দুর্জনটার ওপর আস্ত একটা মহামারী নেমে আসুক। এ একবার আমার মাথায় এক কলসী রাইন-মদ ঢেলে দিয়েছিল। এই একই করোটি মহাশয়, ইয়োরিকের করোটি, রাজ-বিদূষক ইয়োরিক।

হ্যামলেট — এইটে?

প্রথম — হ্যাঁ, এইটেই।

হ্যামলেট — কই দেখি। (করোটি লইয়া) হায় হতভাগ্য ইয়োরিক! আমি একে জানতাম হোরেশিও: অফুরন্ত রসিকতা, অপরূপ কল্পনাশক্তি; কত সহস্রবারই না আমাকে আপন পৃষ্ঠে বহন করেছে! আর আজ আমার কল্পনায় কতই না ঘৃণ্য। চিন্তাতেই বমনোদ্রেক বিরক্তি। এইখানে ছিল ওষ্ঠাধর, কতবারই যে চুম্বন করেছি, তা আমার নিজেরও মনে নেই। আজ কোথায় তোমার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, তোমার লম্ফ-ঝম্প, কোথায়ই বা তোমার গান, তোমার রসিকতার চমক, যা একদিন সভাস্থল অট্টহাস্যে ধ্বনিত ক'রে তুলত? আজ তোমার ঐ চিবুকহীন দন্তভঙ্গীতে আনন্দ পাবার মত একজনও কি নেই? এখন যাও, আমার নায়িকার কক্ষে গিয়ে ব'লে এসো, যত স্থূল অবলেপেই সে তার আনন রঞ্জিত করুক, এই অপরূপে তাকে আসতেই হবে; এই রসিকতায় তাকে হাস্যে মুখরিত কর। প্রার্থনা হোরেশিও, একটা কথা আমাকে বল তো।

হোরেশিও — কি কথা প্রভু?

হ্যামলেট — তোমার কি মনে হয় সমাধিমৃত্তিকায় আলেকজাণ্ডারকেও এইমত দেখাত ?

হোরেশিও — এই মতই।

হ্যামলেট — এইমত দুর্গন্ধও কি নির্গত হ'ত ? প্যাঃ !

(করোটি ভূমিতে নিক্ষেপ করে)

হোরেশিও — এইমতই প্রভু।

হ্যামলেট — কী জঘন্য নিয়োগেই না আমাদের প্রত্যাবর্তন হেরেশিও ! আচ্ছা, আলেক্‌জাণ্ডারের অবশেষ সেই মহান ধূলিকণাকে আমরা কল্পনায় অনুসরণ করি না কেন ? যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি নিজেকে মদ্যাধারের ছিদ্রবন্ধরূপে নিযুক্ত করছেন ?

হোরেশিও — এইমত চিন্তায় কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত মনন প্রভু।

হ্যামলেট — না বিশ্বাস রাখ, বিন্দুমাত্রও অতিরিক্ত নয় ; বাহুল্যবর্জিত যথেষ্ট বিনয়ে আমরা তাঁকে ঐ পর্যন্ত অনুসরণ ক'রে এইভাবে প্রতিপন্ন করব, আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হ'ল, আলেকজাণ্ডার সমাধিস্থ হলেন, আলেকজাণ্ডার ধূলিতে পরিণত ; ধূলি অর্থে মৃত্তিকা ; মৃত্তিকা আমরা পলিতে কঠিন করি ; সেই গুরুভার-মৃত্তিকায় রূপান্তরিত তিনি —সেই মৃত্তিকার ছিদ্রবন্ধে লোকেরা কেনই বা মদ্যাধার বন্ধ করতে সক্ষম হবে না ?

সম্রাট সীজর, মৃত আর মৃত্তিকায় পরিণত,
রন্ধ্রমুখ বন্ধ ক'রে হয়তো বা দূর করে বায়ুর প্রবাহ।
ও, সেই সে মৃত্তিকা, পৃথিবীকে রেখেছিল ভীতির আয়ত্তে, আজ শুধু প্রাচীরের ছিদ্রবন্ধ, নির্বাসিত করে শুধু শৈত্যের ক্রটির প্রদাহ।

কিন্তু ধীরে! ধীরে ক্ষণকাল! ঐ রাজা আসছেন।

(প্রবেশ : শবাধারসহ শোকযাত্রায় রাজা, রানী ও লেয়ার্টেস, সঙ্গে পুরোহিত ও মাননীয় পারিষদ বর্গ।)

মহিষী, পারিষদ বর্গ। এরা কার অনুসরণে? আর এইমত অঙ্গহীন অনুষ্ঠান? দেখে মনে হয়, আশাহত হস্ত এক নিয়েছে নিজের প্রাণ, এরা যেন তারই শবের অনুগমন করে। নিশ্চয় পদস্থ কোন জন। ক্ষণকাল অবনত হ'য়ে লক্ষ রাখি।

(হোরেশিও সহ অল্প-অন্তরালে প্রস্থান।)

লেয়ার্টেস করণীয় অনুষ্ঠান-আরো কি সব আছে যেন?

হ্যামলেট ঐ দেখ, লেয়ার্টেস্—মহান যুবক এক।

লেয়ার্টেস আরো কি সব আছে যেন?

পুরোহিত সঙ্গতির শেষমাত্রা পর্যন্ত তার অন্ত্যেষ্টি কার্য নিষ্পন্ন করেছি। মৃত্যু তার সাংশয়িক, ঐ মহান আদেশ ধর্মের বিধিকে অতিক্রম করেছে, নয় তো, শেষ বিচারের তূর্যধ্বনি পর্যন্ত অশুদ্ধ-অবস্থানে তাকে সমাধি-মৃত্তিকায় শায়িত থাকতে হ'ত; প্রার্থনার করুণা নয়, খর্পর বর্ষিত হ'ত, নিক্ষিপ্ত হ'ত প্রস্তর-কঙ্কর; পরিবর্তে সে পেয়েছে কুমারীর যোগ্য ফুলসাজ, সমাধির পুষ্প-আবরণ, ঘণ্টার স্বননে আর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় পেয়েছে সে শেষের বিশ্রাম।

লেয়ার্টেস্ আর করণীয় কিছুই কি নেই?

পুরোহিত না, আর কিছু নয়। শান্তিতে নির্গত যে প্রাণ, শুধু তারই জন্য মহান স্তবগান অথবা ঐ-মত অন্য অনুষ্ঠান; সে-কৃত্যপালনে মৃতের অন্ত্যোষ্টি-বিধি দোষ-দুষ্ট হবে।

লেয়ার্টেস — তবে মৃত্তিকায় শায়িত করো; তার ঐ সুন্দর অকলঙ্কিত দেহ হ'তে বসন্ত-পুষ্প প্রস্ফুটিত হ'ক। শোন তুমি নিষ্ঠুর পুরোহিত, তুমি যখন শেষ-শয়নে কুৎসিত চিৎকার করছ, তখন আমার ভগ্নী দিব্যাঙ্গনা রূপে প্রতিভাত হবে।

হ্যামলেট — কী! মনোরমা ওফেলিয়া!

রানী — প্রিয় হ'তে প্রিয়তমা: বিদায়। (ফুল ছড়াইয়া দিলেন।) আশা ছিল তুই আমার হ্যামলেটের বধূ হবি; সমাধি নয়, মনে ছিল—ফুলেতে সজ্জিত হবে বধূশয্যা তোর।

লেয়ার্টেস — ওহ্, ত্রিগুণ বিষাদ দশগুণ তিন হ'য়ে সেই অভিশপ্ত মস্তকে নেমে আসুক, সেই-সে দুর্জন, যার দুরাচার তোকে তোর সারল্যে-অনতিক্রান্ত ধীশক্তি থেকে বঞ্চিত করেছে! ক্ষণকাল মৃত্তিকা-নিক্ষেপ হ'তে বিরত হও, আর একবার ওকে আমি আমার বাহুর মধ্যে নিই! (সমাধি গহ্বরে ঝম্প-প্রদান) এখন বর্ষণ কর, যতক্ষণ না পর্যন্ত ভূমিসমতল প্রাচীন পেলিয়নকে অথবা আকাশ-নীল অলিম্পাস্‌কে উচ্চতায় অতিক্রম ক'রে যায় ততক্ষণ এই জীবিতের আর মৃতের উপর মৃত্তিকা বর্ষণ কর।

হ্যামলেট — (অগ্রসর হইয়া) কে সেই জন শোক যার এতই সোচ্চার, বেদনার ভাষা যার আবর্তমান তারকাপুঞ্জকে বিস্ময়াহত শ্রোতার মত মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে গতিস্তব্ধ করে? আমি হ্যামলেট, ডেন্‌, ডেন্‌ হ্যামলেট আমি। (সমাধি গহ্বরে ঝম্পপ্রদান)

লেয়ার্টেস্ শয়তান তোর আত্মাকে গ্রহণ করুক।

(প্রায় মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়)

হ্যামলেট প্রার্থনায় তুমি পটু নও। আমার অনুরোধ আমার কণ্ঠদেশ হ'তে তোমার অঙ্গুলী অপসৃত কর; ক্রোধে যদিও আমি হঠকারী নই, তবুও আমার মধ্যে বিপদ আছে, তোমার বুদ্ধি তোমাকে সে বিপদে ভীত করুক। কর্ অপসৃত কর।

রাজা ওদের পৃথক কর।

রানী হ্যামলেট! হ্যামলেট!

সকলে ক্ষান্ত হ'ন ভদ্রেরা!

হোরেশিও শান্ত হ'ন সুকৃত স্বামীন।

(অনুচরবর্গ তাহাদের পৃথক করে। তাহারা সমাধি-গহ্বর হইতে বাহিরে আসে।)

হ্যামলেট কেন, এই যদি বিষয় হয় তবে যতক্ষণ না আঁখিপল্লব অপলক হয় ততক্ষণ আমি ওর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে সম্মত আছি।

রানী কোন সে বিষয় পুত্র?

হ্যামলেট যে আমি ওফেলিয়াকে ভালবাসি: এক কেন, চল্লিশ সহস্র ভ্রাতার সমস্ত ভালবাসার পরিমাণও সমষ্টিতে আমার প্রেমের সমান নয়, বল, তার জন্য তুমি কী করতে প্রস্তুত?

রাজা ও, এ উন্মাদ, লেয়ার্টেস্!

রানী ঈশ্বর প্রেমের দিব্য, ওর নিকট হ'তে দূরে থাক।

হ্যামলেট পবিত্র ক্ষতস্থানের শপথ, কই দেখাও, কী তুমি করতে

প্রস্তুত : ক্রন্দন, দ্বন্দ্বযুদ্ধ, উপবাস, আত্মবিদারণ, সির্কাপান, কুম্ভীরমাংস-ভক্ষণ ? আমিও করব। তোমার ঐ অনুনাসিক-রোদনের জন্যই কি এখানে এসেছ ? তার সমাধি মধ্যে ঝম্প প্রদান ক'রে আমাকে লজ্জায় ধিকৃত করতে ? তবে দ্রুত সমাধিস্থ হও, আমিও হব। আর তোমার কল্পনায় যদি পর্বতের মিথ্যা অহঙ্কার, তবে এরা আমাদের উপর কোটি যোজন মৃত্তিকা নিক্ষেপ করুক, আমাদের ভূমিসমতল উচ্চশীর্ষ হ'য়ে সৌরদহনে দহিত হ'ক, সু-উচ্চ ওস্‌সাকে তিল-প্রমাণে প্রমাণিত করুক ! না, যত তুমি মুখেতে বাচাল, নিরর্থক জল্পনায় ততই সমর্থ আমি।

রানী এ তো শুধুই উন্মত্ততা ; এ-বিকার এইভাবে কিছুক্ষণ কার্যকরী থাকবে ; তারপর, স্বর্ণোজ্জ্বল শাবকের বহিরাগমনে ধৈর্যে ধীর বিহঙ্গমীর মত অবসন্ন-স্তব্ধতার আনত-বিশ্রান্তি।

হ্যামলেট শুনছেন ভদ্র, আপনি যে আমাকে এইমত ব্যবহার করছেন, কী এর কারণ ? আমি তো আপনাকে চিরদিন ভালবেসেছি। কিন্তু তাতে কী-ই বা আসে যায়। ঐ-হার্‌কিউলেস্‌ যা ইচ্ছা তাই করুন, এখন তো বিড়ালের মার্জারস্বর, কুক্কুরের দিন নিশ্চয় আসবে।

(প্রস্থান)

রাজা আমার অনুরোধ সুভদ্র হোরেশিও, ওঁকে দেখ !

(হোরেশিওর প্রস্থান)

(লেয়ার্টেস্‌কে) আমাদের গতরাত্রির আলাপনে ধৈর্যকে বলবান কর ; আমরা এই নিবন্ধকে এই মুহূর্তেই বিচারে প্রয়োগ করব ! প্রিয়তমা গার্ট্রুড্‌, পুত্রের প্রতি একটু দৃষ্টি রাখ ! এ-সমাধির স্মৃতিস্তম্ভ জীবনের অর্ঘে চিরস্থায়ী হবে। আসন্নপ্রায় শান্তির সময় ; এস, ততক্ষণ ধৈর্য ধ'রে আমরা কার্যক্রমে অগ্রসর হই।

(প্রস্থান)

।। পঞ্চম অঙ্ক ।।

।। দ্বিতীয় দৃশ্য ।।

এল্‌সিনোর। দুর্গপ্রাসাদ।

(প্রবেশ ঃ হ্যামলেট ও হোরেশিও)

হ্যামলেট — এ-সম্পর্কে যথেষ্ট হ'ল ভদ্র; এখন অন্যটিতে আসা যাক! ঘটনা সমস্ত তোমার মনে আছে নিশ্চয়?

হোরেশিও — মনে আছে প্রভু।

হ্যামলেট — জান ভদ্র, অন্তরের অন্তস্থলে কী যেন এক দ্বন্দ্ব আমাকে নিদ্রা হ'তে বিরত করে। মনে হয়, শৃঙ্খলাবদ্ধ বিদ্রোহী অপেক্ষাও হীনতর অবস্থা আমার। তারপর অতি দ্রুত—আর এ-সম্পর্কে প্রশংসা দ্রুতিরই প্রাপ্য—জেন হোরেশিও, চিন্তায় গভীর পরিকল্পনা যখন ব্যর্থতায় বিস্বাদ, তখন দ্রুত-সিদ্ধান্তে অনেক সময় আমরা উপকৃতই হই; আমাদের এই শিক্ষাই পাওয়া উচিত যে আমাদের মনোমত অথচ অনিপুণ-গঠনকে অতিক্রম ক'রে দৈব আমাদের পরিণামকে তার ইচ্ছামত-আকারই দান করে।

হোরেশিও — অতীব নিশ্চয়।

হ্যামলেট — সামুদ্রিক অঙ্গবাসের লঘু-পরিধান, যেন উত্তরীয় মাত্র; অন্ধকারে তাদের অনুসন্ধানে সংশয়ান্বিত পদক্ষেপে আমি আমার কক্ষ হ'তে নির্গত হলাম; অভিলাষ পূর্ণ হ'ল; তাদের পুলিন্দাটি অপহরণ ক'রে অবশেষে নিজকক্ষে

ফিরে এলাম; তাদের ঐ মহান সনন্দের রহস্য উদ্‌ঘাটনের দুঃসাহসে আমার দুশ্চিন্তা যোগ্য আচরণ পর্যন্ত বিস্মৃত হয়েছিল। সেই-সে সনন্দ, তার মধ্যে আমি আবিষ্কার করলাম হোরেশিও,···আহ্‌, রাজকীয় বিশ্বাসঘাতকতা! নিশ্চিত-নির্দেশ, নানা যুক্তির নানা অলঙ্কার, সম্পর্কিত ডেনমার্কের মঙ্গল আর ইংলণ্ডের কল্যাণ,···কিসের! হো!···জীবিত—আমি নাকি অনিষ্টকারী দানবের বিভীষিকা—তাই, প্রথম-পাঠেই, তিলমাত্র অবসর না দিয়ে, না, কুঠার শানিত করার জন্যও নয়, আমার মস্তক যেন দেহচ্যুত হয়।

হোরেশিও — এও কি সম্ভব?

হ্যামলেট — এই তো সেই নির্দেশ, আরো অবসরে প'ড়ে দেখো। শুনবে কি এখন কিভাবে অগ্রসর হ'লাম?

হোরেশিও — আমার অনুরোধ, বলুন।

হ্যামলেট — এইভাবে নারকী-চক্রান্ত জালে বেষ্টিত আমি; আমার বুদ্ধিবৃত্তির কাছে প্রস্তাবনার পূর্বেই তারা তাদের নাটক আরম্ভ ক'রে দিল। উপবিষ্ট হ'লাম; নূতন সনন্দ-পত্র উদ্ভাবিত হ'ল; পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লিপিবদ্ধ করলাম। আমাদের রাষ্ট্রবিৎদের মত একসময় আমারও মত ছিল—সুন্দর হস্তাক্ষর অবরতারই পরিচয়, তাই সেই লিপিশিক্ষা বিস্মৃত হবার জন্য অনেক পরিশ্রমই করেছিলাম, কিন্তু ভদ্র, এখন সেই শিক্ষা অনুগত সেবকের ধর্মই পালন করেছে। আমি যা লিখেছি তার তাৎপর্য জানতে ইচ্ছা কর?

হোরেশিও করি প্রভু।

হ্যামলেট রাজার নিকট হ'তে ব্যগ্র অনুনয়, ইংলণ্ড যেহেতু ডেনমার্কের বিশ্বস্ত এক অনুগত রাষ্ট্র, দুই দেশের মধ্যে প্রীতি যেহেতু তালবৃক্ষের মতই বর্ধমান, শস্য-সমৃদ্ধির পরিচ্ছদে শান্তিই যেহেতু দুই দেশের বন্ধুত্বের মধ্যে সংযোগচিহ্ন, এইমত মহাদায়িত্বে আরো কত হেত্বর্থে-প্রয়োগ,—যেন পত্রধৃত-বিষয়ের অবগতি-মাত্রেই, বিবেচনায় কালের অপব্যয় না ক'রে, তা সে অল্পই হ'ক আর অধিকই হ'ক, পাপ-স্বীকৃতির অবসর পর্যন্ত না দিয়েই, ইংলণ্ডরাজ এই পত্রবাহকদের অকস্মাৎ-মৃত্যুদণ্ডে বধ করেন।

হোরেশিও এ-নির্দেশ মুদ্রাঙ্কিত হ'ল কি ক'রে?

হ্যামলেট কেন, সেখানেও তো দৈবেরই ব্যবস্থাপনা। আমার অর্থাধারে ছিল আমার পিতার মুদ্রাঙ্কিত অঙ্গুরীয়, ডেনমার্কের রাজকীয় মুদ্রারই অবিকল অনুকরণ! অন্যটির আকারে উপস্থাপিত ক'রে পিতার স্বাক্ষরে স্বাক্ষরিত করলাম; মুদ্রাঙ্কিত ঐ অনুকৃতি নিরাপদে যথাস্থানে রক্ষিত হ'ল, নির্দেশ-পত্রের এই পরিবর্তন কিন্তু অজ্ঞাতই রইল। পরদিবসেই আমাদের ঐ নৌযুদ্ধ; আর পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে তুমি তো ইতিমধ্যেই অবহিত।

হোরেশিও তা হ'লে নিহত হ'ল রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্‌ আর গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্‌।

হ্যামলেট কেন হোরেশিও, তারা তো স্বেচ্ছায় এ নিয়োগ গ্রহণ করেছে; তারা তো আমার বিবেকের প্রতিবেশ পর্যন্ত

স্পর্শ করে না; অনধিকারী তারা, এই পরাজয় তো তাদের ইচ্ছাকৃত কুচক্রেরই পরিণতি: শক্তিমান বিবাদীদের উত্তেজিত ক্রুদ্ধ অসিমুখের ঘাত-প্রতিঘাত, তার মধ্যে ইতরজনের অনধিকার আগমন বিপজ্জনক নিশ্চয়।

হোরেশিও আশ্চর্য; এ কেমন রাজা!

হ্যামলেট এখন তোমার মনে হচ্ছে না—যে আমার রাজাকে হত্যা করেছে, আমার মাতাকে ভ্রষ্টায় পরিণত করেছে, আমার আকাঙ্খা আর নির্বাচনের মধ্যে যার অনধিকার-প্রবেশ, আমার জীবনের জন্য এমন কৌশলে যার অঙ্কুশ-নিক্ষেপ, এই বাহু দিয়ে তাকে নিধন করাই আমার কর্তব্য, আমার নির্ভুল বিবেক? প্রকৃতির এই কলঙ্ককে যদি আমরা আরো মন্দে অগ্রসর হ'তে দিই, তবে কি নরকের অভিশাপে অভিশপ্ত হব না?

হোরেশিও তাঁর এই নিবন্ধের পরিণতি তিনি অবশ্য ইংলণ্ড হ'তে অল্প সময়ের মধ্যেই জ্ঞাত হবেন!

হ্যামলেট অল্প সে সময়; কিন্তু আমারই সেই অন্তবর্তী কাল, আর মানুষের জীবন—সে তো গণনায় 'এক' যতক্ষণ। কিন্তু আমি অতীব দুঃখিত সুকৃত হোরেশিও, লেয়ার্টেসের কাছে আমি নিজেকে বিস্মৃত হয়েছিলাম; অথচ আমার শোকের প্রতিচ্ছবিতে আমি দেখি তারই বিষাদের প্রতিকৃতি। অবশ্যই আমি তার শুভেচ্ছা প্রার্থনা করব, কিন্তু তার শোকের আতিশয্য নিশ্চয় আমাকে অত্যন্ত আবেগে স্থাপিত করেছিল।

হোরেশিও — শান্ত হ'ন! কে যেন আসে?

(যুবক অস্রিকের প্রবেশ)

অস্রিক্ — ডেনমার্ক-প্রত্যাবর্তনে স্বাগত হ'ল প্রভুর মহিমা।

হ্যামলেট — আমার বিনীত ধন্যবাদ ভদ্র। (জনান্তিকে, হোরেশিওকে) এই মশকটিকে জান?

হোরেশিও — (জনান্তিকে, হ্যামলেটকে) না প্রভু!

হ্যামলেট — (জনান্তিকে, হোরেশিওকে) তোমার অবস্থা আমার থেকে ভালই; কারণ একে জানাও পাপ। এর প্রচুর ভূসম্পত্তি—শস্যেতে উর্বর। কিন্তু পশু যদি পশুর প্রভু হয়, তবে পশুর ভোজনপাত্রও রাজকীয় ভোজনাগারে স্থাপিত থাকে। বক্রচঞ্চু বায়স বিশেষ; কিন্তু ঐ যে বললাম—অধিকারে প্রচুর ভূসম্পত্তি মৃত্তিকা-মলিন।

অস্রিক্ — সুপ্রিয় স্বামীন, যদি মহিমান্বিত প্রভু অবসরে থাকতেন, তবে রাজমহিমা প্রেরিত এক নিবন্ধ আপনাকে নিবেদন করতাম।

হ্যামলেট — উদ্যমের সর্বসাধ্যে আপনার নিবন্ধ গ্রহণ করব ভদ্র। তবে আপনার টুপিটিকে উপযুক্ত নিয়োগে প্রয়োগ করুন; ওটি মস্তকের জন্য।

অস্রিক্ — প্রভুর মহিমাকে ধন্যবাদ; কিন্তু বড়ই উত্তাপ।

হ্যামলেট — না, বিশ্বাস করুন, অত্যন্ত শীতল; বহিছে উত্তরবায়।

অস্রিক্ — হ্যাঁ—পরিমিত পরিমাণে শীতলই বটে প্রভু।

হ্যামলেট — কিন্তু তবু আমার মনে হয়, স্থিরোষ্ণ এ বায়ু আমার প্রকৃতির পক্ষে বড়ই তপ্ত।

অস্রিক্ — অত্যন্ত প্রভু; কীভাবে হ'ল বলতে পারি না; কিন্তু

বড়ই তপ্ত। কিন্তু প্রভু, রাজমহিমার আদেশ—তিনি যে আপনার উপর বড় অঙ্কের বাজী রেখেছেন, এ-কথা আমি যেন ইঙ্গিতে আপনার নিকট ব্যক্ত করি।

হ্যামলেট ভদ্র, নিবন্ধ এই যে—আমার অনুরোধ আপনি স্মরণ রাখুন।

(হ্যামলেট তাহাকে টুপি মাথায় পরিতে ইঙ্গিত করেন।)

অস্রিক্ না, সুকৃত স্বামীন; বিশ্বাস করুন, এ শুধু আমার স্বাচ্ছন্দের জন্য। ভদ্র, সম্প্রতি লেয়ার্টেস রাজসভায় প্রত্যাবর্তন করেছেন; বিশ্বাস করুন, সঙ্গেতে বিনয়নম্র, সুষমায় সুষ্ঠু, পরমগুণরাজি গুণান্বিত, ত্রুটিহীন ভদ্রজন এক। বাস্তবিক, সত্যানুভূতিতে যদি বলি, তবে তিনি ভদ্রতার নির্দেশপত্র; ভদ্রজনেরা তাঁকে যে বিশেষেই দেখতে ইচ্ছা করুন, তিনি সেই বিশেষেই বিশেষিত।

হ্যামলেট তাঁর স্বরূপের বিকৃতি তো আপনার বর্ণনার সাধ্যে নেই ভদ্র; আমি জানি, গুণানুযায়ী তাঁর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ স্মৃতির গণিতকে যে শুধু বিভ্রান্ত করবে তা নয়, সংখ্যাতীত সেই গুণরাজি দ্রুতপ্রবাহে তাঁকে অতিক্রমও ক'রে যাবে। সত্যপ্রশংসায় বলি, অমূল্য সেই মহাপ্রাণ, দুর্লভ বিরল গুণাবলীর এমনই মিশ্রন যে বর্ণনার অতীত, মুকুরধৃত প্রতিবিম্বই একমাত্র তুলনা, আর তাঁর অনুকারী—সে শুধু প্রচ্ছায়া মাত্র, আর কিছু নয়।

অস্রিক বর্ণনায় নির্ভুল দেখি প্রভুর মহিমা।

হ্যামলেট সম্পর্কিত বিষয় ভদ্র? কেন আমরা ঐ ভদ্রজনকে আমাদের দূষিত নিঃশ্বাসে আবৃত করছি?

অস্রিক — ভদ্র ?

হোরেশিও — (জনান্তিকে, হ্যামলেটকে) অন্যভাবে কি অর্থবোধ সম্ভব নয় ? বাস্তবিক, আপনি নিশ্চয় পারেন ভদ্র।

হ্যামলেট — এই ভদ্রলোকের নাম নেওয়ার উদ্দেশ্য কি ?

অস্রিক — কার ? লেয়ার্টেসের ?

হোরেশিও — (জনান্তিকে) আধার ইতিমধ্যেই শূন্য ; স্বর্ণোজ্জ্বল শব্দরাজি নিঃশেষে ব্যয়িত।

হ্যামলেট — তারই ভদ্র।

অস্রিক — আমি জানি এ-সম্পর্কে আপনি অজ্ঞ নন যে—

হ্যামলেট — সত্য সত্যই যদি আপনি জানতেন ভদ্র! অবশ্য আমার বিশ্বাস, যদি আপনি জানতেনই ভদ্র, তবে সে-জানাও আমার পক্ষে কীর্তিকর হ'ত না!

অস্রিক — এ-সম্পর্কে তো আপনি অজ্ঞ নন্—কত নিপুণ এই লেয়ার্টেস—

হ্যামলেট — স্বীকার করার সাহস আমার নেই, পাছে তাঁর নৈপুণ্যের তুলনা আনি, কিন্তু কোন ব্যক্তিকে ভালমতে জানা নিজেকে জানারই সমান।

অস্রিক — বলতে চাইছিলাম ভদ্র, অস্ত্রের ব্যবহারে ; লোকারোপিত বিশ্রুতি, নৈপুণ্যে অতুল তিনি।

হ্যামলেট — কী তাঁর অস্ত্র ?

অস্রিক — কিরিচ আর সূচীমুখ লঘু তরবারি।

হ্যামলেট — বেশ এই দুই অস্ত্র—তারপর—

অস্রিক — রাজা তাঁর সঙ্গে পণ রেখেছেন ভদ্র, ছ'টি আরবী ঘোটক ; প্রতিপক্ষে, আমি যতদূর জানি, তাঁর

ছ'টি ফরাসীস্‌ তরবারি আর কিরিচ, তাদের সমস্ত আনুষঙ্গিক, যেমন ধরুন, কটিবন্ধ, চর্মবন্ধনী, ইত্যাদি —আবার বিশ্বাস করুন, অসিবাহকের মধ্যে তিনটি কিন্তু অতীব মনোরম, ধারণীর একান্ত উপযুক্ত, অলংকরণের প্রাচুর্যে অতীব সুচারু।

হ্যামলেট অসিবাহক কাকে বলছেন ?

হোরেশিও (জনান্তিকে, হ্যামলেটকে) জানতাম, হৃদয়ঙ্গম করার পূর্বে আপনাকে পার্শ্ব-ব্যাখ্যায় উদ্বুদ্ধ হ'তে হবে।

অস্রিক কেন ভদ্র, চর্মবন্ধনীই তো অসিবাহক।

হ্যামলেট শব্দটি অর্থে যোগ্যতর হ'তে পারত, যদি আমরা পার্শ্বে কামান স্থাপন করতে পারতাম। ততক্ষণ পর্যন্ত চর্মবন্ধনীই থাক। কিন্তু তারপর; ছটি ফরাসীস্‌ তরবারি, তাদের আনুষঙ্গিক, আর অলংকরণ-প্রাচুর্যে উশৃঙ্খল তিনটি অসিবাহক, প্রতিপক্ষে ছ'টি আরবি ঘোটক; এই হ'ল ডেনের প্রতিপক্ষে ফরাসীপণ। কিন্তু এই যে আপনি পণের কথা বলছেন, কেন এই সমস্ত পণ ?

অস্রিক রাজা তাঁর সঙ্গে পণ রেখেছেন ভদ্র; বলেছেন যে, আপনার আর তাঁর মধ্যে দ্বাদশবার মাত্র অসি সঞ্চালন —তাঁর আঘাতের সংখ্যাধিক্য কিন্তু তিনকে অতিক্রম করবে না; তিনি পণ রেখেছেন, প্রতি নয়ে দ্বাদশ; এখন যদি প্রভুর মহিমা এই আহ্বানে অনুমতি প্রদান করেন, তবে মুহূর্তের বিচারেই পরীক্ষিত হয়।

হ্যামলেট আর উত্তরে যদি আমি 'না' বলি ?

অস্রিক কিন্তু প্রভু, আপনাকে প্রতিপক্ষে রেখেই যে এই শক্তির পরীক্ষা।

হ্যামলেট এখানে ভদ্র, এই দীর্ঘ কক্ষে আমার পাদচারনা। রাজমহিমার যদি অভিপ্রায় হয়, তবে আমার দৈনন্দিন ব্যায়ামও ঐ; তারপর অসি আনীত হ'ক, উক্ত ভদ্রজন অভিলষিত হ'ন, রাজা তাঁর পণে আবদ্ধ থাকুন, সমর্থ যদি হই তবে তাঁর পক্ষে পণে নিশ্চয় জয়লাভ করব; আর যদি না হই, তবে লজ্জা আর বিক্ষিপ্ত-আঘাত, প্রাপ্তি শুধ এইমাত্র, আর কিছু নয়।

অস্রিক এই মত প্রত্যুত্তরে কি আপনাকে উপস্থিত করব?

হ্যামলেট প্রত্যুত্তর এইমতই ভদ্র, ভাষা আপনার অভিরুচী

অস্রিক প্রভুর মহিমায় আমার কর্তব্যের আনুরক্তি।

হ্যামলেট আমার ভদ্র, আমারই আনুগত্য আপনার প্রতি। (অস্রিকের প্রস্থান) ভাল হয়, যদি স্বমহিমা-কীর্তনে নিযুক্ত থাকে, কারণ অন্য কারো জিহ্বা তো এর প্রশংসায় মুখর হবে না।

হোরেশিও মস্তকেতে অণ্ডের অবশেষ, সদ্যোজাত এই ভৃঙ্গের দ্রুত স্থানত্যাগ।

হ্যামলেট আরে ভদ্র, স্তন্যপান করার পূর্বে স্তনাগ্রের সঙ্গেও তো ও সৌজন্য বিধি পালন করেছিল। এইমত ও, আর ঐ দলের আরও অনেক দলী—আমি জানি, অকিঞ্চিৎকর এই কালের ওদের প্রতি এক নির্বোধের আসক্তি—সৌজন্যের বহিরঙ্গে অভ্যস্ত ওরা, কালের

ছন্দেতে ওরা মুখর বাচাল—ফেনময় বুদ্‌বুদের সমাহার—
নির্বাচিতের মতামতে গ্রাহ্য ওরা সব; পরীক্ষা-প্রবাহে
রাখ, নিঃশেষিত বুদ্‌বুদ্‌নিচয়।

(জনৈক পারিষদের প্রবেশ)

পারিষদ — প্রভু, রাজমহিমা যুবক অস্রিককে আপনার নিকট প্রেরণ করেছিলেন, সে তাঁকে সংবাদ দিয়েছে, আপনি সভাকক্ষে তাঁর অপেক্ষায় থাকবেন। তিনি সংবাদ নিতে পাঠালেন, লেয়ার্টেসের সঙ্গে অসিক্রীড়ায় আপনি আপনি কি ইচ্ছুক, না, আরও দীর্ঘ সময় গ্রহণের অভিলাষ।

হ্যামলেট — আমার অভিলাষে আমি স্থির; তারা রাজার অভিরুচীকে অনুসরণ করে; তিনি যদি উপযুক্ত ব'লে মনে করেন, আমিও প্রস্তুত—অথবা, অন্য যে-কোন সময়, অবশ্য আমি যদি বর্তমানের মতই সমর্থ থাকি।

পারিষদ — রাজা, রানী, আর পারিষদবর্গ, সকলেই আসছেন।

হ্যামলেট — উপযুক্ত সময়েই আসছেন।

পারিষদ — মহিষীর ইচ্ছা, ক্রীড়ারম্ভের পূর্বে লেয়ার্টেসকে আপনি যেন ভদ্রোচিত সৎকারে আনন্দিত করেন।

হ্যামলেট — তিনি ভালই উপদেশ দিয়েছেন। (পারিষদের প্রস্থান)

হোরেশিও — আপনি কিন্তু এই বাজীতে পরাজিত হবেন প্রভু।

হ্যামলেট — আমার তা মনে হয় না। ওঁর ফ্রান্সে যাওয়ার পর হ'তে আমি নিয়মিত অভ্যাসে অভ্যস্ত আছি। শর্তের যে বৈষম্য, তাতে আমি জয়ী হব। কিন্তু এইখানে, এই আমার অন্তঃকরণ—এ যে বিষাদে কত খিন্ন, তা তুমি

কল্পনাও করতে পার না; কিন্তু যাক, সেটা কোন কথাই নয়।

হোরেশিও না, না, সুকৃত স্বামীন—

হ্যামলেট নিছক মূঢ়তা মাত্র; তবু কিন্তু নারীমনকে ব্যস্ত করার সম্ভাবনা আছে—এক এমনই সংশয়।

হোরেশিও যদি আপনার মনে কোন কিছু সম্পর্কে বিরাগ থাকে তবে মনেরই নির্দেশ পালন করুন। এইস্থানে পদার্পণে আমি তাঁদের বিরত করব, বলব, আপনি প্রস্তুত নন্‌।

হ্যামলেট না, বিন্দুমাত্রও নয়, শুভাশুভ-সঙ্কেত আমরা স্পর্ধায় অগ্রাহ্য করি: চটকের মৃত্যুতেও নির্ধারিত-পরিণামের বিশেষ নির্দেশ। পরিণাম যদি এখনই আসে, তবে ভবিষ্যতে তা আগমনরহিত; যদি ভবিষ্যতে না আসে, তবে এখনই তার আগমন; আর যদি এখন না হয়, অথচ ভবিষ্যেতে হবেই—তবে প্রস্তুতিই তো সব। পিছনে যা পরিত্যক্ত হয় কিছুই যখন কারো নিজস্ব নয়, তখন যদি কিছু সময় অবশিষ্টই থাকে তাতেই বা কী? হ'ক, তাই হ'ক। (পীঠিকা সজ্জিত হয়। তূরীবাদন, দামামাধ্বনি। রাজকর্মচারী, সঙ্গে উপাধানসহ তরবারি ও ছুরিকা। প্রবেশ: রাজা, রানী, লেয়ার্টেস, এবং সমস্ত রাজপরিষদ।)

রাজা এস হ্যামলেট, স্বহস্তে গ্রহণ কর এই কর্‌।

[রাজা লেয়ার্টেসের কর্‌ হ্যামলেটের করে স্থাপিত করেন।]

হ্যামলেট আমাকে মার্জনা করুন ভদ্র। আপনার প্রতি আমি অন্যায় করেছি; কিন্তু আপনি সুভদ্র, আমাকে মার্জনা

করুন উপস্থিত এই ভদ্রমণ্ডলী জানেন, আপনিও নিশ্চয় শুনেছেন, যন্ত্রণাদায়ক সন্তাপে কী ভাবে সন্তপ্ত আমি। আমি যা করেছি তাতে যদি আপনার প্রকৃতি, সম্মান, আর বিরক্তি রূঢ়-জাগরণে জাগরিত হয়, তবে সে-কৃতকর্মকে আমি উন্মত্ততা ব'লেই ঘোষণা করি। লেয়ার্টেসের প্রতি অন্যায়—সে কী হ্যামলেটের? না, কখনো হ্যামলেটের নয়। হ্যামলেট যদি নিজস্ব সত্তা হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়, যখন সে নিজে নিজের স্বরূপে নেই তখন যদি সে লেয়ার্টেসের প্রতি অন্যায়-আচরণ করে, তবে সে-অন্যায় তো হ্যামলেটের কৃতকর্ম নয়, হ্যামলেট সে-অন্যায়কে অস্বীকার করে। তবে কার সেই কাজ? তার উন্মত্ততার। তাই যদি হয়, তবে হ্যামলেটও তো নিপীড়িতের মধ্যেই; উন্মত্ততাই তো হতভাগ্য হ্যামলেটের শত্রু। ভদ্র, এই সম্মেলন-সমক্ষে, ইচ্ছাকৃত অন্যায়-আচরণ সম্পর্কে আমার এই অস্বীকৃতি, আপনার উদার-চিন্তায় আমাকে এমনই কলঙ্ক-মুক্ত করুক, যেন মনে হয় অনবধান শরক্ষেপণে আমি আমার ভ্রাতাকেই আহত করেছি।

লেয়ার্টেস এ সম্পর্কে চূড়ান্ত প্রতিহিংসায় উত্তেজিত হওয়াই উচিত, তবু কিন্তু অনুভূতিতে আমি তৃপ্ত; কিন্তু আমার সম্মান-শর্তে আমি তো সুদূর একাকী, যতক্ষণ না বরিষ্ঠের অনুমোদন পাই, তাঁদের পরিচিত-সম্মানবিধি শান্তির পূর্বদৃষ্টান্ত উপস্থিত ক'রে যতক্ষণ না আমার নামকে ক্ষত-মুক্ত করে, ততক্ষণ তো কোন মীমাংসা

নেই। তবে হ্যাঁ, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যায় বিচার আমি করব না, আপনার প্রেমার্ঘ আমি প্রেম ব'লেই গ্রহণ করব।

হ্যামলেট আপনার কথা আমি মুক্তচিত্তেই নিলাম; সহজ-সরল অসিক্রীড়ায় এই ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের নিরসন করব। দাও, কৃত্রিম অসি আমাদের দাও। কই এস।

লেয়ার্টেস আমার জন্যও একখানি নিয়ে এস।

হ্যামলেট আপনার চাতুর্যের তরবারি তো আমি লেয়ার্টেস; আমার অজ্ঞতায় আপনার দক্ষতা অন্ধকার-রাত্রির নাক্ষত্রিক ঔজ্জ্বল্যে প্রতিভাত হবে।

লেয়ার্টেস আপনি আমাকে উপহাস করছেন ভদ্র।

হ্যামলেট না, আমার এই হস্তের দিব্য, উপহাস নয়।

রাজা এঁদের অসি দাও অস্রিক। ভ্রাতুষ্পুত্র হ্যামলেট, পণ তুমি জান তো?

হ্যামলেট ভালমতেই জানি প্রভু; রাজমহিমা দুর্বলতর পক্ষকেই সম্ভাবনার আধিক্যে রেখেছেন।

রাজা তাতে আমি ভীত নই; আমি তোমাদের উভয়কেই দেখেছি; অনুশীলনে উন্নত সে, পণ সে হেতু আমাদেরই পক্ষে।

লেয়ার্টেস অতি গুরুভার এই অসি; আর একখানি দেখি।

হ্যামলেট আমার এটি ভালই আছে। অসি সব দৈর্ঘ্যেতে সমান?

(উভয়ে অসি-ক্রীড়ার জন্য প্রস্তুত হন)

অস্রিক হ্যাঁ, সুকৃত স্বামীন।

রাজা ঐ পীঠিকায় আমার সম্মুখে মদ্যপাত্র সজ্জিত কর। আঘাতদানে হ্যামলেট যদি প্রথম অথবা দ্বিতীয় হয়,

অথবা তৃতীয় সাক্ষাতে যদি পূর্ব-আঘাতের প্রত্যুত্তর দেয়, তবে সমস্ত দুর্গপ্রাচীর তাদের কামানে অগ্নি-বর্ষণ করবে; হ্যামলেটের স্থায়ীত্বে রাজা করবেন স্বাস্থ্যপান, মদ্যপাত্রে মুক্তা নিক্ষিপ্ত হবে, পূর্বতন চারজন রাজার ডেনমার্ক-কিরীটধৃত রত্ন অপেক্ষাও সে মুক্তা মূল্যেতে অধিক। তুরীর পশ্চাতে নাকারা মুখরিত হ'ক, তুরীবাদন বাহিরের গোলন্দাজদের আদেশ করুক, গগন যেন কামানগর্জনে স্পন্দিত হয়, স্বর্গ যেন সে গর্জন পৃথিবীতে প্রতিধ্বনিত করে, 'ডেন্‌মার্ক-অধিপতি এখন হ্যামলেটের স্বাস্থ্যপান করছেন।' এস, আরম্ভ কর, বিচারকেরা দৃষ্টিতে সাবহিত হ'ন।

হ্যামলেট আসুন ভদ্র।

লেয়ার্টে'স আসুন স্বামীন।

হ্যামলেট এই এক।

লেয়ার্টে'স না।

হ্যামলেট বিচার?

অস্রিক আঘাত নিশ্চয়, অতি প্রত্যক্ষ এ আঘাত।

লেয়ার্টে'স ভাল, আবারো আসুন।

রাজা ক্ষণেক বিরতি, সুরা। হ্যামলেট, এ মুক্তা তোর; তোর স্বাস্থ্য এই পান। (নাকারাবাদন, তুরীবাদন, কামান গর্জন) দাও, ওকে মদ্যপাত্র দাও।

হ্যামলেট এ-ক্ষেপটি প্রথমে সমাপ্ত করি; ক্ষণেকের জন্য রাখুন। কই আসুন। (অসি ক্রীড়া) আর এক আঘাত; আপনি কি বলেন?

লেয়ার্টেস — স্পর্শ, শুধুমাত্র স্পর্শ। আমি স্বীকার করছি।

রাজা — পুত্র আমাদের নিশ্চয় জয়ী হবে।

রানী — স্বেদাক্ত সে, অতি দ্রুত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে। আয় হ্যামলেট আমার এই মুখ-মার্জনী দিয়ে তোর ললাট মার্জনা কর। রানী তোর সৌভাগ্য-কামনায় পান করে হ্যামলেট।

হ্যামলেট — ভাল ভদ্রে।

রাজা — না না গার্ট্রুড্। পান ক'রো না।

রানী — পান আমি করব স্বামীন ; আমার প্রার্থনা, আমায় মার্জনা করুন।

রাজা — (জনান্তিকে) বিষাক্ত ঐ পানপাত্র। বড় বিলম্ব হ'য়ে গেল।

হ্যামলেট — এখনও পানীয় গ্রহণ করার সাহস আমি করি না ভদ্রে ; তবে শীঘ্রই করব।

রানী — আয় তোর মুখ মুছিয়ে দিই।

লেয়ার্টেস — এবার আমি ওকে আঘাত করব প্রভু।

রাজা — আমার তা মনে হয় না।

লেয়ার্টেস — (জনান্তিকে) তবু কিন্তু বিবেকের প্রায় বিরুদ্ধে।

হ্যামলেট — আসুন, তৃতীয় আঘাতের জন্য প্রস্তুত হ'ন। ক্রীড়ায় আপনি বিলম্বিত লেয়ার্টেস, আমার অনুরোধ শ্রেষ্ঠশক্তি-নিয়োগে অসি-চালনা করুন। আমার আশঙ্কা, আপনি আমাকে অশক্ত ব'লে বিবেচনা করছেন।

লেয়ার্টেস — তাই বলছেন ? তবে আসুন। (অসিক্রীড়া)

অস্রিক — দু-দিকেই শূন্য।

লেয়ার্টেস — এবার দিচ্ছি আপনাকে। (লেয়ার্টেস হ্যামলেটকে

আহত করে! তারপর তুমুল দ্বন্দ্বে কিরীচ পরিবর্তন, হ্যামলেট লেয়ার্টেসকে আহত করে।)

রাজা ক্রোধোন্মত্ত ওরা, ওদের পৃথক কর।

হ্যামলেট না, আবারো আসুন। (রানীর পতন)

অস্রিক দেখুন, ওদিকে মহিষীকে দেখুন, হো!

হোরেশিও উভয় পক্ষেই রক্তপাত। কি হ'ল প্রভু?

অস্রিক কি হ'ল লেয়ার্টেস?

লেয়ার্টেস কেন, দীর্ঘচঞ্চু পক্ষীর মত নিজেই নিজের জালে ধৃত হয়েছি অস্রিক, নিজের বিশ্বাসঘাতকতায় আমি ন্যায্যই নিহত হয়েছি।

হ্যামলেট মহিষী কেমন আছেন?

রাজা ওদের ঐ রক্তপাত দেখে তিনি মূর্ছিত হয়েছেন।

রানী না, না, ঐ পানীয়, ঐ সুরা! প্রাণপ্রিয় হ্যামলেট আমার, ঐ পানীয়, ঐ সুরা; আমাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছে। (মৃত্যু)

হ্যামলেট ও, নারকী পাপাচার! হো! রুদ্ধ কর দ্বার! বিশ্বাস-ঘাতকতা! সন্ধানে নির্ণীত হ'ক!

লেয়ার্টেস এখানে তার উৎস হ্যামলেট। তুমিও নিহত হ্যামলেট; পৃথিবীর কোন ভেষজই তোমার উপকারে আসবে না। তোমার মধ্যে অর্ধঘণ্টার জীবনও আর অবশিষ্ট নেই; বিশ্বাসঘাতক সে-অস্ত্র এখন তোমার [illegible], বিষাক্ত তার তীক্ষ্ণ [illegible]মুখ। আমার [illegible] গেল আমারই বিরুদ্ধে. এখানে [illegible] পুনরুত্থান আর নাহি কভু: [illegible]

তোমার মাতা। কিন্তু আর তো সমর্থ নই। রাজা, দোষী ঐ রাজা।

হ্যামলেট — সূচীমুখ অগ্রভাগ, সেও তো বিষাক্ত! তবে হলাহল, তোর কাজ তুই কর। (রাজাকে ছুরিকাঘাত।)

সকলে — রাজদ্রোহ! রাজদ্রোহ!

রাজা — ও, আপনারা এখনও আমাকে রক্ষা করুন বন্ধুগণ; আমি আহত মাত্র।

হ্যামলেট — এই নে—অগম্যাসম্ভোগী জিঘাংসু ওরে অভিশপ্ত ডেন্ পান কর্ তুই এই বিষাক্ত তরল। তোর সেই মুক্তা— সে কি এই পানীয়ের মধ্যে? যা, আমার মাতাকে অনুসরণ কর। (রাজার মৃত্যু)

লেয়ার্টেস — ন্যায়দণ্ডে হয়েছে দণ্ডিত : এই যে বিষ, নিজহস্তে করেছে তার মাত্রা নির্ধারণ। মহান হ্যামলেট, আমার সঙ্গে মার্জনার বিনিময় করুন। আমার আর আমার পিতার মৃত্যুর দায়িত্ব আপনার নেই, আপনার মৃত্যুর দায়িত্বও যেন আমার উপর না আসে! (মৃত্যু)

হ্যামলেট — স্বর্গ আপনাকে সে-দায়িত্ব থেকে মুক্ত করুন, আমিও আপনাকে অনুসরণ করি। আমিও নিহত হোরেশিও। বিদায়, হতভাগিনী মহিষী! আপনারা, আকস্মিক এই ঘটনায় বিবর্ণ-মুখ, কম্পিত-দেহ, নারকী এই কর্মের মূক-সাক্ষ্যমাত্র অথবা শুধুই দর্শক,—যদি সময় থাকত— কিন্তু নিষ্ঠুর এই মৃত্যু-রাজদূত বন্দী করে কঠিন নিয়মে, —ও, আমি বলতে পারতাম,—কিন্তু থাক্, থাক ওই- কথা—হোরেশিও, আমিও নিহত; কিন্তু তুমি তো

জীবিত, অতৃপ্তের কাছে আমাকে যথার্থ-কারণে উপস্থিত ক'রো।

হোরেশিও বিশ্বাস রাখবেন না। প্রাচীন রোমীয় আমি ডেনের অধিক ; এখানে পানীয় এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে।

হ্যামলেট তুমি মানুষ—এই শর্তে ঐ পান পাত্র আমাকে দাও। কই দাও। স্বর্গের দিব্য, ঐ পাত্র আমাকে পেতেই হবে। ওহ্, ঈশ্বর! হোরেশিও, ঘটনা যদি এইমত অজ্ঞাত থাকে, তবে কী এক আহত-নাম রেখে যাব আমার পশ্চাতে! যদি কোনদিন তুমি তোমার অন্তরে আমাকে ধারণ ক'রে থাক তবে সামান্য-কাল স্বর্গসুখ হ'তে নিজেকে অনুপস্থিত রাখ, কর্কশ এই ধরণীতে তোমার যন্ত্রণার নিঃশ্বাস আমার এ-কাহিনী বিবৃত করুক। (দূরে সেনানী-পদধ্বনি, নিকটে কামান-গর্জন।) কিসের এই রণকোলাহল?

অস্রিক যুবক ফোর্‌টিন্‌ব্রাস্‌, বিজয়ী সে ফিরেছে পোল্যাণ্ড হ'তে, ইংলণ্ডের রাজপ্রতিনিধিদের প্রতি তার এই আগ্নেয় অভিবাদন।

হ্যামলেট ও, মৃত্যুতে মুমূর্ষু আমি হোরেশিও! তীব্র এই হলাহল বিজয়ীর কুক্কুট-চীৎকারে আমার চেতনাকে অবদমিত করে। ইংলণ্ডের সংবাদ-শোনার অপেক্ষায় জীবিত থাকা আমার সামর্থে নেই, কিন্তু আমি ভবিষ্যৎবাণী করি, মনোনয়নের আলোক-রেখায় ফোর্‌টিন্‌ব্রাস্‌ আলোকিত হবে; আমার মৃত্যুরণিত কণ্ঠস্বর তাকে সমর্থন করে। বল গিয়ে তাকে, বিবৃত করো লঘু-গুরু

সমস্ত ঘটনা, যার ফলে জাগরিত ক্ষুব্ধ-চিত্ত মোর—আর অবশিষ্ট, নীরব, নিস্তব্ধ। (মৃত্যু)

হোরেশিও ভগ্ন হ'ল এই এক মহান হৃদয়। শুভরাত্রি, প্রিয় যুবরাজ, দেবদূতের মধুর সঙ্গীত স্বর্গযাত্রায় আপনাকে বিশ্রান্ত করুক। (নিকটে সেনানী-পদধ্বনি।)
নাকারাধ্বনি এদিকে অগ্রসর কেন?
(প্রবেশ : ফোর্‌টিন্‌ব্রাস্‌, ইংরাজ রাজদূতগণ। নাকারাধ্বনি, পতাকা। অনুচরবর্গ।)

ফোর্‌টিন্‌ব্রাস্‌ কোথায় এই দৃশ্য?

হোরেশিও কী আপনি দেখতে চান? যদি বিষাদ অথবা বিস্ময়ের কিছু হয়, তবে অনুসন্ধান বন্ধ রাখুন।

ফোর্‌টিন্‌ব্রাস্‌ এই মৃতস্তূপ নির্বিচার-বিনাশের চিৎকৃত ঘোষণা। একবার মাত্র শরক্ষেপণ, আঘাত এমনই রক্তাক্ত, যে হত এই রাজ-পরিজন; হে গর্বিত মহাকাল, তোমার অনন্ত সমাধিকক্ষে কোন্‌ সে ভোজের প্রস্তুতি আজ?

প্রথম রাজদূত ভয়াবহ এই দৃশ্য; ইংলণ্ড হ'তে আমাদের বারতা আমরা অতি বিলম্বেই নিয়ে এলাম, সংবাদ দিতাম, নির্দেশ তাঁর অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত, নিহত রোজেন্‌ক্রাঞ্জ্‌ আর গিল্‌ডেন্‌স্টার্ন্‌; শ্রোতা কিন্তু শ্রুতিতে স্পন্দনবিহীন; কোথা হ'তে পাব ধন্যবাদ?

হোরেশিও ধন্যবাদ দেবার মত জীবিতের সামর্থ ওঁর থাকলেও ধন্যবাদবাণী ওঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হ'ত না: ওদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ তিনি তো কখনো দেন নি। কিন্তু যেহেতু, পোল-যুদ্ধ-প্রত্যাগত আপনারা, ইংলণ্ড-আগত

আপনারা, উপযুক্ত মুহূর্তে এখানে উপস্থিত হ'য়ে সম্মুখের এই রক্তাক্ত-জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়েছেন, সে-হেতু আদেশ দিন, যেন এই মৃতদেহনিচয় উচ্চমঞ্চে সর্বদৃষ্টি সমক্ষে স্থাপিত হয়; অনুমতি দিন, অনবহিত লোক-সাধারণ সমক্ষে এইসব ঘটনা-সংঘটনের ইতিহাস বিবৃত করি। তবেই আপনারা শুনবেন, ঐন্দ্রিয়-রক্তাক্ত যত অস্বাভাবিক কর্মের কাহিনী, অকস্মাৎ-হত্যা, আর বিচারের ভুল, শঠতা-আনীত মৃত্যু ঘটনার দুর্নিবার গতির কারণে, পথভ্রষ্ট চক্রান্ত-সব সমাপ্তির প্রতিঘাত নিয়ে আসে উদ্ভাবক-শিরে।

ফোর্‌টিন্‌ব্রাস্‌ আসুন, শ্রুতিতে আমরা দ্রুত হই, পদস্থদের শ্রবণে আহ্বান করুন; বিষাদের আলিঙ্গনে আমি আমার সৌভাগ্যকে গ্রহণ করি; এই রাজ্যে স্মৃত কিছু অধিকার আমারও আছে, বর্তমানে সুযোগের দাবী সে-অধিকার-প্রয়োগে আমাকে আমন্ত্রণ করে।

হোরেশিও ন্যায়সঙ্গত যুক্তিতেই সে-দাবী আমি বক্তব্যে উপস্থিত করব; আপনার সে-দাবী তাঁরই মুখ-নিঃসৃত, কণ্ঠস্বর যাঁর অধিকের সমর্থন আকর্ষণ করবে; কিন্তু জনমানস এখনও উত্তেজিত, চক্রান্ত আর ত্রুটির প্রয়োগ নিয়ে আসে অধিক-বিপত্তি, তাই আপনার নির্দেশ এই মুহূর্তেই প্রতিপালিত হ'ক।

ফোর্‌টিন্‌ব্রাস চারজন সৈন্যাধ্যক্ষ সেনানীবহনে হ্যামলেটকে মঞ্চে স্থাপিত করুক; কারণ যদি তিনি রাজকার্যে নিযুক্ত থাকতেন, তবে সম্ভবতঃ পরম রাজকীয় ব'লেই প্রতিপন্ন হ'তেন;

রণবিধি আর সেনানী-সঙ্গীত সরবে তাঁর শেষযাত্রা ঘোষণা করুক। মৃতদেহনিচয় উত্তোলন কর। এ দৃশ্য রণ-প্রান্তরেরই উপযুক্ত, তবু এখানে কতই না বিপরীত। যাও, অগ্নি-গোলক-বর্ষণে সৈন্যদের আদিষ্ট করো।

(সেনানী-পদক্ষেপে প্রস্থান। কামান গর্জন।)
